ঢাকা বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. 'কবর' নাটকটির রচিয়তা কে?
ক জহির রায়হান খ ড. মুনীর চৌধুরী
গ আবদুল গাফফার চৌধুরী ঘ মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী

২. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি নিচের কোনটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক ভাষা আন্দোলন খ ৬ দফা আন্দোলন
গ ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান ঘ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন

৩. নিচের কোনটি মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল?
ক গণমাধ্যম খ জনগণ গ বিশ্ব জনমত ঘ প্রবাসী বাঙালি

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'X' পড়ালেখার সময় হঠাৎ অনুভব করল যে, তার টেবিলসহ ঘরের অন্যান্য জিনিস দুলছে। সাথে সাথে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় সে ঘরের বাইরে গিয়ে দেখল বিদ্যুতের খুঁটিও ভেঙে পড়ে আছে।

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ইঙ্গিত করে?
ক কালবৈশাখী খ ঘূর্ণিঝড় গ ভূমিকম্প ঘ ভূমিধস

৫. উক্ত দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়–
i. নীতিমালা অনুসরণ করে বিল্ডিং তৈরি
ii. কাঠের বেসিং ব্যবহার
iii. দরজা-জানালা ঘরের মাঝখানে দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. নিচের কোনটি ব্রহ্মপুত্রের উপনদী?
ক করতোয়া ও আত্রাই খ ধরলা ও তিস্তা
গ করতোয়া ও তিস্তা ঘ ধরলা ও আত্রাই

৭. রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান কোনটি?
ক জনসমষ্টি খ নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড
গ সরকার ঘ সার্বভৌমত্ব

৮. নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কোনটি?
ক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা খ প্রচলিত আইন মেনে চলা
গ কর প্রদান করা ঘ সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রদান করা

৯. নিচের কোনটি রাষ্ট্র সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে?
ক টিকাদান কর্মসূচি খ পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা
গ রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন ঘ ক্রীড়া ব্যবস্থার জোরদার

১০. জনাব 'Y' জটিল অপারেশনকালে অন্যের রক্ত গ্রহণ করেন। সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরলেও তার লাগাতার শুষ্ক কাশি হয়। জনাব 'Y' এর সমস্যাটি বাংলাদেশে কখন থেকে দেখা যায়?
ক ১৯৮১ সাল খ ১৯৮৯ সাল গ ২০০২ সাল ঘ ২০১০ সাল

১১. জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারে কোন দেশ?
ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপান খ রাশিয়া, ডেনমার্ক ও ফ্রান্স
গ গ্রেট ব্রিটেন, জাপান ও ফ্রান্স ঘ চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্স

১২. বালাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কিছু শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। তাদের জীবন-যাপনে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা দায়িত্ব পালন করে?
ক UNDP খ UNICEF গ UNHCR ঘ UNFPA

১৩. কোন অর্থ ব্যবস্থায় শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

১৪. নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোনটি?
ক পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি খ দারিদ্র্য
গ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘ অশিক্ষা

১৫. 'অংশীদারিত্ব' SDG এর কত নম্বর অভীষ্ট?
ক ১৭ খ ১৬ গ ১৫ ঘ ১৪

১৬. জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীতে বাংলাভাষার ব্যবহার হয় কত সাল থেকে?
ক ১৯৭৪ খ ১৯৭৯ গ ১৯৮৪ ঘ ১৯৮৬

১৭. 'The Modern State' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক আর. এম. ম্যাকাইভার খ অ্যারিস্টটল
গ অধ্যাপক গার্নার ঘ অধ্যাপক হল্যান্ড

১৮. বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের কত তারিখে গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল?
ক ১১ জানুয়ারি খ ১০ এপ্রিল গ ১২ অক্টোবর ঘ ০৪ নভেম্বর

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সিয়াম 'P' অঞ্চলের বাসিন্দা যা দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের বনগুলো সবসময় সবুজ থাকে।

১৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে কোন ধরনের বনভূমি দেখা যায়?
ক ক্রান্তীয় চিরহরিৎ খ ক্রান্তীয় পাতাঝরা
গ ম্যানগ্রোভ ঘ গরান

২০. উক্ত বনভূমিতে জন্মায়–
i. মেহগনি ও জারুল ii. শিরীষ ও হরীতকী
iii. সেগুন ও গর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. নিম্নের কোন জেলাগুলো ভূমিকম্পের প্রলয়ঙ্করী বলয়ে অবস্থিত?
ক ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট খ চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লা
গ চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর ঘ চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও বান্দরবান

২২. স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল–
i. যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ii. আহত যোদ্ধাদের সেবা প্রদান
iii. বিভিন্ন প্রকার তথ্য প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'M' এলাকার চেয়ারম্যান তার নিজ উদ্যোগে এলাকার জনগণকে কৃষি কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। জনগণ ফসল উৎপাদনে সার, কীটনাশক ইত্যাদি পরিমিত ব্যবহার করে পরিবেশ সহায়ক উৎপাদন পদ্ধতি অব্যাহত রাখছে।

২৩. 'M' এলাকার চেয়ারম্যানের উদ্যোগটি SDG এর কোন অভীষ্ট অর্জনে ভূমিকা রাখে?
ক দারিদ্র্য বিলোপ খ ক্ষুধামুক্তি গ অংশীদারিত্ব ঘ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

২৪. উক্ত অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জ হলো–
i. সম্পদের অসম বণ্টন ii. দারিদ্র্য iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক কর্ণফুলী খ পশুর গ সাঙ্গু ঘ রূপসা

২৬. সদ্য বিবাহিত 'N' স্বামীর বাড়িতে বিভিন্ন প্রকার গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত থাকে। অতিরিক্ত কাজের জন্য তাকে প্রতিনিয়ত চাপ প্রয়োগ করা হয়। এতে সে সবসময় ভয়ে থাকে। 'N' এর সমস্যাটি কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে?
ক সামাজিক নৈরাজ্য খ নারীর প্রতি বৈষম্য
গ নারীর প্রতি সহিংসতা ঘ মূল্যবোধের অবক্ষয়

২৭. মূলধনের মালিককে কী প্রদান করা হয়?
ক খাজনা খ সুদ গ মজুরি ঘ মুনাফা

২৮. জনাব 'A' উৎপাদন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি তার নিয়োগকৃত শ্রমিকদের কাজ অনুযায়ী কম বেতন পরশোধ করেন। তার উৎপাদন কার্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

২৯. বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান বলে বিবেচিত, কেননা এতে রয়েছে–
i. জনগণের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি
ii. জনগণের সার্বভৌমত্ব iii. ভোটাধিকারের স্বীকৃত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. কার নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়?
ক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ অধ্যাপক আবুল কাশেম ঘ জহির রায়হান

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **ঘটনা-১ :** আমেরিকান তরুণী মার্গারেট কিছুদিন হলো বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে। ফাগুনের এক ভোরে সে দেখতে পায় বেশ কিছু মানুষ খালি পায়ে রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে চলেছে। তারা সবাই একটি দুঃখের গান গাইছে। তারা একটি স্মৃতিস্তম্ভে ফুল ও ফুলের তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। একজনের কাছ থেকে সে জানতে পারল, স্মৃতিস্তম্ভটি একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফল।

ঘটনা-২ : রহিম সাহেব একটি অঞ্চলের নেতা। অন্য আরেকটি অঞ্চল নিয়ে তাদের দেশ গঠিত। রহিম সাহেবের অঞ্চলের আয় বেশি হলেও তাদের টাকায় উন্নতি হচ্ছিল অন্য অঞ্চলটিতে। তাই রহিম সাহেব কিছু দাবি সরকারের কাছে পেশ করেন। সরকার তাদের দাবি না মানলে তারা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হন।

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য কী ছিল? ১

খ. আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষায় সচেতন হব কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "রহিম সাহেবের পেশকৃত দাবির সঙ্গে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ধারণাটির মিল আছে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথকে সুগম করে।" তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২। **ঘটনা-১ :** জনাব 'ক' একটি অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। তাঁর অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে গোপন বৈঠকে একটি বিশেষ পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার পূর্বেই ক্ষমতাসীন সরকার তা জেনে যায় এবং সেই নেতা ও তার কয়েকজন অনুসারীদের নামে মামলা দায়ের করেন।

ঘটনা-২ : জনাব 'খ' একজন সৎ লোক। তিনি তার দেশের জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হন। জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবার পরেও ক্ষমতাসীন দল তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। ফলে দেশবাসী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে।

ক. ২১ দফার ১ম দফা কী? ১

খ. আইয়ুব খান কেন মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন? ২

গ. বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ঘটনাটি জনাব 'ক' এর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ঘটনা-২ এর নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের যে নির্বাচনের মিল খুজে পাওয়া যায়, তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** 'ক' দেশে অবৈধভাবে প্রেসিডেন্ট হয়ে মি. ডেভিড ক্ষমতার মোহে এতই অন্ধ হয়ে যান যে, তিনি অন্যান্য রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি চার প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে জেলে পাঠান এবং পরিশেষে তাদের হত্যা করেন।

ঘটনা-২ : জনাব মাইকেল 'ক' দেশের নিরাপত্তা বাহিনী প্রধান। একদা তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দেশের জনগণ তিনটি দলে ভাগ হয়ে জনাব মাইকেলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তিনি পদত্যাগ করেন।

ক. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে কী মন্তব্য করে ছিলেন? ১

খ. মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয় কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ জনাব ডেভিডের কার্যকলাপ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ জনাব মাইকেলের পদত্যাগে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা শুরু হয়– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪। **দৃশ্যকল্প-১ :** কক্সবাজারের ছেলে সুমন তার বন্ধু রিপনের বাসায় বেড়াতে যায়। রিপনের বাসা উত্তরাঞ্চলের একটি জেলায়। এসময় সূর্যরশ্মি আমাদের দেশে তীর্যকভাবে পড়ছিল। সে অনুভব করল যে এসময়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে অনেক কম।

দৃশ্যকল্প-২ : একদিন বিকেলে নিলয় তার বন্ধুর সাথে পদ্মা নদীর ধারে হাঁটছিল। তারা বেশ গরম অনুভব করে। কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করে। ক্রমে তা ঝড়ে পরিণত হয়।

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে কেন? ২

গ. সুমন কোন ঋতুতে রিপনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নিলয়ের ঘটনায় যে ঋতুর কথা বলা হয়েছে তা বাংলাদেশের কৃষির জন্য আশীর্বাদ" তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫। **ঘটনা-১ :** জনাব মনির 'ক' নদীর তীরে বসবাস করেন। বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে এই নদীটির গুরুত্ব অনেক। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই নদীটির ভূমিকা আছে।

ঘটনা-২ : জনাব হানিফ একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি তাঁর জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর এলাকায় একটি খাল খনন করেন ও নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। পানির অপচয় রোধে তিনি জনগণকে সচেতন করে তোলেন।

ক. বিআইডব্লিউটিএ এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এর 'ক' নদীটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নদীকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের পানি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় জনাব হানিফের কাজের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৬। **ঘটনা-১ :** মকবুল হোসেন একজন জনপ্রতিনিধি। তার এলাকায় প্রায়ই মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাত লেগে থাকে। তাই তিনি এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করেছেন।

ঘটনা-২ : রহিম উদ্দীন যে রাষ্ট্রে বাস করেন, সেখানে নাগরিকের সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গালের জন্য রাষ্ট্র সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, নারীশিক্ষা, বাল্য বিবাহ রোধ ও জেন্ডার সমতায় ভূমিকা রাখে।

ক. আইন কাকে বলে? ১

খ. নাগরিকদের সময়মতো কর ও খাজনা প্রদান করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. মকবুল হোসেনের কাজটি রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রহিম উদ্দীন যে রাষ্ট্রে বাস করেন, তাকে কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত অনির্বাণ সাহেব একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে ঘানায় কাজ করেছেন। সেখানে বিভিন্ন দলের মধ্যকার সংঘর্ষ বন্ধ করে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে তার বোন ফারহানা একজন নারী উন্নয়ন কর্মী। তিনি ১০ বছর ধরে নারী উন্নয়ন ও নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি এখন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান অঙ্গে গৃহীত নারীদের অধিকারযুক্ত একটি সনদ নিয়ে কাজ করছেন।

ক. ইউএনএইচসিআর এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব কেন? ২

গ. অনির্বাণ সাহেব কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ফারহানা যে সনদ নিয়ে কাজ করছেন তা নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।"– মূল্যায়ন কর। ৪

৮। **দৃশ্যকল্প-১ :** বেলাল রহমান 'ক' দেশে বাস করেন। সেই দেশ বর্তমানে বেশ উন্নতি করেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। ধনী মানুষেরা আরো ধনী হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে গরীব মানুষেরা আরো গরীব হয়েছে। তাই বিভক্তি বাড়ছে, পার্থক্য বাড়ছে।

দৃশ্যকল্প-২ : অচিনপুর গ্রামের মানুষ বেশ উদ্যমী। তারা সকলে মিলে গ্রামে প্রবেশপথের ভাঙ্গা সেতুটি নিজেরাই মেরামত করে নিয়েছে। তারা রাস্তার গর্তগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে তা চলাচলের উপযোগী করেছে। তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে গ্রামটিকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তুলেছে।

ক. টেকসই উন্নয়ন কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ এসডিজি অর্জনের কোন চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ধারণাটি দৃশ্যকল্প-২ এ প্রতিফলিত হয়েছে তা জাতীয় ও বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" মতামত দাও। ৪

৯। **ঘটনা-১ :** জামশেদ আলী 'ক' দেশে বাস করেন। তার একটি রেঁস্তোরা রয়েছে। সেখানে প্রায় ৩০ জন কর্মচারী কাজ করে। জামশেদ আলী তার কর্মচারীদের কম বেতন দিয়ে নিজের লাভের দিকে তিনি সবসময়ই প্রাধান্য দেন।

ঘটনা-২ : শরীফ চৌধুরী নামে একজন সরকারি কর্মকর্তা 'খ' দেশে বসবাস করেন। তিনি লক্ষ্য করেন এদেশের উৎপাদন সংক্রান্ত সব কাজেই সরকারি নির্দেশনা থাকে। এখানে ব্যক্তি উদ্যোগে কোনো শিল্প কারখানা স্থাপন করা যায় না। যদিও মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ এদেশের মূল লক্ষ্য।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. সূর্যের আলো সম্পদ নয় কেন? ২

গ. 'ক' দেশটিতে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'খ' দেশেটিতে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মোট জাতীয় উৎপাদন বাড়ে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।" তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১০। **ঘটনা-১ :** একটি চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে বিজয় দেখল ৯–১০ বছরের একটি ছেলে চা বানাচ্ছে। বিজয় তাকে জিজ্ঞেস করল, সে কেন এখানে কাজ করে। ছেলেটি জানায় তার বাবা বেঁচে নেই। তাই সংসার চালানোর জন্য তাকে এই কাজ করতে হয়।

ঘটনা-২ : একদিন জনাকীর্ণ রাস্তায় ট্রাক চালিয়ে দিয়ে কিছু মানুষ হত্যা করা হয়। মানুষজন এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী এই ঘটনার দায়ভার স্বীকার করে বিবৃতি দেয়। তারা বলে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা এই কাজটি করেছে।

ক. সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ১

খ. আমরা ধর্মীয় আদর্শে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবো কেন? ২

গ. বিজয়ের ঘটনা কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ঘটনা-২ এ বর্ণিত সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমকা রাখতে পারে।"– তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১১। **ঘটনা-১ :** সানিয়া একজন শিক্ষার্থী। সে বাসযোগে বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছিল। চালক ও হেলপার তার সাথে অশ্লীল মন্তব্য ও অভদ্র আচরণ করছিল। সে তাৎক্ষণিকভাবে ৯৯৯ এ ফোন দিয়ে পুলিশকে জানায়। কিছুক্ষণ পরই পুলিশ অপরাধীদের ধরে ফেলে।

ঘটনা-২ : জনাব 'ক' একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি উপহার হিসেবে টাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল স্বাক্ষর করেন। তিনি অবশ্য ঘনিষ্ঠ নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের সুবিধা দেন এবং অন্যদের ক্ষেত্রে কঠোর থাকেন।

ক. জঙ্গিবাদ কাকে বলে? ১

খ. মূল্যবোধের অবক্ষয় সামাজিক নৈরাজ্যের প্রধান কারণ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সানিয়ার সঙ্গে সংঘটিত কার্যকলাপ নারীর প্রতি সহিংসতার কোন প্রকৃতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর কার্যকলাপ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাঁধা– তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? উক্তিটির সমর্থনে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	K	৩	L	৪	M	৫	K	৬	L	৭	N	৮	K	৯	M	১০	L	১১	N	১২	M	১৩	N	১৪	L	১৫	K
	১৬	M	১৭	K	১৮	N	১৯	K	২০	L	২১	M	২২	N	২৩	M	২৪	N	২৫	K	২৬	M	২৭	N	২৮	K	২৯	N	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **ঘটনা-১ :** আমেরিকান তরুণী মার্গারেট কিছুদিন হলো বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে। ফাগুনের এক ভোরে সে দেখতে পায় বেশ কিছু মানুষ খালি পায়ে রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে চলেছে। তারা সবাই একটি দুঃখের গান গাইছে। তারা একটি স্মৃতিস্তম্ভে ফুল ও ফুলের তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। একজনের কাছ থেকে সে জানতে পারল, স্মৃতিস্তম্ভটি একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফল।

ঘটনা-২ : রহিম সাহেব একটি অঞ্চলের নেতা। অন্য আরেকটি অঞ্চল নিয়ে তাদের দেশ গঠিত। রহিম সাহেবের অঞ্চলের আয় বেশি হলেও তাদের টাকায় উন্নতি হচ্ছিল অন্য অঞ্চলটিতে। তাই রহিম সাহেব কিছু দাবি সরকারের কাছে পেশ করেন। সরকার তাদের দাবি না মানলে তারা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হন।

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য কী ছিল? ১

খ. আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষায় সচেতন হব কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "রহিম সাহেবের পেশকৃত দাবির সঙ্গে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ধারণাটির মিল আছে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথকে সুগম করে।" তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

খ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষায় সচেতন হবো।

রাষ্ট্র আমাদেরকে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রদান করে। এগুলোর পরিবর্তে নাগরিকে হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমাদেরকে সর্বদা সজাগ এবং চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগের বিনিময়ে দেশের স্বার্থ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

গ ঘটনা-১ এ আমার পাঠ্যবইয়ের ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই শুরু হওয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতিবাদ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রূপলাভ করে। ১৯৫২ সাল ২১শে ফেব্রুয়ারি (বাংলা ৮ই ফাল্গুন) ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের একটি মিছিল বের হয়। পাকিস্তানি পুলিশবাহিনী এ মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালালে শহিদ হন আবুল বরকত, জব্বার, রফিক, সালামসহ আরও অনেকে। এতে ভাষা আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এ স্মৃতিকে স্মরণ করে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ফাল্গুন মাসের ৮ তারিখ সকালে বাঙালি শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ আমেরিকান তরুণী মার্গারেট ফাগুনের এক ভোরে দেখতে পায় বেশ কিছু মানুষ খালি পায়ে রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে চলেছে। তারা সবাই একটি দুঃখের গান গাইছে। তারা একটি স্মৃতিস্তম্ভে ফুল ও ফুলের তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। একজনের কাছ থেকে সে জানতে পারল, স্মৃতিস্তম্ভটি একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফল। এরূপ ঘটনায় মূলত ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের চিত্র প্রকাশ পায়। কেননা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে প্রতিবছর মানুষ শহিদ মিনারে খালি পায়ে গিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

ঘ রহিম সাহেবের পেশকৃত দাবির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির মিল রয়েছে। ছয় দফা দাবি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

৬ দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ যখন চরমে ওঠে তখন বাঙালিদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে, রহিম সাহেব একটি অঞ্চলের নেতা। অন্য আরেকটি অঞ্চল নিয়ে তাদের দেশ গঠিত। রহিম সাহেবের অঞ্চলের আয় বেশি হলেও তাদের টাকায় উন্নতি হচ্ছিল অন্য অঞ্চলটিতে। তাই রহিম সাহেব কিছু দাবি সরকারের কাছে পেশ করেন। সরকার তাদের দাবি না মানলে তারা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হন। এরূপ ঘটনা ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পেশকৃত ৬ দফা দাবিকে তুলে ধরে। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষিত হলে পূর্ব বাংলার মানুষ সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এ আন্দোলন ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসনবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আর এরই ফলে ত্বরান্বিত হয় স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বিজয়ী প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে নির্মম গণহত্যা চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। প্রায় নয় মাস যুদ্ধের পর বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতিকে স্বাধীকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে, যা পরবর্তী স্বাধীনতা অর্জনের ভিত্তি রচনা করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ **ঘটনা-১ :** জনাব 'ক' একটি অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। তাঁর অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে গোপন বৈঠকে একটি বিশেষ পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার পূর্বেই ক্ষমতাসীন সরকার তা জেনে যায় এবং সেই নেতা ও তার কয়েকজন অনুসারীদের নামে মামলা দায়ের করেন।

ঘটনা-২ : জনাব 'খ' একজন সৎ লোক। তিনি তার দেশের জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হন। জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবার পরেও ক্ষমতাসীন দল তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। ফলে দেশবাসী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে।

ক. ২১ দফার ১ম দফা কী? ১

খ. আইয়ুব খান কেন মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন? ২

গ. বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ঘটনাটি জনাব 'ক' এর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ঘটনা-২ এর নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের যে নির্বাচনের মিল খুজে পাওয়া যায়, তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।'– বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ দফার প্রথম দফা হলো– 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।'

খ স্বীয় ক্ষমতা ও সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন।

আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থায় ৮০ হাজার নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। ১৯৬৫ সালে ৮০ হাজার মেম্বারের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরা সবাই ছিল তার অনুগত। এভাবেই মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করে আইয়ুব খান তার সামরিক শাসনকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করেন।

গ বাংলাদেশের ইতিহাসের ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ঘটনার সাথে জনাব 'ক' এর ঘটনাটি সম্পর্কিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সম্মতিতে বিপ্লবী পরিষদের পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবকয়টি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দি করবে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে একবার বঙ্গবন্ধু ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই ফাঁস হয়ে গেলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর জনাব 'ক' একটি অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। তাঁর অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে গোপন বৈঠকে একটি বিশেষ পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার পূর্বেই ক্ষমতাসীন সরকার তা জেনে যায় এবং সেই নেতা ও তাঁর কয়েকজন অনুসারীদের নামে মামলা দায়ের করেন। এরূপ ঘটনা ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি প্রশাসনের দায়েরকৃত ঐতিহাসিক আগরতলা ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ ঘটনা-২ এর নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ পরিষদের নির্বাচনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। যার প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর এ নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর জনাব 'খ' একজন সৎ লোক। তিনি তার দেশের জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হন। জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবার পরেও ক্ষমতাসীন দল তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। ফলে দেশবাসী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এখানে মূলত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের চিত্রই উপস্থাপন করা হয়েছে। এ নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরই সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলত এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। অপরদিকে এটি ছিল পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী সরকারের জন্য বিরাট পরাজয়। শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্র শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এবং এর ফলাফল হিসেবে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যাপক প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। আর এ কারণেই আমি প্রশ্নের বক্তব্যকে যথার্থ বলে মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **ঘটনা-১ :** 'ক' দেশে অবৈধভাবে প্রেসিডেন্ট হয়ে মি. ডেভিড ক্ষমতার মোহে এতই অন্ধ হয়ে যান যে, তিনি অন্যান্য রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি চার প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে জেলে পাঠান এবং পরিশেষে তাদের হত্যা করেন।

ঘটনা-২ : জনাব মাইকেল 'ক' দেশের নিরাপত্তা বাহিনী প্রধান। একদা তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দেশের জনগণ তিনটি দলে ভাগ হয়ে জনাব মাইকেলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তিনি পদত্যাগ করেন।

ক. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে কী মন্তব্য করে ছিলেন? ১

খ. মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয় কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ জনাব ডেভিডের কার্যকলাপ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ জনাব মাইকেলের পদত্যাগে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা শুরু হয়– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে বলেন, 'এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এই সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।'

খ জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা ছাড় দেয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহিদ হন, আবার অনেকে গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না।

গ ঘটনা-১ এ জনাব ডেভিডের কার্যকলাপ আমার পাঠ্যবইয়ের ১৯৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর জেলখানায় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর গভীর রাতে ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খুনিচক্র সেনাসদস্যরা দেশত্যাগের পূর্বে খন্দকার মোশতাকের অনুমতি নিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে প্রবেশ করে সেখানে বন্দি অবস্থায় থাকা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুরু হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের। এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ঘটনা মোশতাকের পতন ত্বরান্বিত করে। খুনিরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এ হত্যাকাণ্ড ছিল ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত, স্বাধীনতাবিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও নীলনক্সার বাস্তবায়ন।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর 'ক' দেশে অবৈধভাবে প্রেসিডেন্ট হয়ে মি. ডেভিড ক্ষমতার মোহে এতই অন্ধ হয়ে যান যে, তিনি অন্যান্য রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি চার প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে জেলে পাঠান এবং পরিশেষে তাদের হত্যা করেন। এরূপ ঘটনা স্পষ্টভাবে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং দেশকে নেতৃত্বশূন্য করে পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ ঘটনা-২ এ জনাব মাইকেলের পদত্যাগে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়।– মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ছিল বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বৃহৎ গণআন্দোলন ছিল ১৯৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান। এর মাধ্যমে স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং দেশ গণতন্ত্রের পথে পুনরায় পরিচালিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর জনাব মাইকেল 'ক' দেশের নিরাপত্তা বাহিনী প্রধান। একদা তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দেশের জনগণ তিনটি দলে ভাগ হয়ে জনাব মাইকেলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তিনি পদত্যাগ করেন। এরূপ ঘটনা ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের পতনকে নির্দেশ করে। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বরণের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তখন থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক-বেসামরিক আদলে কার্যত সামরিক শাসন চলে। সেনাশাসক এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি সকল দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়। বাংলাদেশের জনগণ একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক ধারা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। এ অভিযাত্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পথ উন্মুক্ত হয়। শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বাতিল করে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি ফিরিয়ে আনা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক, শ্রমিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, আইনজীবীসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে যে কালো অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, ১৯৯০ এর গণআন্দোলনে তার অবসান ঘটে। ফলে বাংলাদেশ সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **দৃশ্যকল্প-১ :** কক্সবাজারের ছেলে সুমন তার বন্ধু রিপনের বাসায় বেড়াতে যায়। রিপনের বাসা উত্তরাঞ্চলের একটি জেলায়। এসময় সূর্যরশ্মি আমাদের দেশে তীর্যকভাবে পড়ছিল। সে অনুভব করল যে এসময়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে অনেক কম।

দৃশ্যকল্প-২ : একদিন বিকেলে নিলয় তার বন্ধুর সাথে পদ্মা নদীর ধারে হাঁটছিল। তারা বেশ গরম অনুভব করে। কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করে। ক্রমে তা ঝড়ে পরিণত হয়।

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে কেন? ২

গ. সুমন কোন ঋতুতে রিপনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নিলয়ের ঘটনায় যে ঋতুর কথা বলা হয়েছে তা বাংলাদেশের কৃষির জন্য আশীর্বাদ" তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

খ অধিক জনসংখ্যার কারণে কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনবসতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক কম। আমাদের দেশে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমির ওপর অব্যাহত চাপ পড়ছে। ফলে আবাদি জমির ওপর নতুন নতুন বাড়ি-ঘর নির্মাণ হচ্ছে। আর এ কারণেই কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

গ সুমন শীত ঋতুতে রিপণের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল।

প্রতিবছর নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে শীতকাল। এ সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে থাকায় বাংলাদেশে সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে পড়ে এবং উত্তাপের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ কক্সবাজারের ছেলে সুমন তার বন্ধু রিপনের বাসায় বেড়াতে যায়। রিপনের বাসা উত্তরাঞ্চলের একটি জেলায়। এ সময় সূর্যরশ্মি আমাদের দেশে তীর্যকভাবে পড়ছিল। সে অনুভব করল যে এ সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা দক্ষিণাঞ্চরের চেয়ে অনেক কম। এ থেকে বোঝা যায় সুমন শীত ঋতুতে রিপনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। শীতকালে বাংলাদেশের দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল হতে উত্তরের দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কম থাকে। জানুয়ারি মাস বাংলাদেশের শীতলতম মাস। এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭ ডিগ্রি সে.। জানুয়ারি মাসে দেশের দক্ষিণের জেলা চট্টগ্রামের গড় তাপমাত্রা প্রায় ২০ ডিগ্রি সে. এবং দেশের উত্তরের জেলা দিনাজপুরের গড় তাপমাত্রা থাকে ১৬.৬ ডিগ্রি সে.। সাধারণত শীতকালে বাংলাদেশের দিনগুলো রাতের চেয়ে ছোটো হয়।

ঘ নিলয়ের ঘটনায় গ্রীষ্মঋতুর কথা বলা হয়েছে। গ্রীষ্মঋতু কৃষির জন্য আশীর্বাদ।– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত নয়।

বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এটিই দেশের উষ্ণতম ঋতু। গ্রীষ্মঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সে. হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর নিলয় তার বন্ধুর সাথে পদ্মা নদীর ধারে হাঁটছিল। তারা বেশ গরম অনুভব করে। কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম দিকে থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করে। ক্রমে তা ঝড়ে পরিণত হয়। এখানে মূলত গ্রীষ্মকালের চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের কৃষিকাজ হয়ে থাকে। ধান, গম, সবজি এবং নানা রকম ফলফলাদি এ সময় আমাদের দেশে চাষ এবং উৎপাদন করা হয়। এ সময় প্রচন্ড গরম আর ঝড়ের সম্ভাবনা থাকে বলে তা কৃষির জন্য আশীর্বাদ নয়। কারণ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম থাকার কারণে কৃষিকাজ ব্যাহত হয়। বৃষ্টির অভাবে এ সময় কৃষিজমি খরার কবলে পড়ে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় কৃত্রিমভাবেও পানি সেচ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে গাছের ফল-ফলাদি অকালেই ঝরে পড়ে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষির জন্য গ্রীষ্ম ঋতু কখনই আশীর্বাদ নয়। কারণ বর্ষাকালের তুলনায় এসময় সামান্যই কৃষিকাজ করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **ঘটনা-১ :** জনাব মনির 'ক' নদীর তীরে বসবাস করেন। বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে এই নদীটির গুরুত্ব অনেক। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই নদীটির ভূমিকা আছে।

ঘটনা-২ : জনাব হানিফ একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি তাঁর জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর এলাকায় একটি খাল খনন করেন ও নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। পানির অপচয় রোধে তিনি জনগণকে সচেতন করে তোলেন।

ক. বিআইডব্লিউটিএ এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এর 'ক' নদীটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নদীকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের পানি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় জনাব হানিফের কাজের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিআইডব্লিউটিএ এর পূর্ণরূপ হলো Bangldesh Inland Water Transport Authority বা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ।

খ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি, বনভূমি, মৎস্য, খনিজ পদার্থ, সৌরতাপ, প্রাকৃতিক জলাশয় ইত্যাদি এদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিত করা সম্ভব। এসব কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

গ ঘটনা-১ এর 'ক' নদীটি আমার পাঠ্যবইয়ের কর্ণফুলী নদীকে নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী কর্ণফুলী। এর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। ৩২০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এ নদীটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর জনাব মনির 'ক' নদীর তীরে বসবাস করেন। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে এই নদীটির গুরুত্ব অধিক। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই নদীর ভূমিকা আছে। এরূপ বর্ণনায় কর্ণফুলি নদীর চিত্র প্রকাশ পায়। কারণ, পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য এ নদীর গুরুত্ব অধিক। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ নদীটি উৎপত্তিস্থল থেকে ১৮০ কি.মি. পার্বত্য পথ অতিক্রম করে রাঙামাটি জেলার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কর্ণফুলী নদীটি রাঙামাটিতে একটি দীর্ঘ ও সংকীর্ণ শাখা বিস্তার করে ধুলিয়াছড়ি ও কাপ্তাইয়ে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এরপর কাপ্তাই শাখা থেকে বেরিয়ে সীতারাম পর্বতমালার ভেতর দিয়ে চন্দ্রঘোনায় এসেছে। চন্দ্রঘোনার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বেরিয়ে কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রামের সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীর প্রধান উপনদী হচ্ছে কাপ্তাই, হালদা, কাসালং ও রাঙখিয়াং। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত।

ঘ বাংলাদেশের পানি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় জনাব হানিফের কাজের গুরুত্ব অত্যধিক।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্য, পানি ও অন্যান্য নিরাপত্তা বিধান করা কঠিন। দিন দিন ভূমি, পানি, ব্যবস্থাপনা, বিশেষত খাদ্য সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি দূষণ ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে খাদ্যোৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা দরকার।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ এর জনাব হানিফ একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি তাঁর জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর এলাকায় একটি খাল খনন করে নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। পানির অপচয় রোধে তিনি জনগণকে সচেতন করে তোলেন। এরূপ কাজের মাধ্যমে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার চিত্র প্রকাশ পায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নদ-নদী, পুকুর, খাল-বিল, হাওড়, বাঁওড়, বন ও ভূমির পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। পানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, নদ-নদীর নাব্যতা রোধ

করার মাধ্যমে পানি সম্পদ রক্ষা করা সম্ভবপর হবে। পানি সম্পদ মানুষের জীবন-জীবিকার কাজে ব্যবহার করা যায়। কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। দেশের পানি সম্পদ সারা বছরের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারলে দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশের পানি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় জনাব হানিফের কাজের গুরুত্ব অত্যধিক। অর্থাৎ পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **ঘটনা-১ :** মকবুল হোসেন একজন জনপ্রতিনিধি। তার এলাকায় প্রায়ই মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাত লেগে থাকে। তাই তিনি এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করেছেন।

ঘটনা-২ : রহিম উদ্দীন যে রাষ্ট্রে বাস করেন, সেখানে নাগরিকের সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, নারীশিক্ষা, বাল্য বিবাহ রোধ ও জেন্ডার সমতায় ভূমিকা রাখে।

ক. আইন কাকে বলে? ১

খ. নাগরিকদের সময়মতো কর ও খাজনা প্রদান করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. মকবুল হোসেনের কাজটি রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রহিম উদ্দীন যে রাষ্ট্রে বাস করেন, তাকে কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং মানুষের সামাজিক কল্যাণের জন্য গৃহিত সুনির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টিকে আইন বলে।

খ নাগরিকের প্রদেয় কর ও খাজনা রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস, তাই নিয়মিত কর ও খাজনা দেওয়া নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব।

রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো নাগরিকদের দেওয়া বিভিন্ন কর ও খাজনা। প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই যথাসময়ে কর ও খাজনা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করা নাগরিকদের বড় দায়িত্ব।

গ মকবুল হোসেনের কাজটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। রাষ্ট্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। বাংলাদেশে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ইত্যাদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর মকবুল হোসেন একজন জনপ্রিতিনিধি। তার এলাকায় প্রায়ই মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাত লেগে থাকে। তাই তিনি এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করেছেন। মকবুল হোসেনের এরূপ কাজে রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজের প্রতিফলন ঘটেছে। কারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ।

ঘ হ্যাঁ, রহিম উদ্দীন যে রাষ্ট্রে বাস করেন, তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়।

সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নাগরিকদের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে যে রাষ্ট্র কল্যাণমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেটিই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র জনকল্যাণ ও উন্নয়নে যেসব কাজ করে, সেগুলোই কল্যাণমূলক কাজ। জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের চাহিদা পূরণ এবং বেকার ও বয়স্কদের জন্য ভাতা প্রদান, বাল্যবিবাহ রোধ, শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন– রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর রহিম উদ্দীন যে রাষ্ট্রে বাস করেন, সেখানে নাগরিকের সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ ও জেন্ডার সমতায় ভূমিকা রাখে। রহিমের রাষ্ট্রের এরূপ কার্যাবলির মাঝে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও অসুস্থদের সেবা প্রদান শিশু সদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রের খাদ্য নিরাপত্তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, সমতা বিধান, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রভৃতি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণমূলক কাজ।

সুতরাং আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, রহিমের রাষ্ট্রটি একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

প্রশ্ন ▶ ০৭ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত অনির্বাণ সাহেব একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে ঘানায় কাজ করেছেন। সেখানে বিভিন্ন দলের মধ্যকার সংঘর্ষ বন্ধ করে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে তার বোন ফারহানা একজন নারী উন্নয়ন কর্মী। তিনি ১০ বছর ধরে নারী উন্নয়ন ও নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি এখন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান অঙ্গে গৃহীত নারীদের অধিকারযুক্ত একটি সনদ নিয়ে কাজ করছেন।

ক. ইউএনএইচসিআর এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব কেন? ২

গ. অনির্বাণ সাহেব কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ফারহানা যে সনদ নিয়ে কাজ করছেন তা নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।"– মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউএনএইচসিআর এর পূর্ণরূপ হলো –United Nations High Commission for Refugees.

খ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ও এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো অক্লান্ত পরিশ্রম করে বলে জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করাই জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনে জাতিসংঘ ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ রোধ করে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বিশ্বশান্তি ভঙ্গের হুমকি রোধ, আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র নিয়ন্ত্রণকল্পে জাতিসংঘের ভূমিকা অসাধারণ।

গ অনির্বাণ সাহেব জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছেন।

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এর উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে শান্তিভঙ্গের হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত অনির্বাণ সাহেব একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে ঘানায় কাজ করেছেন। সেখানে বিভিন্ন দলের মধ্যকার সংঘর্ষ বন্ধ করে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। এখানে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে জাতিসংঘের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। তুলনামূলকভাবে কোনো দুর্বল দেশ প্রতিবেশী বা অন্য কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক আগ্রাসন বা আক্রমণের শিকার হলে জাতিসংঘ শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা সমাধান করার চেষ্টা করে। এতে কাজ না হলে জাতিসংঘ প্রয়োজনে অবরোধ আরোপসহ শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। পাশাপাশি সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সব দেশের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা; জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা; আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা; প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি ও তা সমুন্নত রাখা জাতিসংঘের অন্যতম লক্ষ্য।

ঘ ফারহানা জাতিসংঘ প্রণীত সিডও সনদ নিয়ে কাজ করছেন। এ সনদটি নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ছাড়াও জাতিসংঘ নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং সিডও (CEDAW) সনদ গ্রহণ করেছে, যেগুলো নারীর সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতির মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসনে ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকের ফারহানা ১০ বছর ধরে নারী উন্নয়ন ও নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি এখন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান অঙ্গে গৃহীত নারীদের অধিকারযুক্ত একটি সনদ নিয়ে কাজ করছেন। তিনি মূলত জাতিসংঘ প্রণীত সিডও সনদ নিয়ে কাজ করছেন। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ 'সিডও' (CEDAW) সনদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর সনদটি কার্যকর হয়। এ সনদটি নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে। এছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জাতিসংঘ ২৫ নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি হয়। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে 'বিশ্ব নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। নারী উন্নয়নের জন্য এ ধরনের আরো অনেক কাজ জাতিসংঘ জন্মলগ্ন থেকে করে যাচ্ছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত সিডও সনদ বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিরসনে অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** বেলাল রহমান 'ক' দেশে বাস করেন। সেই দেশ বর্তমানে বেশ উন্নতি করেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। ধনী মানুষেরা আরো ধনী হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে গরীব মানুষেরা আরো গরীব হয়েছে। তাই বিভক্তি বাড়ছে, পার্থক্য বাড়ছে।

দৃশ্যকল্প-২ : অচিনপুর গ্রামের মানুষ বেশ উদ্যমী। তারা সকলে মিলে গ্রামে প্রবেশপথের ভাঙ্গা সেতুটি নিজেরাই মেরামত করে নিয়েছে। তারা রাস্তার গর্তগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে তা চলাচলের উপযোগী করেছে। তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে গ্রামটিকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তুলেছে।

ক. টেকসই উন্নয়ন কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ এসডিজি অর্জনের কোন চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ধারণাটি দৃশ্যকল্প-২ এ প্রতিফলিত হয়েছে তা জাতীয় ও বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনাকে টেকসই উন্নয়ন বলে।

খ জাতিসংঘ নির্ধারিত এমডিজি অর্জনের সফলতা বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়নের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী করছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বিবেচনায় এবং সামাজিক সূচকের নিরিখে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য কমেছে, আয় বেড়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সক্ষমতাও এসেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। আমরা এমডিজি অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছি। তাই আমরা ভবিষ্যৎ উন্নয়নেও আশাবাদী। আগামী দশকগুলোতে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো আর্থসমাজিক সক্ষমতা অর্জন করে চলেছি। এমডিজি অর্জনের হাত ধরেই বর্তমানে এসডিজি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় এটিও আমরা সফলভাবে অর্জন করতে পারব।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের বড় চ্যালেঞ্জ সম্পদ বৈষম্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদ বৈষম্য। আমাদের দেশে ক্রমাগত সম্পদ বৈষম্য বেড়েই চলেছে। সমাজে একশ্রেণির মানুষ ভূমি, নদী, বন

এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দখল করে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে। তাদের আয় দিন দিন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় তেমন বাড়ছে না। ফলে মানুষের মাঝে সম্পদের বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, বেলাল 'ক' দেশে বাস করেন। দেশটি বর্তমানে বেশ উন্নতি করেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। তবে ধনী মানুষ আরো ধনী হলেও গরিব মানুষ আরো গরিব হয়েছে। ফলে বিভক্তি ও পার্থক্য বাড়ছে। বেলালের দেশের এ অবস্থা সম্পদ বৈষম্যের সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। এরূপ সম্পদ বৈষম্যের ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠছে, যা এসডিজি অর্জনের পথে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ আমার পাঠ্যবইয়ের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে যা জাতীয় ও বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব।

দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, অচিনপুর গ্রামের মানুষ বেশ উদ্যমী। তারা সকলে মিলে গ্রামের ভাঙা সেতু মেরামত ও রাস্তার গর্তগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে তা চলাচলের উপযোগী করেছে। তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে গ্রামটিকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তুলেছে। অচিনপুর গ্রামের মানুষদের কাজের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব অত্যন্ত জরুরি। কেননা সকলের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না। তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টায় এ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে একযোগে কাজ করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত তৎপরতাকে সমন্বিত করতে হবে। এভাবে সরকারি-বেসরকারি সংগঠন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হবে। সকলের অংশীদারিত্ব ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়নে সকলকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি। কাউকে পিছিয়ে রেখে অন্যরা এগিয়ে গেলে সেই উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে টেকসই হবে না। এছাড়া এসডিজি কর্মসূচিটি কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়নি। এটি বিশ্বের প্রায় সকল দেশের উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়েছে। তাই এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত অংশীদারিত্ব জাতীয় ও বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **ঘটনা-১ :** জামশেদ আলী 'ক' দেশে বাস করেন। তার একটি রেঁস্তোরা রয়েছে। সেখানে প্রায় ৩০ জন কর্মচারী কাজ করে। জামশেদ আলী তার কর্মচারীদের কম বেতন দিয়ে নিজের লাভের দিকে তিনি সবসময়ই প্রাধান্য দেন।

ঘটনা-২ : শরীফ চৌধুরী নামে একজন সরকারি কর্মকর্তা 'খ' দেশে বসবাস করেন। তিনি লক্ষ্য করেন এদেশের উৎপাদন সংক্রান্ত সব কাজেই সরকারি নির্দেশনা থাকে। এখানে ব্যক্তি উদ্যোগে কোনো শিল্প কারখানা স্থাপন করা যায় না। যদিও মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ এদেশের মূল লক্ষ্য।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. সূর্যের আলো সম্পদ নয় কেন? ২

গ. 'ক' দেশটিতে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'খ' দেশেটিতে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মোট জাতীয় উৎপাদন বাড়ে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।" তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ অপ্রাচুর্যতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা না থাকার কারণে সূর্যের আলো সম্পদ নয়।

কোনো বস্তু বা দ্রব্যকে সম্পদ বলতে হলে সে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা থাকতে হবে। কিন্তু সূর্যের আলোর উপযোগ ও বাহ্যিকতা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় এর সরবরাহ বেশি। তাই এর জন্য মানুষকে কোনো দাম দিতে হয় না। অর্থাৎ সূর্যের আলোর অপ্রাচুর্যতা নেই। এছাড়াও সূর্যের আলোর হস্তান্তরযোগ্য নয়। তাই সূর্যের আলো সম্পদ নয়।

গ 'ক' দেশটিতে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভোগ করে। অর্থাৎ এখানে উৎপাদক ও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে হলো, এতে বক্তি বা উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ও উৎপাদন করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যক্তি বা বিনিয়োগকারী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে শ্রমিকরা শোষিত হয় এবং সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা দেখা যায়।

উদ্দীপকের জামশেদ আলী 'ক' দেশে বাস করেন। তার একটি রেঁস্তোরা রয়েছে। সেখানে প্রায় ৩০ জন কর্মচারী কাজ করে। জামশেদ আলী তার কর্মচারীদের কম বেতন দিয়ে নিজের লাভের দিকে তিনি সবসময়ই প্রাধান্য দেন। এরূপ বৈশিষ্ট্য একটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়। সুতরাং 'ক' দেশটিতে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ 'খ' দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মোট জাতীয় উৎপাদন বাড়ে এবং সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভব হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়

উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং সম্পদের ওপর কোনোরকম ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। এ অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ নেই। ফলে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনেরও সুযোগ নেই। এরূপ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকের যেমন উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নেই, তেমনি ভোগকারীর নিজ ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের সুযোগ নেই। তবে এরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থায় মোট জাতীয় উৎপাদন বাড়ে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের 'খ' দেশের উৎপাদন সংক্রান্ত সব কাজেই সরকারি নির্দেশনা থাকে। এখানে ব্যক্তি উদ্যোগে কোনো শিল্প কারখানা স্থাপন করা যায় না। যদিও মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ এদেশের মূল লক্ষ্য। এরূপ বর্ণনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান করে এবং উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে। ফলে ধনতন্ত্রের মতো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ থাকে না। এখানে শ্রমিকের মজুরি প্রদানের মূলনীতি হলো– 'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।' এই ব্যবস্থায় বেকারত্ব থাকে না। কারণ রাষ্ট্র প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। সকলের আয় এক নয়। কিন্তু কেউ উৎপাদনে তার অবদান অনুসারে প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হয় না। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অর্জিত সম্পদের সুষম বণ্টন হয়। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয় বৈষম্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আয় বৈষম্যের চেয়ে কম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাই সম্পদের অপচয়ও অপেক্ষাকৃত কম। এর ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ **ঘটনা-১ :** একটি চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে বিজয় দেখল ৯–১০ বছরের একটি ছেলে চা বানাচ্ছে। বিজয় তাকে জিজ্ঞেস করল, সে কেন এখানে কাজ করে। ছেলেটি জানায় তার বাবা বেঁচে নেই। তাই সংসার চালানোর জন্য তাকে এই কাজ করতে হয়।

ঘটনা-২ : একদিন জনাকীর্ণ রাস্তায় ট্রাক চালিয়ে দিয়ে কিছু মানুষ হত্যা করা হয়। মানুষজন এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী এই ঘটনার দায়ভার স্বীকার করে বিবৃতি দেয়। তারা বলে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা এই কাজটি করেছে।

ক. সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ১

খ. আমরা ধর্মীয় আদর্শে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবো কেন? ২

গ. বিজয়ের ঘটনা কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ঘটনা-২ এ বর্ণিত সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমকা রাখতে পারে।"– তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধাজনক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই সামাজিক সমস্যা বলে।

খ সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য আমরা ধর্মীয় আদর্শে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবো।

ধর্ম মানুষকে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও শান্তির পথ প্রদর্শন করে। হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নানা রকম অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে। ধর্ম মানুষের মধ্যে সংযম, ধৈর্য্য, বিনয়, উদারতা, সহনশীলতা, সৌহার্দ্য প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত করে। যার ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত রেখে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে। এজন্য আমরা ধর্মীয় আদর্শে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবো।

গ বিজয়ের ঘটনা শিশুশ্রম নামক সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিশুশ্রম একটি বড় সমস্যা। যে বয়সে শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলা করার কথা ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে কাজ করতে হয়। দরিদ্র পরিবারে সন্তানের ভরণপোষণ মিটিয়ে লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা-মার পক্ষে সম্ভব হয় না। মূলত দরিদ্রতার কারণেই শিশুশ্রম বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের বিজয় দেখল চায়ের দোকানে ৯-১০ বছরের একটি ছেলে চা বানাচ্ছে। বিজয় তাকে জিজ্ঞেস করল, সে কেন এখানে কাজ করে। ছেলেটি জানায় তার বাবা বেঁচে নেই। তাই সংসার চালানোর জন্য তাকে এই কাজ করতে হয়। এরূপ বর্ণনায় শিশুশ্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত, শিশুদের অল্প পারিশ্রমিকে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তারাও শিশুশ্রমের ব্যাপারে উৎসাহী হয়। দরিদ্র পিতা-মাতা শিক্ষাকে একটি অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে। তাছাড়া তারা শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে উদাসীন থাকে। এসব কারণে বিজয়ের দেখা ছেলের মতো শিশুরা শিশুশ্রমের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ঘ ঘটনা-২ এ বর্ণিত সামাজিক সমস্যা হলো জঙ্গীবাদ। জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

আচরণিক দৃষ্টিতে জঙ্গি বলতে যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং উগ্রপন্থি ব্যক্তি বা সমষ্টিকে বোঝায়। তারা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত কোনো সংস্কারের সমর্থনে কাজ করে। নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ ও ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠায় তারা চরম ও হিংসাত্মাক পন্থার আশ্রয় নেয়। আর জঙ্গির দ্বারা রচিত ও প্রচারকৃত ধ্যানধারণাই হলো জঙ্গিবাদ। যারা চরম উগ্রপন্থি হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ দেখা যায়, একদিন জনাকীর্ণ রাস্তায় ট্রাক চালিয়ে দিয়ে কিছু মানুষ হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে একটি বিশেষ গোষ্ঠী ঘটনার দায়ভার স্বীকার করে বিবৃতি দেয় এবং বলে যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা এ কাজ করেছে। এ ঘটনাটি মূলত জঙ্গিবাদ নামক সামাজিক সমস্যাকেই নির্দেশ করে। যেকোনো সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো সামাজিক আন্দোলন। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রচার করলে

জঙ্গিবাদ রোধ করা সহজ হবে। এক্ষেত্রে প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জঙ্গিবাদের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসমর্থন সৃষ্টি করা যেতে পারে। তাছাড়া আন্দোলনের অংশ হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে উগ্র ও বিভ্রান্ত ধর্মদর্শনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। এতে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করা বহুলাংশে সম্ভব হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ নির্দেশিত জঙ্গিবাদ সমস্যা প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১১ **ঘটনা-১ :** সানিয়া একজন শিক্ষার্থী। সে বাসযোগে বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছিল। চালক ও হেলপার তার সাথে অশ্লীল মন্তব্য ও অভদ্র আচরণ করছিল। সে তাৎক্ষণিকভাবে ৯৯৯ এ ফোন দিয়ে পুলিশকে জানায়। কিছুক্ষণ পরই পুলিশ অপরাধীদের ধরে ফেলে।

ঘটনা-২ : জনাব 'ক' একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি উপহার হিসেবে টাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল স্বাক্ষর করেন। তিনি অবশ্য ঘনিষ্ঠ নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের সুবিধা দেন এবং অন্যদের ক্ষেত্রে কঠোর থাকেন।

ক. জঙ্গিবাদ কাকে বলে? ১

খ. মূল্যবোধের অবক্ষয় সামাজিক নৈরাজ্যের প্রধান কারণ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সানিয়ার সঙ্গে সংঘটিত কার্যকলাপ নারীর প্রতি সহিংসতার কোন প্রকৃতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর কার্যকলাপ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাঁধা– তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? উক্তিটির সমর্থনে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরনের জন্য পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে জঙ্গীবাদ বলে।

খ সামাজিক অসঙ্গতির মূল কারণ হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। যেমন– বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি মায়ামমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এই মূল্যবোধের অবনতিই হলো সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে সমাজে নানা অসঙ্গতি যেমন মানুষের অধিকার বঞ্চনা, ঘুষ, দুর্নীতি, অপরাধীদের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি বেড়ে যায়। তাই বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই সামাজিক অসঙ্গতির মূল কারণ।

গ সানিয়ার সংঙ্গে সংঘটিত কার্যকলাপ নারীর প্রতি সহিংসতার যৌন হয়রানির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে যৌন হয়রানি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এটি নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, একটি সামাজিক বিপর্যয়। নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে কিশোরী, তরুণী এমনকি বিবাহিত নারীও জঘন্য যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। যৌন হয়রানিকে ইভটিজিংও (Eveteasing) বলা হয়। ইভটিজিং শব্দটি যৌন হয়রানির ইংরেজি প্রতিশব্দ। ইভটিজিং হচ্ছে লোকসমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা। গৃহঅভ্যন্তরে, কর্মক্ষেত্রে অথবা যাতায়াতের পথে, কখনোবা নিরিবিলি স্থানে অসৎ উদ্দেশ্যে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। অনেক সময় শিশুরাও যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

উদ্দীপকের শিক্ষার্থী সানিয়া বাসযোগে বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছিল। চালক ও হেলপার তার সাথে অশ্লীল মন্তব্য ও অভদ্র আচরণ করছিল। সে তাৎক্ষণিকভাবে ৯৯৯ এ ফোন দিয়ে পুলিশকে জানায়। কিছুক্ষণ পরই পুলিশ অপরাধীদের ধরে ফেলে। এরূপ বর্ণনায়, নারীর প্রতি সহিংসতার যৌন হয়রানি নামক প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। কারণ, তাকে দেখে চালক ও হেলপারদের অশ্লীল মন্তব্য ও অভদ্র আচরণ যৌন হয়রানিকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর কার্যকলাপে দুর্নীতির প্রকাশ ঘটেছে। দুর্নীতি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাধা।– আমি এ বক্তব্যকে সমর্থন করি।

নিজ স্বার্থে নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী যেকোনো কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। সাধারণত ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, বল প্রয়োগ, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনকে দুর্নীতি বলে। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফা অর্জন করা এবং জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি উপহার হিসেবে টাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল স্বাক্ষর করেন। তিনি অবশ্য ঘনিষ্ট নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের সুবিধা দেন এবং অন্যদের ক্ষেত্রে কঠোর থাকেন। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টত দুর্নীতির প্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব প্রকট। দুর্নীতিপূর্ণ সমাজে একে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। চাকরিজীবনে স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে যদি অযোগ্যরা নিয়োগ এবং পদোন্নতি পায় তাহলে সমাজে যোগ্যরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতির কারণে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, ফলে যোগ্যদের প্রতিভা বিকশিত হয় না। সৃজনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পায়। দুর্নীতি অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্যে অনীহা এবং সম্পদের অপব্যবহার করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। দুর্নীতির কারণে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যায়। সততা, আদর্শ এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় বিপর্যয় ডেকে আনে।

আলোচনা থেকে তাই এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দুর্নীতি বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত উপাদানকে কী বলে?
ক সংগঠন খ বণ্টন গ মূলধন ঘ শ্রম

২. যমুনার উপনদী হলো–
ক করতোয়া ও আত্রাই খ ধরলা ও তিস্তা
গ বুড়িগঙ্গা ও গোমতি ঘ ধলেশ্বরী ও হালদা

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কে সি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী শিলা মামার বাসায় বেড়াতে ঢাকায় আসে। পাশের বাসার একটি ছেলে শিলাকে দেখে তাকে ইঙ্গিত করে।

৩. শিলা কোন সামাজিক সমস্যার শিকার?
ক ছিনতাই খ কিশোর অপরাধ গ ইভটিজিং ঘ রাহাজানি

৪. উক্ত সমস্যা সমাধানে করণীয়–
i. ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ চর্চা করা
ii. সামাজিক চাপ প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করা
iii. অপরাধীকে সামাজিকভাবে বয়কট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষকে বলা হয়–
ক BIWRI খ BIWTA গ BIWPN ঘ BIWNA

৬. ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী হামজা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে কোন পাহাড়টি দেখতে পাবে?
ক বিজয় খ হিমালয় গ চিকনাগুল ঘ আরাকান

৭. কোন মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়?
ক দক্ষিণ-পশ্চিম খ উত্তর-পশ্চিম গ দক্ষিণ-পূর্ব ঘ উত্তর-পূর্ব

৮. টারশিয়ারী যুগের পাহাড় আছে–
ক নেত্রকোনায় খ বরিশালে গ যশোরে ঘ রাজশাহীতে

৯. যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেন কে?
ক গোলাম মোহাম্মদ খ আইয়ুব খান
গ ইস্কান্দার মীর্জা ঘ ইয়াহিয়া খান

১০. 'স্মৃতির মিনার' কে রচনা করেন?
ক ইমদাদুল হক খ মাহবুবুল আলম
গ আলাউদ্দিন আল আজাদ ঘ ড. এনামুল হক

১১. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে প্রথম–
ক নূর হোসেন খ ১৫ দলীয় ঐক্যজোট
গ ৭ দলীয় জোট ঘ ছাত্র সমাজ

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সাধুহাটী বাজারের পাশে গড়াই বেড়িবাঁধ প্রতিবছর সংস্কার করা হলেও, অনেক স্থানে বড় বড় ভাঙন দেখা দেয় ফলে জনজীবনে দুর্দশা নেমে আসে। অথচ সরকার প্রতি বছর এই বাঁধ মেরামতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

১২. উদ্দীপকে কোন সামাজিক সমস্যাটি ফুটে উঠেছে?
ক সড়ক দুর্ঘটনা খ নৈরাজ্য গ দুর্নীতি ঘ দরিদ্রতা

১৩. উক্ত সমস্যা সমাধানে সরকার–
i. বাজেট বৃদ্ধি করা
ii. দোষীদের বিচার করা
iii. জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

১৫. তমদ্দুন মজলিস মূলত একটি–
ক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খ সাংস্কৃতিক সংগঠন
গ সামাজিক সংস্থা ঘ অর্থনৈতিক কমিটি

১৬. পৃথিবীর কোন দেশকে MDG অর্জনের রোল মডেল বলা হয়েছে?
ক চীন খ জাপান গ ভারত ঘ বাংলাদেশ

১৭. অতি অল্পসময়ে মিত্র বাহিনীকে ভারতে ফেরত, শিক্ষা কমিশন গঠন এবং সংবিধান প্রণয়নসহ অন্যান্য কাজকে বঙ্গবন্ধুর কোন কাজের সাথে তুলনা করা যায়?
ক দেশ পুনর্গঠন খ দ্বিতীয় বিপ্লব
গ পাঁচশালা পরিকল্পনা ঘ অবকাঠামোগত উন্নতি

১৮. পাঁচশালা পরিকল্পনার জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার–
i. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কমিশন গঠন করেন
ii. বিভিন্ন দল নিয়ে বাকশাল গঠন
iii. সুদসহ কৃষিজমির খাজনা মওকুফ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. মুজিবনগর সরকারের 'পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী' কে ছিলেন?
ক এম মনসুর আলী খ তাজউদ্দিন আহমেদ
গ এ এইচ এম কামারুজ্জামান ঘ খন্দকার মোশতাক আহমেদ

২০. একটি নদী ভারত থেকে রাজশাহী জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উক্ত নদী ভারত ও বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। নদীটির নাম কী?
ক যমুনা খ তিস্তা গ মেঘনা ঘ পদ্মা

২১. কোন নদীর শাখা নদী বেশি?
ক কর্ণফুলি খ ব্রহ্মপুত্র গ পদ্মা ঘ যমুনা

২২. আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের প্রধান উৎস কোনটি?
ক প্রথা খ ধর্ম গ ন্যায়বোধ ঘ আইনসভা

২৩. আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে–
i. সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না
ii. সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য হয়
iii. নাগরিকের স্বাধীনতার রক্ষা করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. SDG বাস্তবায়নে জরুরি হলো–
ক বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন খ বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা
গ দরিদ্র দেশকে সহায়তা করা ঘ জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করা

২৫. সাইফুল এন্ড সন্স কোম্পানি বছর শেষে ২,০০,০০০ লভ্যাংশ পান। এর মধ্যে জমি ব্যবহার বাবদ মালিককে ৫,০০০ টাকা দিতে হয়। উক্ত ৫,০০০ টাকাকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে?
ক খাজনা খ মজুরি গ সুদ ঘ মুনাফা

২৬. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত হয়–
ক লীগ অব নেশনস খ জাতিসংঘ গ ইউনেস্কো ঘ ইউনিসেফ

২৭. সম্প্রতি ব্যস্ততম একটি রাস্তার ধারে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে। আসা যাওয়ার পথে পথিকগণ এখানে বিশ্রাম নেন। এই নির্মাণকৃত বিষয়টি কোন ধরনের সম্পদ?
ক ব্যক্তিগত খ একান্ত ব্যক্তিগত গ সমষ্টিগত ঘ জাতীয়

২৮. অভাব → প্রচেষ্ট → [?] → বণ্টন → ভোগ
'?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে?
ক সঞ্চয় খ বিনিয়োগ গ উপযোগ ঘ উৎপাদন

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. হ্যানয় রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে ঢাকায় কর্মরত আছেন। তিনি মিয়ানমার সামরিক জান্তা এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মধ্যস্থতা করছেন।

২৯. মি. হ্যানয় আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত?
ক UNDP খ UNHCR গ UNIEM ঘ UNESCO

৩০. উক্ত সংস্থা বাংলাদেশে আরো যে বিষয়ে অবদান রাখছে তা হলো–
i. বিশাল শরণার্থীর ব্যয় নির্বাহ ii. কৃষকদের কৃষি বিষয়ক পরামর্শ দান
iii. বিহারী জনগোষ্ঠীর আবাসন প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। দৃশ্যকল্প-১ : বাংলাদেশি হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে নাবিল বেশ গর্ববোধ করে। তার দেশের জনগণের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিশ্ববাসী পেয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে মায়ের ভাষা পালনের অধিকার।

দৃশ্যকল্প-২ : 'A' এলাকা একসময় 'B' এলাকার অধীনে ছিল। সে সময়ে 'A' এলাকার একজন নেতা জনগণের বিভিন্ন বিষয়ের অধিকারের বৈষম্য নিয়ে প্রতিবাদ করায় এবং কিছু গোপন পরিকল্পনা করার কারণে গ্রেফতার হন। 'A' এলাকার লোকজনের তীব্র প্রতিবাদের মুখে 'B' এলাকার শাসকগোষ্ঠী তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ক. জাতীয়তাবাদ কী? ১

খ. পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকা নগণ্য ছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত ঘটনাটিই 'A' অঞ্চলের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়"– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। দৃশ্যকল্প-১ : "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"– আপেল মাহমুদের গাওয়া গানটি ১৯৭১ সালে সাধারণ মানুষকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে তারা ঘরে বসে না থেকে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দৃশ্যকল্প-২ : স্বৈরশাসক দ্বারা পরিচালিত একটি দেশের জনগণ গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের দাবিতে আন্দোলন করছিল। একদিন মিছিলে এক যুবক তার বুকে ও পিঠে কিছু লিখে শ্লোগান দিচ্ছিল। হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো যুবকটি।

ক. সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কী প্রতিফলিত হয়? ১

খ. জাতি কেন মুক্তিযোদ্ধাদের সূর্য সন্তান মনে করে? ২

গ. আপেল মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে কোন মাধ্যমে কাজ করতেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত মিছিলের ঘটনাটিই কি গণতন্ত্র পুনঃযাত্রার একমাত্র নিয়ামক ছিল? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। দৃশ্যকল্প-১ : যুদ্ধবিধ্বস্ত 'ক' দেশটি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রধান বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে একটি নতুন দল গঠন করেন। দলটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল– অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠন।

দৃশ্যকল্প-২ : 'ক' দেশের 'খ' অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতা নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন করতে না পারায় বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানান। তিনি এক ঐতিহাসিক মাঠে বিশাল জনসভায় স্বাধীনতাকামী জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষন দেন। জনগণ তার ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একসময় স্বাধীনতা অর্জন করে।

ক. গণযুদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ যে ভাষণের কথা বলা হয়েছে তার মাধ্যমেই স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৪। দৃশ্যকল্প-১ : এসএসসি পরীক্ষা শেষে লামিয়া নীলগিরি ও সাজেকে বেড়াতে যায়। সেখানে সে বাংলাদেশের উচ্চতম পাহাড়ও দর্শন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : আবির ভূগোল বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। সে লক্ষ করে গত কয়েক বছর ধরে তার দেশে জুন মাসে তেমন বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, অথচ জুলাই এর শেষ দিকে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। অল্পসময়ে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা দেখা দিচ্ছে। এতে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।

ক. ভূমিকম্পের কেন্দ্র কাকে বলে? ১

খ. অধিক জনবসতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লামিয়ার ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি বাংলাদেশের কোন ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নানা প্রভাব ফেলছে– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। দৃশ্যকল্প-১ : নিপু রাজশাহী শহরে তার নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। সেখানে সে প্রতিদিনই নদীর তীরে বেড়াতে যায়। নিপু জানতে পারে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নদীটির উৎপত্তিস্থল।

দৃশ্যকল্প-২ : রনি বাবার সঙ্গে বসে টিভিতে বাংলাদেশের উপর প্রামাণ্যচিত্র দেখছিল। এ দেশের বন, পাহাড়, নদী, খনিজ সম্পদ, বিশাল জলরাশি দেখে সে মুগ্ধ।

ক. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাকে বল? ১

খ. সৌরশক্তি পরিবেশ বান্ধব কেন? ২

গ. উদ্দীপকে নিপুর দেখা নদীটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নদীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।" বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৬। দৃশ্যকল্প-১ : জনাব সাদাত এলাকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি হাসপাতাল ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও ছোট বড় সকলের পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ও উত্তম সময় কাটানোর জন্য একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : ধনী ও প্রভাবশালী 'Q' 'ক' এলাকার কলেজ ছাত্রী রত্নাকে প্রায়ই উত্যক্ত করে। রত্নার বাবা 'ক' এর পিতার কাছে অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার না পেয়ে থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ 'ক' কে আটক করে এবং বিচারে তার কারাদণ্ড হয়।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১
খ. প্রতিটি সন্তানই রাষ্ট্রের সন্তান– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাদাত সাহেবের কাজের স্বার্থে রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আইনের যে ধারণাটি দৃশ্যকল্প-২ এ প্রতিফলিত হয়েছে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১ : রুমা এবং শফিক একটি আন্তর্জাতিক দলিল নিয়ে আলোচনা করছিল। উক্ত আদেশপত্রের মাধ্যমে মহিলারা তাদের সাথে ঘটা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের প্রতিকার পেয়ে থাকে। পৃথিবীতে ১৩০টির চেয়েও বেশি দেশ উক্ত দলিলকে সমর্থন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : বর্তমানে মজিদ সাহেব সবচয়ে বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাহিনীর অবদানের জন্য আজ আফ্রিকার একটি দেশে বাংলা ভাষা পেয়েছে গ্রহণযোগ্যতা। শুধু তাই নয়, মজিদ সাহেবের দেশের নাম অনুসারে একটি দেশের ব্যস্ততম সড়কের নামকরণও করা হয়েছে।

ক. এফএও এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. ইউনিসেফকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত বাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮। দৃশ্যকল্প-১ : সিয়াম পরীক্ষা শেষে কুয়াকাটা বেড়াতে গেল। যাবার পথে তারা পদ্মাসেতু অতিক্রম করে। সেতুটি দেখে সিয়ামের মন আনন্দে ভরে গেল।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব রতনের দেশের অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের সহঅবস্থান লক্ষ করা যায়। জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা, বৃহত্তর অংশই শ্রমিক বা মজুর।

ক. উপযোগ কী? ১
খ. ফ্যানের বাতাস সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সম্পদ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "তুমি কি মনে কর জনাব রতনের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর।"– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** কাশেম মিয়া একটি হোটেলের মালিক। তার হোটেলে ১০ জন শমিক কাজ করে। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি না পাওয়ায় হোটেল ছেড়ে চলে যায়।

দৃশ্যকল্প-২ : জিম এর দেশে বেকার লোক নাই বললেই চলে। সেই দেশের সরকার প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ দেয়। প্রত্যেকের উপার্জন এক না হলেও কেউই তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয় না।

ক. যাকাত কী? ১
খ. জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য জনগণের সচেষ্ট থাকতে হবে কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন অর্থব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর জিম এর দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গঠন সম্ভব? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। **অনুচ্ছেদ-১ :** অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ → মূল্যবোধের অবক্ষয় → রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা → আইন-শৃঙ্খলার অবনতি।

অনুচ্ছেদ-২ : তুষার কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে লক্ষ করে তাদের ডাবল ডেকার বাসটি নিয়ম ভেঙ্গে সব যানবাহনকে ওভারটেক করছে। ডাবল ডেকার বাসটিকে জায়গা দিতে গিয়ে সবজি ভর্তি পিকআপ রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে অনেক সবজি নষ্ট হয় এবং পিকআপের চালক ও হেলপার আহত হয়।

ক. এইচআইভি কী? ১
খ. কন্যা সন্তানকে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অনুচ্ছেদ-১ এ বাংলাদেশের কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অনুচ্ছেদ-২ এ উল্লিখিত সমস্যাটি পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব 'M' একটি সরকারি দপ্তরের অফিস সহকারী। বিনা উৎকোচে তিনি কোনো ফাইলে হাত দেন না। ছোট ছোট কাজের জন্যও তিনি টাকা নেন। কোনো অফিসেই তিনি দুই বছরের বেশি সময় অতিবাহিত করতে পারেন না।

দৃশ্যকল্প-২ : ৮ বছরের বাবুল সংসারের খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে অন্যান্য শিশুদের মতো খেলাধুলা করতে পারে না, বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়াও করতে পারে না।

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. নিজ পরিবারও জঙ্গিদের ঘৃণার চোখে দেখে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত সমস্যা সমাধানে শুধুমাত্র আইন ও আন্তর্জাতিক সনদই যথেষ্ট কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	K	৩	M	৪	N	৫	L	৬	M	৭	K	৮	K	৯	K	১০	M	১১	L	১২	M	১৩	M	১৪	L	১৫	L
	১৬	N	১৭	K	১৮	L	১৯	N	২০	N	২১	M	২২	N	২৩	N	২৪	L	২৫	K	২৬	K	২৭	M	২৮	N	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ দৃশ্যকল্প-১ : বাংলাদেশি হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে নাবিল বেশ গর্ববোধ করে। তার দেশের জনগণের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিশ্ববাসী পেয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে মায়ের ভাষা পালনের অধিকার।

দৃশ্যকল্প-২ : 'A' এলাকা একসময় 'B' এলাকার অধীনে ছিল। সে সময়ে 'A' এলাকার একজন নেতা জনগণের বিভিন্ন বিষয়ের অধিকারের বৈষম্য নিয়ে প্রতিবাদ করায় এবং কিছু গোপন পরিকল্পনা করার কারণে গ্রেফতার হন। 'A' এলাকার লোকজনের তীব্র প্রতিবাদের মুখে 'B' এলাকার শাসকগোষ্ঠী তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ক. জাতীয়তাবাদ কী? ১

খ. পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকা নগণ্য ছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত ঘটনাটিই 'A' অঞ্চলের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়"– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তাই জাতীয়তাবাদ।

খ পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের নগণ্য ভূমিকা থাকার কারণ হলো পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য নীতি।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অগ্রসর ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন-শোষণ প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব পাকিস্তান দ্রুত পিছিয়ে যেতে থাকে। বৃদ্ধি পেতে থাকে দুই অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য।

গ দৃশ্যকল্প-১ আমার পাঠ্যবইয়ের ভাষা আন্দোলনকে ইঙ্গিত করছে।

জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে আজ বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ আরো অনেকেই তাদের বুকের তাজা রক্ত রাজপথে ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। বৈশ্বিকভাবেও তাদের এ আত্মত্যাগ বাংলা ভাষার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো বাংলাদেশের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (International Mother Language Day) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। যা বাংলা ভাষার মর্যাদাকে বিশ্বব্যাপী সমুন্নত করেছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশি হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে নাবিল বেশ গর্ববোধ করে। তার দেশের জনগণের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিশ্ববাসী পেয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে মায়ের ভাষা পালনের অধিকার। এরূপ বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের চিত্র প্রকাশ পায়। কেননা ভাষা আন্দোলনে শহিদদের অবদানকে বিশ্বব্যাপী স্মরণ করার জন্য এবং প্রত্যেক ভাষার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং তৎপরবর্তী গণঅভ্যুত্থানের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। আমি মনে করি এ ঘটনাটি A অঞ্চলের তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটি ছিল বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। বাঙালি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেসব আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল অন্যতম। এ আন্দোলনের তীব্রতায় তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মামলার প্রধান আসামি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। যা বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে একধাপ এগিয়ে নেয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর 'A' এলাকা একসময় 'B' এলাকার অধীনে ছিল। সে সময়ে 'A' এলাকার একজন নেতা জনগণের বিভিন্ন বিষয়ের অধিকারের বৈষম্য নিয়ে প্রতিবাদ করায় এবং কিছু গোপন পরিকল্পনা করার কারণে গ্রেফতার হন। 'A' এলাকার লোকজনের তীব্র প্রতিবাদের মুখে 'B' এলাকার শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। একইভাবে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়ন থেকে দেশের জনগণকে মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার নিমিত্তে গোপনে গঠিত বিপ্লবী পরিষদের একটি পরিকল্পনায় তিনি সম্মতি প্রদান করেন। যেখানে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বাস্তবায়নের পূর্বেই পরিকল্পনাটির কথা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জেনে গেলে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে আরো ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার কাজ শুরু হলে তা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়, যা একসময় গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। ফলে শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুসহ সকল আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এ ঘটনা বাঙালিকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জোগায়। কেননা এর ফলে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধুর প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এটি বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে সাহস জোগায় এবং অনুপ্রাণিত করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার চেষ্টা সফল হয়। এই আন্দোলন বাঙালির মধ্যে সাহস এবং অনুপ্রেরণার জন্ম দেয়, যা কি না পরবর্তীতে বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ দৃশ্যকল্প-১ : "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"– আপেল মাহমুদের গাওয়া গানটি ১৯৭১ সালে সাধারণ মানুষকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে তারা ঘরে বসে না থেকে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দৃশ্যকল্প-২ : স্বৈরশাসক দ্বারা পরিচালিত একটি দেশের জনগণ গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের দাবিতে আন্দোলন করছিল। একদিন মিছিলে এক যুবক তার বুকে ও পিঠে কিছু লিখে শ্লোগান দিচ্ছিল। হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো যুবকটি।

ক. সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কী প্রতিফলিত হয়? ১

খ. জাতি কেন মুক্তিযোদ্ধাদের সূর্য সন্তান মনে করে? ২

গ. আপেল মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে কোন মাধ্যমে কাজ করতেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত মিছিলের ঘটনাটিই কি গণতন্ত্র পুনঃযাত্রার একমাত্র নিয়ামক ছিল? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়।

খ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধিকার সংগ্রামে নামে। সে সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক মুক্তিযোদ্ধাদের জাতি সূর্যসন্তান হিসেবে স্মরণ করবে।

গ আপেল মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমে কাজ করতেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের বেতার শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরবর্তীতে এটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"– আপেল মাহমুদের গাওয়া এ গানটি ১৯৭১ সালে সাধারণ মানুষকে এতোটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে তারা ঘরে বসে না থেকে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্থাৎ আপেল মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে একজন গণমাধ্যম কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে এ মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা, রণাঙ্গণের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মনোবল চাঙ্গা রাখতো। তাছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঘ দৃশ্যপট–২ এর উল্লিখিত মিছিলের ঘটনাটি গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রার একমাত্র নিয়ামক ছিল না বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বরণের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯৯০ সালে ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, স্বৈরশাসক দ্বারা পরিচালিত একটি দেশের জনগণ গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের দাবিতে আন্দোলন করছিল। একদিন মিছিলে এক যুবক তার বুকে ও পিঠে কিছু লিখে শ্লোগান দিচ্ছিল। হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো যুবকটি। এ ঘটনাটি ছাড়াও আরো অনেক ঘটনা গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রায় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল। ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। তিনি তার দীর্ঘ নয় বছর শাসনকালে প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দল ছাড়াও ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক, কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে। ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার এক সমাবেশ সরকারি সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়, সেখানে অল্পের জন্য শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পান। এর বিরুদ্ধে দেশের জনগণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর বিরোধী জোট ও দলগুলো সচিবালয় ঘেরাও করতে গেলে সেখানে ৫ জন নিহত হয়। সর্বশেষ ২৭শে নভেম্বর ডা. মিলনের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন চরম রূপ নেয়। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ একযোগে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংগঠিত হয় এরশাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থান। ফলে এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের একটি মিছিল একজন আন্দোলনকারী গুলি করে হত্যার ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ছাড়াও উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলোও ১৯৯০ সালে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ দৃশ্যকল্প-১ : যুদ্ধবিধ্বস্ত 'ক' দেশটি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রধান বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে একটি নতুন দল গঠন করেন। দলটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল– অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠন।

দৃশ্যকল্প-২ : 'ক' দেশের 'খ' অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতা নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন করতে না পারায় বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানান। তিনি এক ঐতিহাসিক মাঠে বিশাল জনসভায় স্বাধীনতাকামী জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষন দেন। জনগণ তার ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একসময় স্বাধীনতা অর্জন করে।

ক. গণযুদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ যে ভাষণের কথা বলা হয়েছে তার মাধ্যমেই স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে যুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে তাকে গণযুদ্ধ বলে।

খ স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব ছিল কারণ ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা ছিল সীমিত।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলেও ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বরং যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। প্রকৃতপক্ষে 'ভেটো' ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন) সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। এজন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব ছিল।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ আমার পঠিত বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বিষয়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ যখন ব্যস্ত, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে বন্যায় দেশে খাদ্যোৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এসবের ফলে দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরে মজুতদার, দুর্নীতিবাজ এবং ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী তৎপর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর সরকার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করে। গণমানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু নতুন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। এটিকে জাতির পিতা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত 'ক' দেশটি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রধান বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে একটি নতুন দল গঠন করেন। দলটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল– অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষণহীন সমাজ গঠন। একইভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে। এ ভাষণের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।– আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে ৭ই মার্চের ভাষণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ থেকে জাতীয় পরিষদে অধিবেশন ডেকেও ১লা মার্চ তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। তার এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ২রা মার্চ ঢাকা ও ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এরকম একটি পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে, 'ক' দেশের 'খ' অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতা নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন করতে না পারায় বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানান। তিনি এক ঐতিহাসিক মাঠে বিশাল জনসভায় স্বাধীনতাকামী জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। জনগণ তাঁর ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক সময় স্বাধীনতা অর্জন করে। এরূপ বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশব্যাপী নানা রকমের উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের এ ভাষণ ছিল জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। এই ভাষণে তিনি কৌশলগত কারণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং জনগণকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের ইতিহাসে ৭ মার্চের ভাষণ হলো একটি সঞ্জীবনী শক্তি। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর তেজদীপ্ত কণ্ঠে নিরীহ বাঙালি জাতি বীরের জাতিতে পরিণত হয়। এই ভাষণের দিক-নির্দেশনায় বাঙালি যার কাছে যা ছিল তাই নিয়ে শত্রুসেনাদের মুখোমুখি হয়। ছিনিয়ে আনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয় ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমেই সূচিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা।

প্রশ্ন ▶ ০৪ দৃশ্যকল্প-১ : এসএসসি পরীক্ষা শেষে লামিয়া নীলগিরি ও সাজেকে বেড়াতে যায়। সেখানে সে বাংলাদেশের উচ্চতম পাহাড়ও দর্শন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : আবির ভূগোল বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। সে লক্ষ করে গত কয়েক বছর ধরে তার দেশে জুন মাসে তেমন বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, অথচ জুলাই এর শেষ দিকে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। অল্পসময়ে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা দেখা দিচ্ছে। এতে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।

ক. ভূমিকম্পের কেন্দ্র কাকে বলে? ১

খ. অধিক জনবসতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লামিয়ার ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি বাংলাদেশের কোন ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নানা প্রভাব ফেলছে– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূঅভ্যন্তরের যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলে।

খ অধিক জনবসতির প্রভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনবসতিও বৃদ্ধি পায়। এতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যায়। কৃষিজমিগুলো উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে খন্ড খন্ড হয়ে যায়। জনসংখ্যার আধিক্য এবং জনবসতি বিস্তারের প্রয়োজনীয়তায় মানুষ ভূমির স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং ব্যবহারকে বদলে দিতে বাধ্য হয়। খাল-বিল ভরাট করে, বনজঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে। এভাবে অধিক জনবসতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ লামিয়ার ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি বাংলাদেশের টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহের অঞ্চলকে নির্দেশ করে।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যানুসারে বাংলাদেশকে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি– এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদেশের মোট ভূমির প্রায় ১২% এলাকা নিয়ে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ গঠিত। আবার টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা– দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ। এদেশের রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিওডং বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো বেলে পাথর, কর্দম ও শেল পাথর দ্বারা গঠিত এবং এ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, তরুলতা, ঝোঁপঝাড় ও গুল্ম জন্ম নেয়। এ অঞ্চলের গাছের পাতা একত্রে গজায়ও না আবার ঝরেও না। ফলে সারাবছরই বনগুলো সবুজ থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর লামিয়া নীলগিরি ও সাজেকে বেড়াতে যায়। সেখানে সে বাংলাদেশের উচ্চতম পাহাড়ও দর্শন করে। লামিয়ার বেড়াতে যাওয়া এরূপ ভূপ্রকৃতি বাংলাদেশের টারশিয়ারি যুগের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ের অন্তর্গত। কারণ এ অঞ্চলেই নীলগিরি, সাজেক এবং দেশের সর্বোচ্চ পাহাড় তাজিওডং অবস্থিত।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নানা প্রভাব ফেলছে।– আমি এ বিষয়ে একমত।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। জলবায়ুজনিত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদনদী ভাঙন মানুষের জীবন-জীবিকার পরিবর্তন আনে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর আবির লক্ষ করে গত কয়েক বছর ধরে তার দেশে জুন মাসে তেমন বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, অথচ জুলাই এর শেষদিকে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা দেখা দিচ্ছে। এতে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। এরূপ চিত্র প্রকাশের মূল কারণ হলো জলবায়ুর পরিবর্তন। বাংলাদেশ মূলত ছয় ঋতুর দেশ হলেও বর্তমানে বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শীত- এ তিনটি ঋতুই দেখা যায়। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ঋতু বৈচিত্র্যের এ পরিবর্তন বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার গতিময়তা নষ্ট করছে। তাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে বিভিন্ন রকমের ফসল ও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মায়। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এদেশে স্বল্পপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। ফলে ধান, গম, তামাক ও বিভিন্ন রকমের শাকসবজি উৎপাদন করা যায়। জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট বন্যায় পানিবাহিত পলিমাটি কৃষিক্ষেত্রগুলোর উর্বরতা বাড়ায়। এতে ফসল অনেক ভালো হয়। মৌসুমি বায়ুর এসব ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গড় তাপমাত্রা দেশের সর্বত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত, ভারী বর্ষণের ফলে ভূমিধ্বস, বন্যা ও পাহাড় ধ্বসের মতো ভয়াবহ দুর্যোগও হচ্ছে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, জলবায়ুর পরিবর্তন আমাদের জীবন-জীবিকার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ দৃশ্যকল্প-১ : নিপু রাজশাহী শহরে তার নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। সেখানে সে প্রতিদিনই নদীর তীরে বেড়াতে যায়। নিপু জানতে পারে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নদীটির উৎপত্তিস্থল।

দৃশ্যকল্প-২ : রনি বাবার সঙ্গে বসে টিভিতে বাংলাদেশের উপর প্রামাণ্যচিত্র দেখছিল। এ দেশের বন, পাহাড়, নদী, খনিজ সম্পদ, বিশাল জলরাশি দেখে সে মুগ্ধ।

ক. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাকে বল? ১

খ. সৌরশক্তি পরিবেশ বান্ধব কেন? ২

গ. উদ্দীপকে নিপুর দেখা নদীটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নদীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।" বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বলে।

খ সৌরশক্তি ব্যবহারে পরিবেশের ওপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না বলে এটি পরিবেশবান্ধব।

আমরা প্রকৃতি থেকে যে সূর্যের আলো পেয়ে থাকি তাই মূল্যবান সৌরশক্তি। এটি একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সম্পদ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। আর এটি ব্যবহারে অন্যান্য জ্বালানির মতো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কণা নিঃসৃত হয় না বলেই সৌরশক্তি পরিবেশবান্ধব।

গ উদ্দীপকে নিপুর দেখা নদীটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের পদ্মা নদীর সাথে মিল রয়েছে।

ভারতে গঙ্গা নামে পরিচিত বৃহৎ নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম নিয়েছে। এর উৎপত্তিস্থল মধ্য হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ। উত্তর ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্য অতিক্রম করে গঙ্গা রাজশাহী জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটি রাজশাহী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে যমুনার সঙ্গে এবং পরে চাঁদপুরে মেঘনার সাঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী পদ্মাবিধৌত অঞ্চলের আয়তন ৩৪,১৮৮ বর্গ কি.মি.। পশ্চিম থেকে পূর্বে পদ্মার অনেক শাখা নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, ভৈরব, কুমার, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।

উদ্দীপকের নিপু রাজশাহী শহরে তার নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। সেখানে সে প্রতিদিনই নদীর তীরে বেড়াতে যায়। নিপু জানতে পারে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নদীটির উৎপত্তিস্থল। এরূপ বর্ননায় স্পষ্টভাবে পদ্মা নদীর চিত্র প্রকাশ পায়। কারণ পদ্মা নদী ভারত হয়ে রাজশাহী দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ প্রাকৃতিক সম্পদের কথা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায়। যেমন– মাটি, পানি, বনভূমি, সৌরতাপ, মৎস্য, খনিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। বলা যায়, এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর রনি বাবার সঙ্গে বসে টিভিতে বাংলাদেশের উপর প্রামাণ্যচিত্র দেখছিল। এ দেশের বন, পাহাড়, নদী, খনিজ সম্পদ, বিশাল জলরাশি দেখে সে মুগ্ধ। এখানে মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের কথা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি, বনভূমি, মৎস্য, খনিজ পদার্থ, সৌর তাপ, প্রাকৃতিক জলাশয় ইত্যাদি এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রাকৃতিক এসব সম্পদই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ত্বরান্বিত করবে। আমাদের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে পানির গুরুত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল বিল, হাওড়-বাঁওড়, পুকুর ইত্যাদির পানির ওপর কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যোগাযোগ ব্যবস্থাও পানিপথের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দেশের খনিজ, বনজ, সৌরসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৬ দৃশ্যকল্প-১ : জনাব সাদাত এলাকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি হাসপাতাল ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও ছোট বড় সকলের পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ও উত্তম সময় কাটানোর জন্য একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : ধনী ও প্রভাবশালী 'Q' 'ক' এলাকার কলেজ ছাত্রী রত্নাকে প্রায়ই উত্যক্ত করে। রত্নার বাবা 'ক' এর পিতার কাছে অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার না পেয়ে থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ 'ক' কে আটক করে এবং বিচারে তার কারাদণ্ড হয়।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. প্রতিটি সন্তানই রাষ্ট্রের সন্তান– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাদাত সাহেবের কাজের স্বার্থে রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আইনের যে ধারণাটি দৃশ্যকল্প-২ এ প্রতিফলিত হয়েছে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকে নাগরিক বলে।

খ প্রতিটি সন্তানই রাষ্ট্রের সন্তান বলতে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যকে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রতিটি শিশুই রাষ্ট্রের নাগরিক। পিতামাতা তার অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন। তাই সন্তানদের জীবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকাদান, সুস্থ সবল রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পাঠানো পিতামাতার দায়িত্ব। এতে করে সন্তান সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখবে।

গ সাদাত সাহেবের কাজের সাথে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজের মিল রয়েছে।

জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র যেসব কাজ করে থাকে সেসব কাজকে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজ বলা হয়। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো রাষ্ট্রের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। এজন্য রাষ্ট্র শিক্ষাবিস্তারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুসদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, অস্থায়ী হেলথ ক্যাম্পেইন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পরিচালনা করে। পাশাপাশি জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয়জলের সুব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান প্রভৃতি সেবাও রাষ্ট্র প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব সাদাত এলাকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি হাসপাতাল ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও ছোট-বড় সকলের পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ও উত্তম সময় কাটানোর জন্য একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। সাদাত সাহেবের এরূপ কাজগুলো রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। কেননা জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য সরকার যেসব কাজ করে তা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ আইনের শাসন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে। আইনের শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় খুবই সহায়ক।

সাধারণত আইন বলতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত লিখিত ও অলিখিত বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে বোঝায়। আইনের অনুশাসন মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর ধনী ও প্রভাবশালী 'Q' 'ক' এলাকার কলেজ ছাত্র রত্নাকে প্রায়ই উত্যক্ত করে। রত্নার বাবা 'ক' এর পিতার কাছে অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার না পেয়ে থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ 'ক'-কে আটক করে এবং বিচারে তার কারাদণ্ড হয়। ধনী ও প্রভাবশালী হওয়ার পরও 'ক' এর উপর আইনের প্রয়োগ আইনের অনুশাসনকেই তুলে ধরে। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। কেউ কারও অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না। সাধারণভাবে আইনের অনুশাসন দুটি ধারণা প্রকাশ করে, যথা : আইনের প্রাধান্য ও

আইনের দৃষ্টিতে সকলের সাম্য। আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সচরাচর সাহস করে না। বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা ও শাস্তি দেওয়া প্রভৃতি আইনের প্রাধান্যের পরিপন্থি। সমাজে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ আইন অমান্য করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সরকারও কারো ব্যক্তিস্বাধীনতায় অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আবার, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বোঝায় ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান। আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য। রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই খর্ব হয় যখন আইনের অনুশাসন থাকে না। আইনের শাসনের অভাবে নাগরিকরা হয়রানির শিকার হতে পারে, যা আইনের শাসনের পরিপন্থি।

সুতরাং বলা যায়, আইন সাম্যবাদী রাষ্ট্র নির্মাণ নিশ্চিত করে, যা সুশাসনের অন্যতম গুণ। তাই 'আইনের অনুশাসনই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে'– উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ দৃশ্যকল্প-১ : রুমা এবং শফিক একটি আন্তর্জাতিক দলিল নিয়ে আলোচনা করছিল। উক্ত আদেশপত্রের মাধ্যমে মহিলারা তাদের সাথে ঘটা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের প্রতিকার পেয়ে থাকে। পৃথিবীতে ১৩০টির চেয়েও বেশি দেশ উক্ত দলিলকে সমর্থন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : বর্তমানে মজিদ সাহেব সবচয়ে বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাহিনীর অবদানের জন্য আজ আফ্রিকার একটি দেশে বাংলা ভাষা পেয়েছে গ্রহণযোগ্যতা। শুধু তাই নয়, মজিদ সাহেবের দেশের নাম অনুসারে একটি দেশের ব্যস্ততম সড়কের নামকরণও করা হয়েছে।

ক. এফএও এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. ইউনিসেফকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত বাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক এফএও এর পূর্ণরূপ হলো– Food and Agriculture Oraganization বা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা।

খ বিশ্বব্যাপী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে বিধায় একে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

জাতিসংঘের যেসব বিশেষ সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাজকল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, সেসব সংস্থার মধ্যে ইউনিসেফ অন্যতম। এ সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো শিশু বিশেষ করে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশে শিশু স্বার্থ এবং কল্যাণমূলক কাজে সাহায্যদান। ইউনিসেফ বাংলাদেশের জন্য প্রতিবছর প্রায় ৪৩ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করছে। বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো ইউনিসেফ।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ আমার পাঠ্যবইয়ের জাতিসংঘ প্রণীত সিডও সনদকে ইঙ্গিত করছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ 'সিডও' (CEDAW) সনদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর সনদটি কার্যকর হয়। এ সনদটি নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে। এছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জাতিসংঘ ২৫ নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর রুমা এবং শফিক একটি আন্তর্জাতিক দলিল নিয়ে আলোচনা করছিল। উক্ত আদেশপত্রের মাধ্যমে মহিলারা তাদের সাথে ঘটা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের প্রতিকার পেয়ে থাকে। পৃথিবীতে ১৩০টির চেয়েও বেশি দেশ উক্ত দলিলকে সমর্থন করে। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে সিডও সনদের চিত্র প্রকাশ পায়। কারণ এই সনদের মাধ্যমে সারাবিশ্বে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে রাষ্ট্রগুলো একযোগে কাজ করছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর নির্দেশিত বাহিনী হলো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী। এই বাহিনী জাতিসংঘের লক্ষ্য পূরণে তথা আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করে আসছে। জাতিসংঘ সাধারণত বিভিন্ন যুদ্ধ বা সংঘাত কবলিত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনর্বাসনের জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায়। বিভিন্ন সদস্য দেশের সেনা, পুলিশ, নৌ, বিমান ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয়।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারাবিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৩৪জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হয়েছেন। শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশ নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ দৃশ্যকল্প-১ : সিয়াম পরীক্ষা শেষে কুয়াকাটা বেড়াতে গেল। যাবার পথে তারা পদ্মাসেতু অতিক্রম করে। সেতুটি দেখে সিয়ামের মন আনন্দে ভরে গেল।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব রতনের দেশের অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের সহঅবস্থান লক্ষ করা যায়। জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা, বৃহত্তর অংশই শ্রমিক বা মজুর।

ক. উপযোগ কী? ১

খ. ফ্যানের বাতাস সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সম্পদ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "তুমি কি মনে কর জনাব রতনের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর।"– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ সম্পদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকার কারণে ফ্যানের বাতাস সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হতে হলে তার উপযোগ, অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা থাকতে হয়। যেমন– বাতাসের উপযোগিতা থাকলেও প্রকৃতিতে এটি অফুরন্ত হওয়ায় এর অপ্রাচুর্য নেই। অন্যদিকে ফ্যানের বাতাস উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজন হয় 'ফ্যান'। ফ্যানের বাতাসের জন্য মানুষকে ফ্যান ও বিদ্যুতের দাম পরিশোধ করতে হয়, অর্থাৎ এর অপ্রাচুর্য রয়েছে। তেমনিভাবে ফ্যানের সাথে ফ্যানের বাতাসও হস্তান্তর করা যায়, যা এর বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা। অতএব সম্পদের সকল বৈশিষ্ট্য থাকায় ফ্যানের বাতাস একটি সম্পদ।

গ দৃশ্যকল্প-১ সমষ্টিগত সম্পদ প্রতিফলিত হয়েছে।

দেশের জনগণ সম্মিলিত ভাবে যেসকল সম্পদ ভোগ করে, তাকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। রাস্তাঘাট, সেতু, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যানবাহন (গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি) ও কলকারখানা, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, অফিস ভবন, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ও ভূমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরভাগের সম্পদ (বনাঞ্চল, নদী-নালা, জলাশয়, মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি)-এসবই সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও জনগণ সম্মিলিতভাবে এসব সম্পদের অধিকারী। জনগণ এগুলো ব্যবহার করে ও ভোগ করে। এগুলোর পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর সিয়াম পরীক্ষা শেষে কুয়াকাটা বেড়াতে গেল। যাবার পথে তারা পদ্মাসেতু অতিক্রম করে। সেতুটি দেখে সিয়ামের মন আনন্দে ভরে গেল। এখানে বর্ণিত পদ্মাসেতু কিংবা কুয়াকাটা সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলো সমাজের সকলে সম্মিলিতভাবে ভোগ করে এবং এগুলোর উপর সকল নাগরিকের সমান অধিকার আছে।

ঘ জনাব রতনের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। আমি মনে করি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব রতনের দেশের অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের সহঅবস্থান লক্ষ করা যায়। জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা, বৃহত্তর অংশই শ্রমিক বা মজুর। এখানে মিশ্র অর্থব্যবস্থার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি এবং বেসরকারি উভয় প্রকার মালিকানা থাকে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পায়। কিন্তু বেসরকারি খাতের শ্রমিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোষিত হয় এবং শ্রমিকের সংখ্যা কর্মসংস্থানের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় পরিশ্রমের তুলনায় কম মজুরি পায়। ফলে দেশের কতিপয় মানুষ প্রচুর সম্পদের মালিক হয় এবং অধিকাংশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকে। এতে সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য থাকে না।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** কাশেম মিয়া একটি হোটেলের মালিক। তার হোটেলে ১০ জন শমিক কাজ করে। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি না পাওয়ায় হোটেল ছেড়ে চলে যায়।

দৃশ্যকল্প-২ : জিম এর দেশে বেকার লোক নাই বললেই চলে। সেই দেশের সরকার প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ দেয়। প্রত্যেকের উপার্জন এক না হলেও কেউই তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয় না।

ক. যাকাত কী? ১

খ. জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য জনগণের সচেষ্ট থাকতে হবে কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন অর্থব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জিম এর দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গঠন সম্ভব? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি অর্থব্যবস্থার ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকলে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। এরূপ ব্যবস্থাই যাকাত।

খ জাতীয় সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়। তাই জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন ও বৃদ্ধি সাধনে জনগণকে সচেষ্ট হতে হবে।

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলে। কোনো দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর। যে দেশ জাতীয় সম্পদে যত সমৃদ্ধ সে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশি। এ কারণে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে আমাদের সর্বদা সচেতন হতে হবে। কারণ এর উপরেই দেশ এবং জনগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করছে।

গ দৃশ্যকল্প-১ আমার পাঠ্যবইয়ের ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করেছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ এখানে উৎপাদক ও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

উদ্দীপকের কাশেম মিয়া একটি হোটেলের মালিক। তার হোটেলে ১০ জন শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি না পাওয়ায় হোটেল ছেড়ে চলে যায়। এরূপ বর্ণনায় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ব্যক্তি বা উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ও উৎপাদন করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। যেসব দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বেশি, উদ্যোক্তা সেসব দ্রব্য উৎপাদনেই বেশি বিনিয়োগ করে। সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যক্তি বা বিনিয়োগকারী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। এ উদ্বৃত্ত মজুরি পুঁজিপতিদের কাছে মুনাফা হিসেবে সঞ্চিত হয়।

ঘ জিম এর দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। আমি মনে করি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গঠন সম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সব সম্পদ থাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। এক্ষেত্রে সম্পদের ওপর কোনো রকম ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই উৎপাদনের চারটি উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্র একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন কাজের নির্দেশনা দেয় ও তা পরিচালনা করে। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারই দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। কোনো দ্রব্য কী পরিমাণে, কখন ও কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হবে এবং এই দ্রব্য কাদের কাছে সরবরাহ করা হবে – এ সবই সরকার স্থির করে। এখানে ভোক্তার নিজ ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের কোনো সুযোগ নেই।

উদ্দীপকের জিম-এর দেশে বেকার লোক নাই বললেই চলে। সেই দেশের সরকার প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ দেয়। প্রত্যেকের উপার্জন এক না হলেও কেউই তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয় না। এখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চিত্র স্পষ্ট। এরূপ ব্যবস্থায় শোষণহীন সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত হয়। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থ্যব্যবস্থায় রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে। ফলে শ্রমিককে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ থাকে না। এ অর্থব্যবস্থায় বেকারত্ব থাকে না। কারণ রাষ্ট্র প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। সবার আয় এক না হলেও কেউ উৎপাদনে তার অবদান অনুসারে প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হয় না। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অর্জিত সম্পদের সুষম বণ্টন হয়। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয় বৈষম্য মিশ্র অর্থব্যবস্থার চেয়ে অনেক কম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় সম্পদের অপচয়ও অপেক্ষাকৃত কম। ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা শোষণহীন সমাজ নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **অনুচ্ছেদ-১ :** অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ → মূল্যবোধের অবক্ষয় → রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা → আইন-শৃঙ্খলার অবনতি।

অনুচ্ছেদ-২ : তুষার কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে লক্ষ করে তাদের ডাবল ডেকার বাসটি নিয়ম ভেঙ্গে সব যানবাহনকে ওভারটেক করছে। ডাবল ডেকার বাসটিকে জায়গা দিতে গিয়ে সবজি ভর্তি পিকআপ রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে অনেক সবজি নষ্ট হয় এবং পিকআপের চালক ও হেলপার আহত হয়।

ক. এইচআইভি কী? ১

খ. কন্যা সন্তানকে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনুচ্ছেদ-১ এ বাংলাদেশের কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অনুচ্ছেদ-২ এ উল্লিখিত সমস্যাটি পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইচআইভি হলো অতি ক্ষুদ্র এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস।

খ কন্যা সন্তানের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়।

কেবল নারী হওয়ার কারণে কোনো নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করা হলে তাকে নারীর প্রতি সহিংসতা বলে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই নারীদের সচেতন এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করে। এর ফলে তাদের প্রতি সহিংসতা অনেকটাই কমে আসে। কিন্তু সমাজে কন্যাসন্তানকে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না বিধায় নারীর প্রতি সহিংসতা আরো একধাপ বৃদ্ধি পায়।

গ অনুচ্ছেদ-১ এ বাংলাদেশের সামাজিক নৈরাজ্য নামক সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজে বসবাসকারী মানুষের সমাজ অনুমোদিত আচার-আচরণ, রীতিনীতি পালন করতে হয়। মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এসবের ওপর ভিত্তি করে। এই সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই সমাজ টিকে আছে। যখনই মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও ব্যবহারের ভালো দিকগুলো কমে খারাপ দিকগুলো শক্তিশালী হয় তখনই সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। আর সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হলেই সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-১ এর ফলোচার্টে সামাজিক নৈরাজ্যের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, সমাজে যখন অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে তখন মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটতে শুরু করে। এরূপ পরিস্থিতিতে অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। সবশেষে তা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটায়। আর এরূপ অবস্থা সামাজিক নৈরাজ্যকে নির্দেশ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-২ এ সড়ক দুর্ঘটনার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই সমস্যাটি আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অপূরনীয় ক্ষতি সাধন করে।– এ বক্তব্যটি যৌক্তিক ও যথার্থ।

চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাই সড়ক দুর্ঘটনা। বাংলাদেশে চালকদের অদক্ষতা, বেপরোয়া মনোভাব, ট্রাফিক আইন না মানা, নাগরিকদের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্দীপকের তুষার কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে লক্ষ করে তাদের ডাবল ডেকার বাসটি নিয়ম ভেঙে সব যানবাহনকে ওভারটেক করছে। ডাবল ডেকার বাসটিকে জায়গা দিতে গিয়ে সবজি ভর্তি পিকআপ রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে অনেক সবজি নষ্ট হয় এবং পিকআপের চালক ও হেলপার আহত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে সড়ক দুর্ঘটনার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না বরং পরিবার, সমাজ এবং দেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। হাইওয়ে পুলিশ বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী দুর্ঘটনায় পতিত ২৪% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৩৯% লোকের বয়স ১৬-৫০ বছরের মধ্যে। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, যা প্রতিটি ক্ষেত্রেকেই দুর্বিষহ করে তোলে। সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব ব্যাপক ও বিস্তৃত। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত হওয়ার কারণে তার পরিবারের সদস্যদের দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরিবারের শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তি পঙ্গু হলে অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত হয়, যা তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি করে। সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক সময় ভাঙচুর, সড়ক অবরোধসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। যা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সড়ক দুর্ঘটনা নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব 'M' একটি সরকারি দপ্তরের অফিস সহকারী। বিনা উৎকোচে তিনি কোনো ফাইলে হাত দেন না। ছোট ছোট কাজের জন্যও তিনি টাকা নেন। কোনো অফিসেই তিনি দুই বছরের বেশি সময় অতিবাহিত করতে পারেন না।

দৃশ্যকল্প-২ : ৮ বছরের বাবুল সংসারের খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে অন্যান্য শিশুদের মতো খেলাধুলা করতে পারে না, বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়াও করতে পারে না।

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. নিজ পরিবারও জঙ্গিদের ঘৃণার চোখে দেখে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত সমস্যা সমাধানে শুধুমাত্র আইন ও আন্তর্জাতিক সনদই যথেষ্ট কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের যেসব রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

খ জঙ্গিবাদের কর্মকাণ্ড পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ হওয়ায় নিজ পরিবারও জঙ্গিদের ঘৃণার চোখে দেখে।

আচরণিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত সংস্কারে সমবেতভাবে কাজ করে তাদের জঙ্গি বলে। জঙ্গি কার্যক্রম একটি দেশের রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গিদের রক্ষিত বোমা বিস্ফোরণে একই সাথে পরিবারের বসবাসকারী, আবাসস্থল ও প্রতিবেশীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এজন্য অনেক সময় নিজ পরিবারও জঙ্গিদের ঘৃণার চোখে দেখে।

গ দৃশ্যকল্প-১ দুর্নীতি নামক সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি। সাধারণত ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, বল প্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনকে দুর্নীতি বলে। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফা অর্জন এবং জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর জনাব 'M' একটি সরকারি দপ্তরের অফিস সহকারী। বিনা উৎকোচে তিনি কোনো ফাইলে হাত দেন না। ছোট ছোট কাজের জন্যও তিনি টাকা নেন। কোনো অফিসেই তিনি দুই বছরের বেশি সময় অতিবাহিত করতে পারেন না। এরূপ বর্ণনা বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের সব থেকে বড় সামাজিক সমস্যা দুর্নীতিকে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ জনাব 'M' নিজ স্বার্থে টাকার মাধ্যমে তার দায়িত্ব অন্যের কাছে বিক্রি করেন, যা স্পষ্টত দুর্নীতি।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর নির্দেশিত সমস্যাটি হলো শিশুশ্রম। এই সমস্যা সমাধানে শুধু আইন ও আন্তর্জাতিক সনদ যথেষ্ঠ নয়।

শিশুদের দ্বারা সংঘঠিত শ্রম শিশুশ্রম হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশে শিশুদের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে, ৮ বছরের বাবুল সংসারের খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে অন্যান্য শিশুদের মতো খেলাধুলা করতে পারে না, বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়াও করতে পারে না। এখানে মূলত শিশুশ্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে। এরূপ শিশুশ্রম নিবারণের জন্য জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০-এ কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন– শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূলে কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ, সকল খাত হতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ ও সব ধরনের শিশুশ্রম নিরোধে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ। কার্যত এসব আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সুষ্ঠু প্রয়োগই শিশুশ্রম প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ তে বলা হয়েছে স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় সদস্য রাষ্ট্রগুলো শিশুশ্রমের বয়স ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণ এবং কর্মে নিয়োগের যথার্থ শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। এর অনুসমর্থনে বাংলাদেশ শিশুশ্রমনীতি নির্ধারিত হলেও অভিভাবক ও শ্রমিক নিয়োগকারীরা তা মানেন না। এজন্য প্রয়োজন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সুষ্ঠু তদারকি। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। অভিভাকরা সন্তানদের স্কুলের পরিবর্তে কাজে পাঠানোকে বেশি লাভজনক মনে করেন। এটি রোধ করতে পারলে শিশুশ্রম অনেকাংশে কমে যাবে। এজন্য বিভিন্ন সমাজ সচেতনতামূলক সংগঠন তৈরি করে অভিভাবকদের সচেতন করা যেতে পারে যে, কারখানার পরিবর্তে বিদ্যালয়ে পাঠালে সে একটি সম্পদে পরিণত হবে।

সর্বোপরি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সর্বস্তরের নাগরিক সচেতনতার মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ কোনটি?
ক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা খ মুদ্রাস্ফীতি রোধ
গ বাজেট প্রণয়ন ঘ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

২. হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব 'P' একটি মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে প্রচলিত আইনে এর ব্যাখ্যা না পেয়ে নিজের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগান। এটি আইনের কোন ধরনের উৎস?
ক ন্যায়বোধ খ বিচার সংক্রান্ত
গ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ঘ আইনসভা

৩. সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায়–
i. চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ii. রাষ্ট্রগঠনে পূর্ণতা
iii. রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করা ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন আইনের লক্ষ্য কোনটি?
ক শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস
খ শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করা
গ শিশুদের দ্বারা কাজ করানো বন্ধ করা
ঘ শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা

৫. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হয় কোনটি?
ক সামাজিক অসঙ্গতি খ সামাজিক নৈরাজ্য
গ সামাজিক বৈষম্য ঘ সামাজিক বিশৃঙ্খলা

৬. সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাবে–
i. চাকরিজীবীর কর্মঘণ্টা নষ্ট হয় ii. কাঁচামাল নষ্ট হয়
iii. চিকিৎসা সেবা বাধাগ্রস্থ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. জাতীয় আয়ের বৃহত্তম অংশ অল্পসংখ্যক গোষ্ঠী ভোগ করে কোন অর্থ ব্যবস্থায়?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

☐ উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গার্মেন্টস ব্যবসায়ী সৈকত সাহেব কাপড় তৈরির জন্য তুলা সংগ্রহ করেন। তিনি তুলা হতে সুতা ও কাপড় তৈরির যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে কাপড় তৈরি করেন।

৮. সৈকত সাহেবের কাপড় তৈরি করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
ক উৎপাদন খ ভোগ গ বিনিয়োগ ঘ বণ্টন

৯. উদ্দীপকের এই প্রক্রিয়াটিতে–
i. চারটি উপাদানের সমন্বয় প্রয়োজন
ii. মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় iii. একজন ঝুঁকি বহন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. বাঙালির জাতীয়তাবাদ বিকাশের মূলভিত্তি কী?
ক ভাষা আন্দোলন খ ছয়দফা আন্দোলন
গ গণ-অভ্যুত্থান ঘ সত্তরের নির্বাচন

১১. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার অন্তর্ভুক্ত দফা কোনটি?
ক সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
খ শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা
গ ভাষার প্রশ্নে গ্রেফতার কৃতদের মুক্তিদান
ঘ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি প্রদান

১২. বাংলাদেশে গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়েছিল কেন?
ক মুক্তিযুধ পরিচালনার জন্য খ মুজিবনগর সরকার গঠনের জন্য
গ সংবিধান রচনা করার জন্য ঘ দেশ পুর্নগঠনের জন্য

১৩. বঙ্গবন্ধুর বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক একদলীয় শাসন কায়েম খ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
গ শোষণমুক্ত সমাজ গঠন ঘ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব কামাল সম্প্রতি একটি দেশে বেড়াতে যায়। সেখানে সে জানতে পারে দেশটিতে দুটি শাখায় মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করে এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল।

১৪. কামাল সাহেবের ভ্রমণকৃত দেশটি হলো–
ক নেপাল খ ভারত গ মিয়ানমার ঘ ভুটান

১৫. কামালের নিজদেশে ও বেড়াতে যাওয়া দেশের জলবায়ুতে–
i. মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লক্ষ্যণীয় ii. সূর্যরশ্মি লম্বভাবে কিরণ দেয়
iii. শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা একই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল?
ক উপকূলীয় খ পার্বত্য গ উত্তরাঞ্চলীয় ঘ পূর্বাঞ্চলীয়

১৭. এসডিজি এর ৪র্থ নম্বর অভীক্ষা কোনটি?
ক ক্ষুধামুক্তি খ সুস্বাস্থ্য গ গুণগত শিক্ষা ঘ জেন্ডার সমতা

১৮. টেকসই উন্নয়নের মৌলিক বিবেচ্য বিষয় কোনটি?
ক কৃষি উন্নয়ন খ পরিবেশ সংরক্ষণ
গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ ঘ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার

১৯. একজন কৃষক তার ফসল উৎপাদনে পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন। আবার তার ক্ষেতের চারপাশে বৃক্ষ রোপণ করেন। এই বৃক্ষ টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে–
i. উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার মাধ্যমে
ii. নিজ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে iii. সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ কোনটি?
ক সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদারকরণ
খ মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা
গ বিশ্বের মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতি
ঘ বিশেষ এলাকার তত্ত্বাবধান করা

২১. জাতিসংঘের কোন সংস্থা বাংলাদেশ-মিয়ানমার ইস্যুতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে?
ক UNDP খ UNHCR গ UNESCO ঘ UNICEF

২২. সারফান ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। দারিদ্র্যের কারণে সে একটি দোকানে কাজ করে। দুপুর ২টায় সে কাজে গেলে ২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী কয়টায় ছুটি পাবে?
ক সন্ধ্যা ৭ টায় খ রাত ৮ টায় গ রাত ৯ টায় ঘ রাত ১০ টায়

২৩. নিচের কোনটি আন্তর্জাতিক সম্পদ?
ক প্রযুক্তি খ কর্মদক্ষতা গ উদ্ভাবনী শক্তি ঘ খনিজ সম্পদ

২৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব কার ছিল?
ক ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী খ মওলানা ভাসানী
গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ তাজউদ্দীন আহমদ

২৫. সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক জীবন ধারণের অধিকার খ ধর্মচর্চার অধিকার
গ বাক স্বাধীনতার অধিকার ঘ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ

২৬. নিচের কোন পাহাড়টির চূড়ার উচ্চতা সবচেয়ে কম?
ক মোদক মুয়াল খ তাজিংডং গ পিরামিড ঘ কিওক্রাডং

২৭. 'স্মৃতির মিনার' কবিতাটির পটভূমি কী?
ক গণঅভ্যুত্থান খ ভাষা আন্দোলন
গ মুক্তিযুদ্ধ ঘ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

২৮. বাংলাদেশে কেন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ কম?
ক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব খ উৎপাদন খরচ বেশি বলে
গ খরস্রোতা নদী নেই ঘ পাহাড়ি নদীর অভাব

☐ উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব 'ক' একজন বন কর্মকর্তা। তিনি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি অফিসে বসেন। সেখানকার বৃক্ষরাজি দেখে তিনি তার সন্তানকে বলেন, এখানকার গাছের পাতা সবসময় সবুজ থাকে। কিন্তু আমাদের দেশেরবাড়ীর এলাকার বনভূমির বৃক্ষের পাতা বছরে একবার ঝরে যায়।

২৯. বন কর্মকর্তা 'ক' এর কর্মক্ষেত্রের বনাঞ্চলটি কোন ধরনের?
ক ক্রান্তিয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল
খ ক্রান্তিয় পাতাঝরা ও পত্রপতনশীল
গ স্রোতজ বা গরান বনভূমি
ঘ বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি

৩০. জনাব 'ক' এর কর্ম এলাকা ও তার নিজের এলাকার বনভূমির গুরুত্ব হচ্ছে–
i. স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য ii. অর্থনীতির জন্য iii. জীববৈচিত্র্যের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব 'X' একটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। তাঁর অধীনস্থ একজন নারীকর্মী মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তীতে মা ও সন্তানের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব 'Y' অতি মুনাফার আশায় বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী মজুদ রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এতে সাধারণ জনগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কাকে বলে? ১

খ. "সামাজিক মূল্যবোধের নেতিবাচক পরিবর্তনই মূল্যবোধের অবক্ষয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন বিষয়টি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি প্রতিরোধে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন"– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **প্রেক্ষাপট-১ :** 'D' এর পিতামাতা অর্থের অভাবে তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গাড়ী মেরামত কারখানায় কাজ করতে পাঠিয়ে দেন।

প্রেক্ষাপট-২ : রাজধানীর সাথে সংযুক্ত মহাসড়কে বিভিন্ন বাঁক রয়েছে। এর মধ্যে কিছু বাঁক এত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যে অনেক সময় চালকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রায় সময় এখানে গাড়ীর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ক. জঙ্গিবাদ কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক অসঙ্গতির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ এ কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ উল্লিখিত সামাজিক সমস্যার সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। **দৃশ্যকল্প-১ :** ইট ভাটায় কর্মরত নারী-পুরুষদের মধ্যে নারী কর্মীগণ তুলনামূলক কম মজুরি পায়। অনেক সময় ন্যায্য মজুরি দাবি করলে কাজ করার সুযোগ হারায়।

দৃশ্যকল্প-২ : রফিক পরিবারের সাথে আফ্রিকার দুইটি দেশে বেড়াতে গিয়ে দেশগুলোর শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পান। সেখানকার একটি দেশের রাস্তার নাম "বাংলাদেশ সড়ক" দেখে সে খুবই আনন্দিত হয়।

ক. UNDP এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. বাংলাদেশে UNIFEM এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘের কোন সনদ ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত কার্যক্রমের মাধ্যমে "বাংলাদেশ জাতিসংঘে অবদান রাখছে।" বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **ঘটনা-১ :** জনাব 'R' একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণসমূহের জন্য তিনি ন্যায্যমূল্য পরিশোধ করেন না।

ঘটনা-২ : জনাব 'Q' একটি দোকানের মালিক। তার দোকানে চালের কেজি ৫০ টাকা। পাশাপাশি সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ন্যায্য মূল্যের দোকানে একই চাল কেজি ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

ক. উপযোগ কী? ১

খ. সমষ্টিগত সম্পদ কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়? ২

গ. ঘটনা-১ দ্বারা কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ দ্বারা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তার মিল আছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। 'G' এলাকার জনপ্রতিনিধি 'K' তার এলাকার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যেমন পরিবেশ সহায়ক কৃষি উপকরণ ব্যবহার, জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেনেজ সিস্টেম ইত্যাদি। এ সকল কাজে তিনি জনগণের সহায়তার পাশাপাশি সরকারি সহায়তাও কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এলাকার পুরুষ-মহিলা একসাথে কাজ করছে। সকলের মৌলিক অধিকার পূরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে তিনি সর্বদা সচেষ্ট।

ক. অংশীজন কাকে বলে? ১

খ. "ক্রমবর্ধমান বৈষম্যই এসডিজি অর্জনে প্রধান বাঁধা"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি কোন ধরনের বিষয়কে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের জন্য কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। **দৃশ্যকল্প-১ :** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে বলেন, "শ্রেণিকক্ষে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য তোমাদের কিছু বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। এগুলো তোমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হবে যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত।"

দৃশ্যপট-২ : জনাব 'S' একজন নগর গবেষণাবিদ। তিনি গবেষণার কাজে, সিটি কর্পোরেশন অফিস হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত অফিস জনাব 'S' কে বিভিন্ন প্রকার দলিল, অডিও, ভিডিও প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য কেরন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. "সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট-১ দ্বারা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ধারণার ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যপট-২ এ বর্ণিত বিষয়টি নিশ্চয়তার মাধ্যমে প্রতিটি সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। **ঘটনা-১ :** স্বাধীনতাকামী একজন জননেতা তাঁর জন্মভূমিকে স্বাধীন করার জন্য পাশ্ববর্তী দেশে গিয়ে একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। শাসকগোষ্ঠী জানতে পেরে তাঁকে প্রধান আসামীসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

ঘটনা-২ : 'T' দেশের দু'টি অঞ্চলের মধ্যে ইতোপূর্বে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে কর্তৃপক্ষের প্রতি জনগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একটি শংকাও কাজ করছিল। অবশেষে "এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে" একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ক. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফাটি কী ছিল? ১

খ. 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ উল্লিখিত বিষয়টি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত বিষয়টি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। একটি দেশের দু'টি অঞ্চলের মধ্যে 'E' নামক অঞ্চলটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। এটিকে সুরক্ষার জন্য ঐ অঞ্চলের গণমানুষের নেতা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপন করেন। যা 'E' অঞ্চলের জনগণের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১

খ. "যুক্তফ্রন্ট" কেন গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'E' অঞ্চলের জনগণের অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'E' অঞ্চলের স্বাধীনতার পক্ষে উক্ত দাবিসমূহ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। **১ম অংশ :** আমীর আলীর দাদার ২০০ বিঘা ফসলি জমি ছিল। তাঁর পিতা এখন অল্প পরিমাণ জমির মালিক। এইভাবে চললে আমীর আলীর জমির পরিমাণ আরো কমে যেতে পারে ভেবে সে মর্মাহত হলো।

২য় অংশ : জমির আলী গত ছুটিতে কুমিল্লায় বেড়াতে যায়। সেখানে সে কিছু পাহাড় পরিদর্শন করে দেখলো যে, মাটির রং লালচে ধরনের।

ক. টিলা কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় জনবসতি কম থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ২য় অংশে জমির আলীর ভ্রমণকৃত এলাকা ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ১ম অংশে আমীর আলীর মর্মাহত হওয়ার পিছনে জনবসতির বিস্তারই দায়ী"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি নদীর মোহনায় প্রধান সমুদ্র বন্দর অবস্থিত। উক্ত নদীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। জনাব 'ল' ঐ এলাকায় বেড়াতে গেলে তিনি বাইরে থেকে কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ দেখতে পেলেন না। কিন্তু রাতের বেলায় তাদের ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলতে দেখেন। তিনি জানতে পারেন সূর্যের কিরণকে ঐ এলাকার লোকজন কাজে লাগাচ্ছে।

ক. ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি কোথায়? ১

খ. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নদীকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব 'V' এর ভ্রমণকৃত এলাকার জনগণের ব্যবহারকৃত প্রাকৃতিক সম্পদটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। **প্রেক্ষাপট-১ :** 'U' সাহেব একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত আছেন। শহরে তার দুইটি বাড়ি আছে। বেতন ও বাড়িভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় করযোগ্য। কিন্তু তিনি যথাযথভাবে কর প্রদান করেন না।

প্রেক্ষাপট-২ : 'ক' রাষ্ট্রের সরকার বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করছে।

ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. "আইনের দৃষ্টিতে সাম্য" ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-২ এ রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-১ এর আলোকে 'U' সাহেবকে সুনাগরিক বলা যাবে কী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	N	৪	N	৫	L	৬	N	৭	K	৮	K	৯	L	১০	K	১১	L	১২	M	১৩	M	১৪	L	১৫	L
	১৬	L	১৭	M	১৮	L	১৯	N	২০	M	২১	L	২২	N	২৩	K	২৪	K	২৫	N	২৬	M	২৭	L	২৮	M	২৯	K	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব 'X' একটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। তাঁর অধীনস্থ একজন নারীকর্মী মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তীতে মা ও সন্তানের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব 'Y' অতি মুনাফার আশায় বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী মজুদ রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এতে সাধারণ জনগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কাকে বলে? ১

খ. "সামাজিক মূল্যবোধের নেতিবাচক পরিবর্তনই মূল্যবোধের অবক্ষয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন বিষয়টি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি প্রতিরোধে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপকে সামাজিক নৈরাজ্য বলে।

খ সামাজিক মূল্যবোধের অবনতি বা নেতিবাচক পরিবর্তন মূল্যবোধের অবক্ষয়কে নির্দেশ করে।

যেসব ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমষ্টিই হলো সামাজিক মূল্যবোধ। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো, অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এসব মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক অসঙ্গতি।

গ দশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে মাতৃকল্যাণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা, প্রজননকালীন রুগ্নতা, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার রোধ প্রভৃতি মাতৃত্বকল্যাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর জনাব 'X' একটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। তাঁর অধীনস্ত একজন নারীকর্মী মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তীতে মা ও সন্তানের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এখানে মূলত মাতৃকল্যানের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে মায়েদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাতৃকল্যাণে বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে সরকার সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার ১১ জানুয়ারি, ২০১১ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নারী কর্মীদের জন্য বেতনসহ ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করে যা ৯ জানুয়ারি, ২০১১ সাল থেকে কার্যকর হয়। মাতৃত্বকালীন ছুটির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা তথা মাতৃকল্যাণ নিশ্চিত করছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন – মন্তব্যটি যথার্থ।

নিজ স্বার্থে নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী যেকোনো কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। সাধারণত ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, বল প্রয়োগ, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনকে দুর্নীতি বলে। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফা অর্জন করা এবং জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর জনাব 'Y' অতিমুনাফার আশায় বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী মজুদ রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এতে সাধারণ জনগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এখানে দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ পায় যা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন। অর্থাৎ, দুর্নীতি প্রতিরোধে সম্মিলিতভাবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি দুর্নীতির তথ্য প্রচার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখোশ খুলে দিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া সমাজের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা সৃষ্টি হলে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে আইনের কাঠগড়ায় নিয়ে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে সমাজের অন্যরা দৃঢ় পদক্ষেপে সমাজ থেকে দুর্নীতি নামক ব্যাধি দূর করতে সচেষ্ট হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০২ **প্রেক্ষাপট-১ :** 'D' এর পিতামাতা অর্থের অভাবে তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে পাশ্ববর্তী একটি গাড়ী মেরামত কারখানায় কাজ করতে পাঠিয়ে দেন।

প্রেক্ষাপট-২ : রাজধানীর সাথে সংযুক্ত মহাসড়কে বিভিন্ন বাঁক রয়েছে। এর মধ্যে কিছু বাঁক এত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যে অনেক সময় চালকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রায় সময় এখানে গাড়ীর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ক. জঙ্গিবাদ কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক অসঙ্গতির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ এ কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ উল্লিখিত সামাজিক সমস্যার সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জঙ্গীদের দ্বারা রচিত ও প্রচারকৃত ধ্যান-ধারণাকে জঙ্গিবাদ বলে।

খ সামাজিক অসঙ্গতির মূল কারণ হচ্ছে মূল্যবোধের অবক্ষয়।

যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার-আচারণের সমন্বয়ে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। তাই যেসব ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমষ্টিই মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, যা সামাজিক অসঙ্গতির মূল কারণ।

গ দৃশ্যকল্প-১ বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা শিশুশ্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শিশুশ্রম শিশুর মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং তার সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায়। শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ ও ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা দরকার। শিশুরা যাতে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ উন্নত সমাজ গঠনে সহায়ক। আজকের শিশু আগামীদিনে পরিচালনা করবে দেশ, গড়ে তুলবে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু শিশুশ্রমের কারণে শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তারা মানসিকভাবে দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি পঙ্গুত্ববরণ করছে। ফলে তাদের ভবিষ্যতকে ধ্বংসের পাশাপাশি সমাজ তথা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নয়নও ব্যাহত হচ্ছে।

উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-১ এ 'D' এর পিতামাতা অর্থের অভাবে তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গাড়ী মেরামত কারখানায় কাজ করতে পাঠিয়ে দেন। এখানে স্পষ্ঠভাবে শিশুশ্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে যা বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিশুশ্রম একটি বড় সমস্যা। যে বয়সে শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলা করার কথা ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে কাজ করতে হয়। দরিদ্র পরিবারে সন্তানের ভরণপোষণ মিটিয়ে লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা-মার পক্ষে সম্ভব হয় না। মূলত দরিদ্রতার কারণেই শিশুশ্রম বৃদ্ধি পায়।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা সড়ক দুর্ঘটনার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো সড়ক দুর্ঘটনা। চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাকেই সড়ক দুর্ঘটনা বলে। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট ও যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্ঘটনার হারও অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা।

উদ্দীপকের প্রেক্ষপট-২ এ স্পষ্টভাবে সড়ক দুর্ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা নিরসন করতে হলে প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রথমত, গাড়ির চালককে ট্রাফিক আইনকানুন ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং নির্দিষ্ট সাইড, সিগন্যাল, গতি মেনে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে সড়ক নিরাপদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত বা মাতাল অবস্থায় গাড়ি না চালানো, অন্য গাড়িকে ওভারটেকিং না করার বিষয়ে চালকদের সচেতন এবং আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করা। চতুর্থত, গাড়ির ছাদে যাত্রী ও মালামাল বহন না করা, রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করাসহ এসব বিষয়ে সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পঞ্চমত, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বশীল হওয়া এবং ভুয়া লাইসেন্সধারী যাতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে না পারে তা নিশ্চিত করা। ষষ্ঠত, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন করা।

সর্বোপরি, এ পদক্ষেপগুলো যদি গ্রহণ করা যায় তাহলে আশা করা যায়, বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **দৃশ্যকল্প-১ :** ইট ভাটায় কর্মরত নারী-পুরুষদের মধ্যে নারী কর্মীগণ তুলনামূলক কম মজুরি পায়। অনেক সময় ন্যায্য মজুরি দাবি করলে কাজ করার সুযোগ হারায়।

দৃশ্যকল্প-২ : রফিক পরিবারের সাথে আফ্রিকার দুইটি দেশে বেড়াতে গিয়ে দেশগুলোর শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পান। সেখানকার একটি দেশের রাস্তার নাম "বাংলাদেশ সড়ক" দেখে সে খুবই আনন্দিত হয়।

ক. UNDP এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. বাংলাদেশে UNIFEM এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘের কোন সনদ ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত কার্যক্রমের মাধ্যমে "বাংলাদেশ জাতিসংঘে অবদান রাখছে।" বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক UNDP এর পূর্ণরূপ হলো– United Nations Development Programme.

খ বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে UNIFEM নানাবিধ কর্মসূচি পালন করছে।

জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম (UNIFEM) বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে সংস্থাটি বাংলাদেশের নারীদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখছে এবং তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট করছে। যেমন : নারী-পুরুষের একই বেতন প্রদান, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ তাদের ক্ষমতায়নে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সমস্যা তথা নারীর অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে জাতিসংঘের সিডও সনদ ভূমিকা রাখে।

নারী-পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদটি তৈরি করে জাতিসংঘ। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এই সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ ইট ভাটায় কর্মরত নারী-পুরুষদের মধ্যে নারী কর্মীগণ তুলনামূলক কম মজুরি পায়। অনেক সময় ন্যায্য মজুরি দাবি করলে কাজ করার সুযোগ হারায়। এখানে নারীর প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ বৈষম্যের মতো সকল বৈষম্য নিরসনে জাতিসংঘের সিডও সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে ঐ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়। এছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫ নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। সুতরাং বলা যায়, সিডও সনদ নারীদের অধিকার রক্ষায় এবং বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রম প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতিসংঘে অবদান রাখছে।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর রফিক পরিবারের সাথে আফ্রিকার দুইটি দেশে বেড়াতে গিয়ে দেশগুলোর শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পান। সেখানকার একটি দেশের রাস্তার নাম "বাংলাদেশ সড়ক" দেখে সে খুবই আনন্দিত হয়। এখানে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা বাহিনীর অবদান প্রকাশ পেয়েছে। জাতিসংঘের অধীনে বিশ্বশান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা অতুলনীয়। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধংদেহী দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলাগোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্রবিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। এ কাজ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৩৪ জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হয়েছেন। শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশ নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা।

সুতরাং বলা যায়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী এক অনন্য অবদান রাখছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশের মর্যাদা ও গৌরব।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **ঘটনা-১ :** জনাব 'R' একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণসমূহের জন্য তিনি ন্যায্যমূল্য পরিশোধ করেন না।

ঘটনা-২ : জনাব 'Q' একটি দোকানের মালিক। তার দোকানে চালের কেজি ৫০ টাকা। পাশাপাশি সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ন্যায্য মূল্যের দোকানে একই চাল কেজি ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

ক. উপযোগ কী? ১

খ. সমষ্টিগত সম্পদ কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়? ২

গ. ঘটনা-১ দ্বারা কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ দ্বারা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তার মিল আছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতা হলো উপযোগ।

খ নাগরিকের সচেতনতা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়।

রাষ্ট্র ও জনগণ সম্মিলিতভাবে যেসব সম্পদের অধিকারী সেগুলোকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। রাস্তাঘাট, সেতু, বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যানবাহন, ভূমি ও ভূমির উপরিস্থ এবং অন্তর্ভাগের সম্পদ প্রভৃতি সমষ্টিগত সম্পদের উদাহরণ। জনগণ যেহেতু এগুলো ব্যবহার ও ভোগ করে সেহেতু এসব সম্পদ সংরক্ষণে নাগরিকদের বিশেষ যত্নবান হতে হবে। আবার, এগুলোর পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকেও যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

গ ঘটনা-১ দ্বারা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভোগ করে। অর্থাৎ এখানে উৎপাদক ও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ব্যক্তি বা উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ও উৎপাদন করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যক্তি বা বিনিয়োগকারী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে শ্রমিকরা শোষিত হয় এবং সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা দেখা যায়।

উদ্দীপকের জনাব R একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণসমূহের জন্য তিনি নায্যমূল্য পরিশোধ করেন না। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে তুলে ধরে। কেননা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেমনটি উদ্দীপকে দেখা যায়।

ঘ ঘটনা-২ এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে উদ্দীপকের এ দেশটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মিল রয়েছে।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ব্যবস্থায় যেমন দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর জনাব 'Q' একটি দোকানের মালিক। তার দোকানে চালের কেজি ৫০ টাকা। পাশাপাশি সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ন্যায্য মূল্যের দোকানে একই চাল কেজি ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এরূপ চিত্রে মিশ্র অর্থব্যবস্থার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা জানি বাংলাদেশেও মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। কেননা, বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্যসহ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। মিশ্র অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে ব্যক্তি মালিকানা ও উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু কিছু খাতে সরকারি মালিকানায় উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। মিশ্র অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার দর কষাকষির মাধ্যমে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সে অংশের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং সামাজিক কল্যাণ।

আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, ঘটনা-২ এবং বাংলাদেশ উভয় ক্ষেত্রেই মিশ্র অর্থনীতি উপস্থিত। সুতরাং ঘটনা-২ এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ 'G' এলাকার জনপ্রতিনিধি 'K' তার এলাকার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যেমন পরিবেশ সহায়ক কৃষি উপকরণ ব্যবহার, জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেনেজ সিস্টেম ইত্যাদি। এ সকল কাজে তিনি জনগণের সহায়তার পাশাপাশি সরকারি সহায়তাও কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এলাকার পুরুষ-মহিলা একসাথে কাজ করছে। সকলের মৌলিক অধিকার পূরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে তিনি সর্বদা সচেষ্ট।

ক. অংশীজন কাকে বলে? ১

খ. "ক্রমবর্ধমান বৈষম্যই এসডিজি অর্জনে প্রধান বাঁধা"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি কোন ধরনের বিষয়কে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের জন্য কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীকে অংশীজন বলে।

খ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভক্তি এসডিজি অর্জনের পথে প্রদান চ্যালেঞ্জ বা বাধা।

এসডিজি বা 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা। আর টেকসই উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা হলো সম্পদের অসম বণ্টন বা বৈষম্য। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সম্পদ বৈষম্য দারিদ্র্যকে আরও প্রকট করে তুলছে। যেমন : সমাজের এক শ্রেণির মানুষ অপরিমিত সম্পদের অধিকারী হলেও দরিদ্র শ্রেণির বিপরীত। সাধারণ পরিকল্পনায় এই চরম দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয় না। ফলে পরিপূর্ণ এসডিজি অর্জনও সম্ভব হয় না। এজন্য ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে এসডিজি অর্জনের প্রধান বাধা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি টেকসই উন্নয়নের 'অংশীদারিত্ব' বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'G' এলাকার জনপ্রতিনিধি 'K' তার এলাকার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। যেমন– পরিবেশ সহায়ক কৃষি উপকরণ ব্যবহার, জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেনেজ সিস্টেম ইত্যাদি। এ সকল কাজে তিনি জনগণের সহায়তার পাশাপাশি সরকারি সহায়তাও কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এলাকার পুরুষ-মহিলা একসাথে কাজ করছে। এরূপ ঘটনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সকলের অংশগ্রহণ তথা অংশীদারিত্বের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এসডিজি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি যেহেতু দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত। সুতরাং এটি বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণে প্রয়োজন।

ঘ উক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আমি মনে করি।

টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হলো আমাদের সমাজ, অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। এগুলোকে মৌলিক বিবেচ্য বিষয়ও বলা হয়ে থাকে। মূলত এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে অথবা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে প্রত্যেককেই এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সচেতনতা রাষ্ট্রকে উন্নয়নের আরও একধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা এসডিজি বাস্তবায়নে অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে আয়, ভোগ, জেন্ডার, অঞ্চল ও সম্পদ বৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে এনে সকল ক্ষেত্রে দরিদ্রতার অবসান ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সরকার ও অন্যান্য সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সম্পদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা জোরদারসহ অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনানুসারে বাড়াতে হবে। নীতিকাঠামোগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে হবে। একইসাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে মনিটরিং ও মেনটরিং এর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা টেকসই রাখা এবং এর গতি দ্রুততর করা। আর দেশের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে সাথে নিয়েই আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। তা না হলে আমাদের হয়তো প্রবৃদ্ধি বাড়বে কিন্তু তা কখনোই টেকসই রাখা সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **দৃশ্যকল্প-১ :** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে বলেন, "শ্রেণিকক্ষে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য তোমাদের কিছু বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। এগুলো তোমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হবে যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত।"

দৃশ্যপট-২ : জনাব 'S' একজন নগর গবেষণাবিদ। তিনি গবেষণার কাজে, সিটি কর্পোরেশন অফিস হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত অফিস জনাব 'S' কে বিভিন্ন প্রকার দলিল, অডিও, ভিডিও প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য কেরন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. "সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট-১ দ্বারা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ধারণার ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যপট-২ এ বর্ণিত বিষয়টি নিশ্চয়তার মাধ্যমে প্রতিটি সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন এবং রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন তাকে নাগরিক বলে।

খ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও মূখ্য উপাদান।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বলতে চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখন্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। যতদিন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব থাকে ততদিন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্ব থাকবেই। সুতরাং সার্বভৌমত্বই হচ্ছে রাষ্ট্রের মূখ্য উপাদান।

গ দৃশ্যপট-১ দ্বারা আমার পাঠ্যপুস্তকের আইনের বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাধারণভাবে আইন বলতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত, লিখিত ও অলিখিত বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে বোঝায়। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। তখন কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না। আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সচারাচর সাহস করে না। আইনের শাসনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এর শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে বলেন, "শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তোমাদের কিছু বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। এগুলো তোমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হবে যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত।" এরূপ বর্ণনায় আইন বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা আইন মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। আর এগুলো রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃক স্বীকৃত।

ঘ দৃশ্যপট-২ এ বর্ণিত বিষয়টি হলো তথ্য অধিকার। তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তার মাধ্যমে প্রতিটি সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সরকার ৫ এপ্রিল ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন জারি করে। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য বলতে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক বই, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবহি, আদেশ-বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নকল কপি, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিওভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সকল তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিকে বুঝানো হয়েছে। আইনে আরও বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এর জনাব 'S' একজন নগর গবেষণাবিদ। তিনি গবেষণার কাজে, সিটি কর্পোরেশন অফিস হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত অফিস জনাব 'S' কে বিভিন্ন প্রকার দলিল, অডিও,

ভিডিও প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করেন। এখানে মূলত তথ্য অধিকার আইনের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই আইনটি প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। বর্তমানে তথ্য অধিকার তথা অবাধ তথ্য প্রবাহ প্রতিটি সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি রোধের অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি তথা অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন জারি করেছে। ফলে জনগণ সহজেই যেকোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এতে অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টির ফলে প্রতিটি সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রতিটি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি করার সুযোগ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। তাছাড়া দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা তাদের অপকর্মের তথ্য ফাঁস হওয়ার ভয়ে দুর্নীতি করা থেকে বিরত থাকবে। সর্বোপরি অবাধ তথ্য প্রবাহের ফলে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অবাধ তথ্য প্রবাহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **ঘটনা-১ :** স্বাধীনতাকামী একজন জননেতা তাঁর জন্মভূমিকে স্বাধীন করার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। শাসকগোষ্ঠী জানতে পেরে তাঁকে প্রধান আসামীসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

ঘটনা-২ : 'T' দেশের দু'টি অঞ্চলের মধ্যে ইতোপূর্বে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে কর্তৃপক্ষের প্রতি জনগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একটি শংকাও কাজ করছিল। অবশেষে "এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে" একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ক. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফাটি কী ছিল? ১

খ. 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ উল্লিখিত বিষয়টি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত বিষয়টি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফাটি হলো বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

খ বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয় তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্বাপর ঘটনার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যে জাতীয় চেতনার জন্ম হয়, তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ মূলত বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক।

গ ঘটনা-১ এ উল্লিখিত বিষয়টি আমার পাঠ্যবইয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সম্মতিতে বিপ্লবী পরিষদের পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবকয়টি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দি করবে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে একবার বঙ্গবন্ধু ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই ফাঁস হয়ে গেলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ স্বাধীনতাকামী একজন জননেতা তাঁর জন্মভূমিকে স্বাধীন করার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। শাসকগোষ্ঠী জানতে পেরে তাঁকে প্রধান আসামীসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ বক্তব্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং তাদের বন্দি করা হয়। শাসকগোষ্ঠী বন্দিদের সামরিক আদালতে বিচারকার্য শুরু করলে পূর্ব বাংলার জনগণ মামলা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ সর্বাত্মক আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুসহ অন্য রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

ঘ ঘটনা-২ এ ১৯৭০ সালের নির্বাচনটি প্রকাশ পেয়েছে। এ নির্বাচনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল।– মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে, যা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ 'T' দেশের দু'টি অঞ্চলের মধ্যে ইতোপূর্বে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে কর্তৃপক্ষের প্রতি জনগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একটি শংকাও কাজ করছিল। অবশেষে "এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে" একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ বর্ণনায় ১৯৭০ সালের পাকিস্তান সাধারণ পরিষদের নির্বাচনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কেননা, ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে ৬ দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে অভিহিত করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাকিস্তানি সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এক বিরাট পরাজয় ডেকে আনে। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়। এই নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে বহুদূর এগিয়ে দেয়।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ইতিহাসের পরিক্রমায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের হাত ধরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্মলাভ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ একটি দেশের দু'টি অঞ্চলের মধ্যে 'E' নামক অঞ্চলটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। এটিকে সুরক্ষার জন্য ঐ অঞ্চলের গণমানুষের নেতা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপন করেন। যা 'E' অঞ্চলের জনগণের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১

খ. "যুক্তফ্রন্ট" কেন গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'E' অঞ্চলের জনগণের অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'E' অঞ্চলের স্বাধীনতার পক্ষে উক্ত দাবিসমূহ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র হলো ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান প্রবর্তিত নির্বাচন ব্যবস্থা।

খ ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দমননীতি, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্য, বাংলা ভাষার অবমাননাসহ বিভিন্ন কারণে মুসলিম লীগের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ আস্থাহীন হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন, অগণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিপরায়ণ মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল এই ৪টি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'E' অঞ্চলের জনগণের অধিকার আদায়ের দাবির সাথে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির সাদৃশ্য রয়েছে।

৬ দফাকে পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ বলা হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার রক্ষায় এটি তুলে ধরেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, একটি দেশের দু'টি অঞ্চলের মধ্যে 'E' নামক অঞ্চলটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। এটিকে সুরক্ষার জন্য ঐ অঞ্চলের গণমানুষের নেতা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপন করেন। যা 'E' অঞ্চলের জনগণের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এরূপ বর্ণনায় ছয়দফা দাবির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার তথা পশ্চিম পাকিস্তান বিভিন্ন সময় নানা অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলা শুরু করে। যার প্রথম আঘাত আসে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। রাজপথে রক্তের বিনিময়ে ১৯৫২ সালে বাঙালিরা ভাষার দাবি আদায় করে। এর পথ ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন।

ঘ 'E' অঞ্চলের স্বাধীনতার পক্ষে তথা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পক্ষে উক্ত দাবিসমূহ তথা ছয় দফা দাবিসমূহ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপটে যতগুলো আন্দোলন বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছিল এর মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন। এই কর্মসূচি বাঙালির চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ কর্মসূচি বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এটিকে তাই বাঙালির মুক্তিসনদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

উদ্দীপকে ছয় দফার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষিত হলে পূর্ব বাংলার মানুষ সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এ আন্দোলন ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসন বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আর এরই ফলে ত্বরান্বিত হয় স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বিজয়ী প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে নির্মম গণহত্যা চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। প্রায় নয় মাস যুদ্ধের পর বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতিকে স্বাধীকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতা অর্জনের ভিত্তি রচনা করে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **১ম অংশ :** আমীর আলীর দাদার ২০০ বিঘা ফসলি জমি ছিল। তাঁর পিতা এখন অল্প পরিমাণ জমির মালিক। এইভাবে চললে আমীর আলীর জমির পরিমাণ আরো কমে যেতে পারে ভেবে সে মর্মাহত হলো।

২য় অংশ : জমির আলী গত ছুটিতে কুমিল্লায় বেড়াতে যায়। সেখানে সে কিছু পাহাড় পরিদর্শন করে দেখলো যে, মাটির রং লালচে ধরনের।

ক. টিলা কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় জনবসতি কম থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ২য় অংশে জমির আলীর ভ্রমণকৃত এলাকা ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ১ম অংশে আমীর আলীর মর্মাহত হওয়ার পিছনে জনবসতির বিস্তারই দায়ী"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত।

খ জীবন-জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে স্বল্পসংখ্যক মানুষ বসবাস করে।

পাহাড়ি অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য ভালো রাস্তা ও পরিবহণ ব্যবস্থা নেই। শিল্প ও স্বাস্থ্যসেবাও অপ্রতুল। এসব অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চল বন-জঙ্গালে পরিপূর্ণ এবং ভূ-প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থাও পাহাড়ি অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। আর এসব কারণেই বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে স্বল্পসংখ্যক মানুষ বসবাস করে।

গ উদ্দীপকের ২য় অংশে জমির আলীর ভ্রমণকৃত এলাকাটি হলো প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। এই সময়ের আন্তঃবরফ গলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : বরেন্দ্র ভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়।

উদ্দীপকে ২য় অংশের জমির আলী গত ছুটিতে কুমিল্লায় বেড়াতে যায়। সেখানে সে কিছু পাহাড় পরিদর্শন করে দেখলো যে, মাটির রং লালচে ধরনের। এরূপ বর্ণনায় প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহের অন্তর্গত প্রকৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮% এলাকা নিয়ে প্লাইস্টোসিনকালের চত্বরভূমির অঞ্চল গঠিত। এদেশের বরেন্দ্রভূমি মধুপুর ও ভাওয়াল অঞ্চলের গড় ও লালমাই পাহাড় এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২১ মিটার এবং এর আয়তন ৩৪ বর্গকিলোমিটার। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে এবং মাটি নুড়ি, বালি ও কংকর মিশ্রিত।

ঘ উদ্দীপকের ১ম অংশে আমীর আলীর মর্মাহত হওয়ার পিছনে জনবসতির বিস্তারই দায়ী।– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক কম। ফলে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমির ওপর অব্যাহত চাপ পড়ছে। পাশাপাশি চাপ পড়ছে বাড়ি-ঘর নির্মাণের উপযুক্ত জমির ওপরও। পক্ষান্তরে কৃষিজমিগুলো উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হতে হতে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। ফলে ৩০ বছর পূর্বে যে পরিবারের জমির পরিমাণ ছিল ১০০ বিঘা তার পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০ বিঘা বা তার চেয়েও কম। ১৯৭৪ সালে যেখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.২৮ একর, বর্তমান তা দাঁড়িয়েছে ০.২৫ একরে।

উদ্দীপকের ১ম অংশে দেখা যায়, আমীর আলীর দাদার ২০০ বিঘা ফসলি জমি ছিল। তবে তার পিতা এখন অল্প জমির মালিক। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি খণ্ড খণ্ড হয়ে বর্তমানে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। মূলত পরিবারের বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বসতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থেকে তাদেরকে বিদ্যমান ফসলি জমি ব্যবহার করতে হয়েছে। এভাবে পরিবারের উত্তরাধিকার বাড়তে থাকলে আমীর আলীর জমির পরিমাণ আরও কমে যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত সম্ভাবনা উপলব্ধি করেই আমীর আলী মর্মাহত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে পরিবারের জনবসতি চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয়তা।

প্রশ্ন ▶ ১০ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি নদীর মোহনায় প্রধান সমুদ্র বন্দর অবস্থিত। উক্ত নদীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। জনাব 'ল' ঐ এলাকায় বেড়াতে গেলে তিনি বাইরে থেকে কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ দেখতে পেলেন না। কিন্তু রাতের বেলায় তাদের ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলতে দেখেন। তিনি জানতে পারেন সূর্যের কিরণকে ঐ এলাকার লোকজন কাজে লাগাচ্ছে।

ক. ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি কোথায়? ১

খ. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নদীকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব 'V' এর ভ্রমণকৃত এলাকার জনগণের ব্যবহারকৃত প্রাকৃতিক সম্পদটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রহ্মপুত্রের নদের উৎপত্তি তিব্বতের মানস সরোবরে।

খ জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে বোঝায়। পানির অভাবে কৃষি, শিল্প ও দৈনন্দিন জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই সারা বছরের পানির প্রাপ্তি, প্রবাহ ও বণ্টন নিশ্চিত করতে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হাওড় প্রভৃতিতে পরিকল্পিতভাবে পানি ধরে রাখার জন্য পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকে কর্ণফুলি নদীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ নদীকে কেন্দ্র করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

কর্ণফুলী হলো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী। ৩২০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এ নদীর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। এ নদীর তীরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর অবস্থিত। এ বন্দরের মাধ্যমে এদেশের অধিকাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি নদীর মোহনার প্রধান সমুদ্র বন্দর অবস্থিত। উক্ত নদীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এরূপ বর্ণনায় কর্ণফুলী নদীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে এ নদীর পানি প্রবাহের ওপর নির্ভর করে স্থাপন করা হয়েছে। জলবিদ্যুৎ সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন করা যায়। এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। উৎপাদন খরচ কম এবং পরিবেশবান্ধব হওয়ায় জলবিদ্যুৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ জনাব 'V' তার ভ্রমণকৃত এলাকার জনগণকে সৌরশক্তি ব্যবহার করতে দেখেছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উক্ত সম্পদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এজন্য এদেশ প্রচুর সূর্যালোক পায়। সূর্যের আলো বা সৌরশক্তি এক ধরনের নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। সূর্যের আলো বা সৌরশক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে বলে সৌরবিদ্যুৎ।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রাপ্ত প্রচুর সূর্যের আলো এ অঞ্চলের জন্য এক মহামূল্যবান সম্পদ। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অনায়াসে আমাদের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করতে পারি।

উদ্দীপকে জনাব 'V' তার ভ্রমণকৃত এলাকায় সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এর ব্যবহারকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সৌরশক্তি হলো নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে উক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌরশক্তি ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য সরকার ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে বাংলাদেশের এখন ছয়টি প্রতিষ্ঠান সোলার প্যানেল তৈরি করেছে। দেশের দুর্গম অঞ্চলের মানুষ বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘরে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে প্রথম দেশ হিসেবে জাতিসংঘ তহবিল পেয়েছে। সৌরশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত সম্পদ তথা সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ **প্রেক্ষাপট-১ :** 'U' সাহেব একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত আছেন। শহরে তার দুইটি বাড়ি আছে। বেতন ও বাড়িভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় করযোগ্য। কিন্তু তিনি যথাযথভাবে কর প্রদান করেন না।

প্রেক্ষাপট-২ : 'ক' রাষ্ট্রের সরকার বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করছে।

ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. "আইনের দৃষ্টিতে সাম্য" ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-২ এ রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-১ এর আলোকে 'U' সাহেবকে সুনাগরিক বলা যাবে কী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র হলো একটি ভূখন্ডভিত্তিক সমাজবিশেষ, যার সংগঠিত সরকার ও জনসমষ্টি রয়েছে এবং যার নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত আছে।

খ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বোঝায় সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান।

আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য। রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই খর্ব হয় যখন আইনের অনুশাসন থাকে না।

গ প্রেক্ষপট-২ এ রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। রাষ্ট্র আইন–শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। বাংলাদেশে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ইত্যাদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী কাজ করছে।

উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এর 'ক' রাষ্ট্রের সরকার বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করছে। রাষ্ট্রের এরূপ কার্যাবলি রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ না, উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-১ এর আলোকে 'U' সাহেবকে সুনাগরিক বলা যাবে না।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মাঝে যে বুদ্ধিমান, যার বিবেক রয়েছে এবং যে আত্মসংযমী তাকে সুনাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, যে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যে বিবেক দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পেরে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ থাকে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

উদ্দীপকের 'U' সাহেব একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত আছেন। শহরে তার দুইটি বাড়ি আছে। বেতন ও বাড়িভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় করযোগ্য। কিন্তু তিনি যথাযথভাবে কর প্রদান করেন না। এরূপ বর্ণনা থেকে বলা যায় 'U' সাহেব সুনাগরিক নন। কারণ 'U' সাহেবের মাধ্যে সুনাগরিকের গুণগুলো অনুপস্থিত। বেতন ও বাড়িভাড়া বাবদ তার প্রাপ্ত আয় করযোগ্য হলেও তিনি যথাযথভাবে কর দেন না। অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকারের বিনিময়ে দায়িত্ব পালন করছেন না। এর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের প্রতি আইনগত কর্তব্য পালনে অবহেলা করছেন। আবার তার এ কাজের মাধ্যমে আত্মসংযমের অভাবও ফুটে উঠে। কারণ তিনি রাষ্ট্রের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখলে নিয়মিত কর প্রদান করতেন।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের 'U' সাহেবের মধ্যে সুনাগরিকের গুণগুলোর অভাব আছে বলে তাকে সুনাগরিক বলা যাবে না।

যশোর বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. আরমান সাহেব এলাকা থেকে দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে চাইলে তার করণীয় কী?
ক এসডিজি বাস্তবায়ন করে খ এমডিজি বাস্তবায়ন করে
গ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ঘ টেকসই উন্নয়নের দ্বারা

২. রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান কোনটি?
ক সার্বভৌমত্ব খ সরকার গ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ঘ জনসমষ্টি

৩. কে ছয় দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' হিসেবে আখ্যায়িত করে?
ক ইয়াহিয়া খান খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ আইয়ুব খান ঘ ইস্কান্দার মীর্জা

৪. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহের অন্তর্গত–
i. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ii. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়সমূহ
iii. উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তালহা নিজ জমিতে একটি কারখানা স্থাপন করে কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ দেন।

৫. উদ্দীপকে কোন অর্থ ব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে?
ক মিশ্র খ সমাজতান্ত্রিক গ ইসলামি ঘ পুঁজিবাদী

৬. উক্ত অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো–
i. ব্যক্তি মালিকানা ii. মুনাফা অর্জন iii. উৎপাদনের স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. বাংলাদেশ স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে কতগুণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছে?
ক তিন খ চার গ পাঁচ ঘ ছয়

৮. সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে–
i. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
ii. সমাজের হিংসাত্মক কর্মক্রম রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি
iii. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে অস্বচ্ছতা সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. কোন প্রতিষ্ঠান ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিল?
ক গণ আজাদী লীগ খ তমদ্দুন মজলিশ
গ মুসলিম লীগ ঘ গণতন্ত্রী দল

১০. উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা কোনটি?
ক নারীর প্রতি সহিংসতা খ সামাজিক নৈরাজ্য
গ দুর্নীতি ঘ কিশোর অপরাধ

১১. বাংলাদেশের প্রায় কতভাগ ভূমি নদী বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমি?
ক ৬০ খ ৭০ গ ৮০ ঘ ৯০

১২. কোনটি বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির প্রথম আন্দোলন?
ক ভাষা আন্দোলন খ ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান
গ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ঘ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

১৩. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিরা কীভাবে সহযোগিতা করেন?
ক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে খ অর্থ সংগ্রহ করে
গ সংবাদ পাঠ করে ঘ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে

১৪. বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর অর্জন হচ্ছে–
i. সিয়েরালিয়নে বাংলা ভাষা ব্যবহার
ii. আইভরিকোস্টে সড়কের নামকরণ হয়েছে "বালাদেশ সড়ক"
iii. শক্তি বৃদ্ধিতে উন্নত কৌশল অবলম্বন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব ফারদিন 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে বসবাস করে এবং নাগরিক হিসেবে সেই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে।

১৫. জনাব ফারদিনের বসবাসরত প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক রাষ্ট্র খ সরকার গ আইনসভা ঘ তথ্য কমিশন

১৬. জনাব ফারদিনের কর্তব্য হচ্ছে–
i. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া ii. অপরকে সহ্য করার ক্ষমতা থাকা
iii. পরিবারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট' কত সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে?
ক ২০২৯ খ ২০৩০ গ ২০৩১ ঘ ২০৩২

১৮. ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল দিনটি বিখ্যাত কেন?
ক মুজিবনগর সরকার গঠনের জন্য
খ সাধারণ নির্বাচনের জন্য
গ অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য
ঘ মুজিবনগর সরকার এর শপথ গ্রহণের জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাইসা খুলনায় বেড়াতে গিয়ে সেখানকার নদীতে জোয়ার ভাটার লোনা ও ভেজা মাটিতে এক ধরনের উদ্ভিজ্জ দেখতে পায়।

১৯. রাইসার দেখা উদ্ভিজ্জগুলো কোন বনভূমিতে দেখা যায়?
ক পত্র পতনশীল খ রি হড়িৎ
গ ম্যানগ্রোভ বা গরান ঘ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ

২০. উদ্দীপকের রাইসার দেখা উদ্ভিজ্জ হতে পারে–
i. সুন্দরী ii. পশুর iii. বাইন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. কোন রোগের প্রতিষেধক নেই?
ক যক্ষা খ ক্যান্সার গ এইডস ঘ এইচআইভি

২২. সম্পদ কত শ্রেণিতে বিন্যস্ত?
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

২৩. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা এর শুনানি কোথায় হয়?
ক ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট খ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
গ করাচি ক্যান্টনেমেন্ট ঘ লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

২৪. জাতিসংঘের অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কতটি?
ক ০৫ খ ১০ গ ১৫ ঘ ২০

২৫. বঙ্গবন্ধু প্রায় কত হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন?
ক ৩৬ খ ৩৭ গ ৩৮ ঘ ৩৯

২৬. "North Westerlies" কীসের নাম?
ক ঝড়ের খ বায়ুর গ পর্বতের ঘ ঋতুর

২৭. মেঘনার শাখা নদী কোনটি?
ক বুড়িগঙ্গা খ মধুমতি গ চিত্রা ঘ বাউলাই

২৮. কত সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়?
ক ১৯১৪ খ ১৯১৮ গ ১৯৩৯ ঘ ১৯৪৫

২৯. রাফান 'ক' নামক ব্যক্তিকে এসিড নিক্ষেপ করেছে– এখানে রাফানের কোন সামাজিক সমস্যাটি চিহ্নিত হয়েছে?
ক কিশোর অপরাধ খ সামাজিক নৈরাজ্য
গ নারীর প্রতি সহিংসতা ঘ সামাজিক বিশৃংখলা

৩০. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে?
i. অবাধ প্রতিযোগিতা ii. শ্রমিক শোষণ iii. সম্পদের মালিকানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর																													
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসে শিক্ষক ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে দুটি অডিও রেকর্ড শোনান। অডিও রেকর্ডে একজন নেতার বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়–

১নং : "---- ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা,
আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন ------"।

২নং : "---- রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব,
---- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ----"।

ক. ছয়দফা কর্মসূচি কী? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজ কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল? ২
গ. ১নং-এ কোন ঐতিহাসিক বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ৩
ঘ. "২নং-এর সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর সম্পর্ক রয়েছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

২।

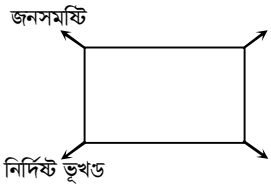

ক. সুনাগরিক বলতে কী বুঝ? ১
খ. জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বলা হয় কেন? ২
গ. "?" চিহ্নিত স্থানে কোন উপাদান নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উল্লিখিত উপাদানটি ছাড়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না? যুক্তি দিয়ে মূল্যায়ন কর। ৪

৩। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ১৫ দিন পরে একটি সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। ঐ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে, "বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা"।

ক. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কী কী? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে সরকারের কথা বলা হয়েছে তার গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সরকারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব "ক" দীর্ঘদিন যাবৎ আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে আসতে তাঁর ডায়রিয়া ও জ্বর হয়, সাথে কাশিও দেখা দেয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও সুস্থতার পরিবর্তে অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করে তিনি ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়েন। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. "জনাব "ক" এর সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব "ক" এর সমস্যা মোকাবিলায় তাঁর স্ত্রীর পদক্ষেপটি কি যথার্থ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। "দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য
নাও এ নগর"

ক. গরান বনভূমি কাকে বলে? ১
খ. পরিবেশ রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২
গ. শিল্প উন্নয়নে পোস্টারে নির্দেশিত প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে ভূমিকা রাখে? ৩
ঘ. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বিভীষিকাময়। এমন মর্মান্তিকতা হতে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য বিশ্বের পরাশক্তির অধিকারী দেশগুলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে। এ সংস্থার বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থাসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলছে। বাংলাদেশও এই গর্বিত সংস্থার সদস্য হয়েছে।

ক. FAO কী? ১
খ. সাধারণ পরিষদকে 'বিতর্ক সভা' বলে অভিহিত করা যায়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সংস্থাটি নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।– মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৭। **ঘটনা-১ :** নবম শ্রেণির ছাত্র 'M' খারাপ সঙ্গীদের সাথে মিশে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সেগুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় আইনে সাজা পাবার কথা।

ঘটনা-২ : অধিক মুনাফার আশায় কিছু অসাধু বিক্রেতা মিলে একটি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদামজাত করে। ফলে দ্রব্যটির কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়। দ্রব্যটির দাম বেড়ে গেলে জনগণকে বেশ ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

ক. সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ১
খ. শিশুশ্রমকে কেন নিরুৎসাহিত করা হয়? ২
গ. ঘটনা-২ দ্বারা কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ঘটনা-১ এবং ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রতিরোধে প্রয়োজন গণসচেতনতা– মূল্যায়ন কর। ৪

৮।

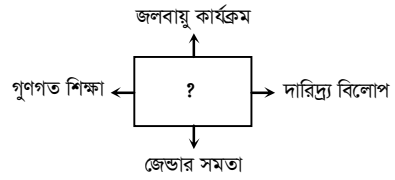

ক. অংশীদারিত্ব কী? ১
খ. পরিবেশ দূষণ উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে '?' চিহ্নিত দ্বারা কী নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টি অর্জনের মাধ্যমে আমরা কী সুফল পেতে পারি? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ১৯৬১ সালে আসামের শিলচর শহরে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবির আন্দোলনে এক তরুণীসহ ১১ জন নিহত হয়। তাদের আন্দোলনের দরুন বাংলাভাষা শুধু আসামেই নয় পশ্চিমবঙ্গেরও প্রধান ভাষা এবং ভারতবর্ষের প্রধান ৫টি ভাষার একটি হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়।

ক. 'স্মৃতির মিনার' কবিতাটি রচনা করেন কে? ১
খ. যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে "ব্যালট বিপ্লব" বলে আখ্যায়িত করা হয় কেন? ২
গ. আসামের মতো বালাদেশে ঘটে যাওয়া আন্দোলনটির পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটির মতো বাংলাদেশে ঘটিত আন্দোলনই ছিল বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। মায়া 'ক' দেশের নাগরিক। রাষ্ট্র তাকে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয় এবং সব চাহিদা মেটায়। তিনি তার প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হন না। অপরদিকে, স্মিথ 'খ' দেশের নাগরিক। তিনি একটি টুথপেস্ট কেনার জন্য দোকানে গেলে দোকানদার তার কাছে বেশি দাম চাইলে সে পাশের দোকান থেকে দ্রব্যটি ক্রয় করেন।

ক. মূলধন কী? ১
খ. জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ প্রয়োজন কেন? ২
গ. 'ক' দেশে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'খ' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে 'ক' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। বাংলাদেশে দুর্ঘটনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। প্রতিদিনই এই দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ মারা যায়। এ দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। যা তার পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অপরদিকে আহতরা আর্থসামাজিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

ক. HIV-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. জঙ্গিবাদ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে উল্লিখিত দুর্ঘটনা কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উল্লিখিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যক্তিগত সচেতনতাই যথেষ্ট নয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	M	৪	L	৫	N	৬	N	৭	K	৮	K	৯	L	১০	N	১১	M	১২	K	১৩	L	১৪	K	১৫	K
	১৬	N	১৭	L	১৮	N	১৯	M	২০	N	২১	M	২২	M	২৩	L	২৪	L	২৫	M	২৬	K	২৭	N	২৮	M	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসে শিক্ষক ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে দুটি অডিও রেকর্ড শোনান। অডিও রেকর্ডে একজন নেতার বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়–

১নং : "---- ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা,
আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন ------"।

২নং : "---- রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব,
---- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ----"।

ক. ছয়দফা কর্মসূচি কী? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজ কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল? ২

গ. ১নং-এ কোন ঐতিহাসিক বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ৩

ঘ. "২নং-এর সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর সম্পর্ক রয়েছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয়দফা কর্মসূচি হলো বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

খ মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজ সরাসরি অংশগ্রহণ করে বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অনেকে ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত বিজয় অর্জন কঠিন হতো।

গ উদ্দীপকের ১নং-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছে তখন বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা 'অপারেশন সার্চলাইট' চালায়। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বহু মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঐদিন রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে যার বাংলা অনুবাদ ছিল : "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। ... চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।" স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণায় উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর সাহসিকতার সাথে হানাদার বাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধে নামে।

উদ্দীপকের ১নং লেখা আছে, "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন।" এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক দেওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার প্রথম অংশ। উক্ত ঘোষণার সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ১নং-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ফুটে উঠেছে।

ঘ ২নং এর সাথে অর্থাৎ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক শুরুর সম্পর্ক রয়েছে।

জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করার এই ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। রাজনৈতিকভাবে চরম দুর্যোগময় একটি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান করেন। রেসকোর্স ময়দানের এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দুঃশাসন ও শোষণ, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পরও ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার কথা বলেন। এ ভাষণে বঞ্চনার বেড়াজাল ছিন্ন করতে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও নির্দেশনা প্রদান করেন।

উদ্দীপকের ২নং এ দেওয়া আছে "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম... এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। এ ভাষণের মাধ্যমেই বাঙালি জাতি সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। মূলত ৭ মার্চের ভাষণেই বাঙালি জাতির গন্তব্য নির্ধারিত হয় এবং জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কলাকৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ঘোষণা ও কর্মসূচিতে সাড়া দিয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় লাভ করি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ধারাবাহিকতায়ই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। পরবর্তীতে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। অতএব ৭ মার্চের ভাষণের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর সম্পর্ক রয়েছে বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০২

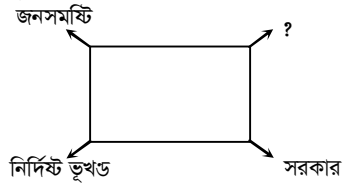

ক. সুনাগরিক বলতে কী বুঝ? ১
খ. জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বলা হয় কেন? ২
গ. "?" চিহ্নিত স্থানে কোন উপাদান নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উল্লিখিত উপাদানটি ছাড়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না? যুক্তি দিয়ে মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, যে সব সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যার বিবেক আছে, যে ন্যায়-অন্যায়, সৎ অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। আর যে আত্মসংযমী এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে সেসব গুণসম্পন্ন নাগরিককে সুনাগরিক বলে।

খ জনসমষ্টির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বলে জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বলা হয়।

রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রথম ও একান্ত অপরিহার্য উপাদান হলো জনসমষ্টি। জনসমষ্টি বলতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনগণকে বোঝায়। মূলত জনসমষ্টিই ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে অথবা সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র গঠন করে। এ কারণে জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বলা হয়।

গ '?' চিহ্নিত স্থানটি যে উপাদানটিকে নির্দেশ করছে সেটি হলো সার্বভৌমত্ব।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এসব উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব মুখ্য উপাদান। সার্বভৌমত্ব ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। সার্বভৌম দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকর করার জন্য একটিমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবে। আর এ ক্ষমতাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের আদর্শ বা আইন মানতে সকলেই বাধ্য। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্ব না থাকলে একটি দেশ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

উদ্দীপকের ছকচিত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্র গঠনের তিনটি উপাদানকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং একটি উপাদান বাদ আছে। সেটিকে '?' দিয়ে লুকায়িত রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের উপাদান সার্বভৌমত্বই এ স্থলে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উল্লিখিত উপাদানটি তথা সার্বভৌমত্ব ছাড়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

রাষ্ট্র গঠনের মূল চারটি উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব অন্যতম একটি উপাদান। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপমুক্ত থাকবে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশে সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানের উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের মধ্যে মুখ্য উপাদান হলো সাবভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র পূর্ণতা পায়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্বের আদর্শই হলো আইন; যা সকলেই মানতে বাধ্য। সার্বভৌম ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটি দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। আর বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে উপাস্থাপন করে। এটি ছাড়া রাষ্ট্র দৃশ্যমান হলেও আসলে তা রাষ্ট্র নয়। অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য উপাদান যা রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ১৫ দিন পরে একটি সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। ঐ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে, "বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা"।

ক. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কী কী? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে সরকারের কথা বলা হয়েছে তার গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সরকারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

খ স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব ছিল কারণ ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা ছিল সীমিত।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলেও ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বরং যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। প্রকৃতপক্ষে 'ভেটো' ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন) সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। এজন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব ছিল।

গ উদ্দীপকে মুজিবনগর সরকারের কথা বলা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এ সরকার ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম মিশন স্থাপন করে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালায়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ১৫ দিন পরে একটি সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। ঐ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে, "বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা"। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, এখানে মুজিবনগর সরকারের কথা বলা হয়েছে। এ সরকারের গঠন কাঠামো ছিল– রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি); প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ; অর্থমন্ত্রী : এম. মনসুর আলী; স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী : এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান; পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমেদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সরকারের সুষ্ঠু দিকনির্দেশনার কারণেই আজ আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে সারাবিশ্বে সুপরিচিত।

ঘ উক্ত সরকার তথা মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের বর্ণনায় ১৯৭১ সালে গঠিত মুজিবনগর সরকারের কথা বলা হয়েছে। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্বে ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ই এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ই এপ্রিল তা পুনর্নির্ধারিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে।

তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে উল্লিখিত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব "ক" দীর্ঘদিন যাবৎ আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে আসতে তাঁর ডায়রিয়া ও জ্বর হয়, সাথে কাশিও দেখা দেয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও সুস্থতার পরিবর্তে অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করে তিনি ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়েন। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. "জনাব "ক" এর সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব "ক" এর সমস্যা মোকাবিলায় তাঁর স্ত্রীর পদক্ষেপটি কি যথার্থ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপই হলো সামাজিক নৈরাজ্য।

খ যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়।

তাই যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প, মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। যেমন– বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ।

গ জনাব 'ক' এর সমস্যাটি সামাজিক সমস্যা এইডসকে নির্দেশ করে।

এইডস-এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)। এটি এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি মরণব্যাধি। এইচআইভি কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে থাকে। এই ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তির একমাসের বেশি সময় ধরে শুকনো কাশি হতে পারে এবং শরীরের ওজন দ্রুত কমে যায়।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' দীর্ঘদিন যাবৎ আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে আসলে তাঁর ডায়রিয়া ও জ্বর হয়, সাথে কাশিও দেখা দেয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও সুস্থতার পরিবর্তে অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করে তিনি ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়েন। এরূপ ঘটনায় বোঝা যায়, জনাব 'ক' মরণব্যাধী এইডসে আক্রান্ত। কারণ তার শারীরিক অবস্থার লক্ষণগুলো স্পষ্টভাবে এইডসের লক্ষণগুলো উপস্থাপন করে।

ঘ জনাব 'ক' এর সমস্যা তথা এইডস মোকাবেলায় তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। এইডস প্রতিরোধে তার এরূপ পদক্ষেপ যথার্থ নয়।

এখনও এইডসের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এ রোগ থেকে বাঁচার জন্য প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, রক্তে এইচআইভি আছে কি না পরীক্ষা করা, এসব বিষয়ে সর্বাত্মক সচেতনতা অবলম্বনের মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ এইডস রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ এবং সমাজ নির্ধারিত আদর্শ ও নৈতিক চর্চা জরুরি। একমাত্র জীবনসঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এইচআইভি পরীক্ষা করে রক্ত গ্রহণ করা ও অন্যের ব্যবহৃত সুঁচ, ব্লেড, সিরিঞ্জ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মেয়েদের নাক, কান ছিদ্র এবং ছেলেদের সুন্নতে খতনা করার সময় জীবাণুমুক্ত সুঁচ, কাঁচি ব্যবহার এবং শরীরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিশোর-কিশোরী এবং সকল মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বিদেশযাত্রা ও প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মূলত এদেশের মানুষ বিদেশ থেকেই এ রোগের ভাইরাস বহন করে আনে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এইডস বিস্তৃতির কারণ এবং এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে এইডস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৫ "দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য
নাও এ নগর"

ক. গরান বনভূমি কাকে বলে? ১

খ. পরিবেশ রক্ষায় বনভূমির গুরত্ব বর্ণনা কর। ২

গ. শিল্প উন্নয়নে পোস্টারে নির্দেশিত প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে ভূমিকা রাখে? ৩

ঘ. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ খুলনা এবং দক্ষিণ পূর্বাংশে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে জোয়ার-ভাটায় ভেজা ও লোনা মাটিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের স্রোতজ বা গরান বনভূমি বলা হয়।

খ পৃথিবীতে মানুষের বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে বনভূমির গুরুত্ব অত্যাধিক।

পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা ব্যাপক। বনভূমির বৃক্ষ বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেশি হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কারণ ওই গ্যাস তাপ শোষণ করে রাখে যা গ্রিনহাউজ ইফেক্ট নামে পরিচিত। বনভূমি পরিবেশ থেকে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে গ্রিন হাউজ ইফেক্টের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। অপরদিকে বনভূমি বাতাসে অক্সিজেনের যোগান দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে বাসযোগ্য করে তোলে। এছাড়া বনভূমি বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে পরিবেশকে বাস উপযোগী করে তোলে। এভাবে পরিবেশ রক্ষায় বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ পোস্টারে নির্দেশিত সম্পদ হলো বনজ সম্পদ। শিল্প উন্নয়নে বনজ সম্পদের ভূমিকা ব্যাপক।

বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় বা পাওয়া যায়, তাকে বনজ সম্পদ বলে। বনভূমির বৃক্ষলতা, প্রাণী ফলমূল সবকিছু বনজ সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বনজ সম্পদ হলো– কাঠ, বাঁশ, মধু, গোলপাতা, বন্যপ্রাণীর চামড়া, শিল্পের কাঁচামাল, শামুক, ভেষজ সামগ্রী প্রভৃতি। যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে ও শিল্প উন্নয়নে বনজসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য, নাও এ নগর– এরূপ বক্তব্যে বনভূমির কথা বলা হয়েছে যা বনজ সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে বনজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, রেয়ন, পারটেক্স প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল বনভূমি থেকে আহরণ করা হয়। বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে ঘরবাড়ি নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য বনভূমি থেকে কাঠ, বেত, বাঁশ, মধু, গোলপাতা, মোম ইত্যাদি সংগ্রহ করে। বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির জন্য বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করা হয়। যেমন– রেললাইনের স্লিপার, লঞ্চ, ট্রলার, বৈদ্যুতিক খুঁটি, পুল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ বন্যপ্রাণীর লোম, চামড়া, সাপ, বানর, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, যা প্রাপ্তির উৎস হলো বনভূমি। এগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঘ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত সম্পদ তথা বনজ সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। যে কারণে এর অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। আর কৃষিকাজের উপর বনভূমির যথেষ্ঠ অবদান রয়েছে। বনভূমি আদ্রতা রক্ষা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, মাটির ক্ষয়রোধ এবং নদী ভাঙনের হাত থেকে ভূমিকে রক্ষা করে। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বনজ সম্পদ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বনভূমির কথা বলা হয়েছে, যা বনজ সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সম্পদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসে এসব সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে। দেশে যেসব শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে বা উঠছে তার পিছনে রয়েছে দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার। এর ফলে মানুষজন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। দেশীয় চাহিদার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বিদেশে রপ্তানিজাত দ্রব্যসামগ্রীও এসব সম্পদকে ব্যবহার করেই তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন নতুন উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সেই সব উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ও জোগান বাড়ছে, পণ্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরিকৃত পণ্য দিয়ে দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। মানুষ খাদ্যশস্য উৎপাদন, বনজ সম্পদের ব্যবহার, প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারে আরও বেশি আগ্রহী ও সচেতন হচ্ছে।

এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত সুষ্ঠু ব্যবহার ও মানুষের নানামুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দেশের অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, মানুষ উন্নত জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ হিরোশিমা ও নাগাসাকির ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বিভীষিকাময়। এমন মর্মান্তিকতা হতে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য বিশ্বের পরাশক্তির অধিকারী দেশগুলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে। এ সংস্থার বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থাসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলছে। বাংলাদেশও এই গর্বিত সংস্থার সদস্য হয়েছে।

ক. FAO কী? ১

খ. সাধারণ পরিষদকে 'বিতর্ক সভা' বলে অভিহিত করা যায়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সংস্থাটি নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।– মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক FAO হলো জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা।

খ জাতিসংঘের পাঁচটি অঙ্গসংস্থার মধ্যে সাধারণ পরিষদকে 'বিতর্ক সভা' বলে অভিহিত করা হয়।

পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। আর জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদে সকল সদস্য রাষ্ট্র বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে এবং পক্ষে-বিপক্ষে তাদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পায়। তাই এটিকে 'বিতর্ক সভা' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করে আসছে যাতে বাংলাদেশি বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরাও সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, হিরোশিমা ও নাগাসাকির ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বিভীষিকাময়। এমন মর্মান্তিকতা হতে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য বিশ্বের পরাশক্তির অধিকারী দেশগুলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে। এ সংস্থার বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থাসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলছে। বাংলাদেশও এই গর্বিত সংস্থার সদস্য হয়েছে। এখানে স্পষ্টভাবে জাতিসংঘের চিত্র পাওয়া যায়। কারণ, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে সংস্থাটির উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে শান্তি ভঙ্গের হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি ও তা সমুন্নত রাখা এবং উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যধারা অনুসরণ করা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকের সংস্থাটি অর্থাৎ জাতিসংঘ নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে– মন্তব্যটি যথার্থ।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ছাড়াও জাতিসংঘ নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং সিডও (CEDAW) সনদ গ্রহণ করেছে, যেগুলো নারীর সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতির মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসনে ভূমিকা রাখছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ 'সিডও' (CEDAW) সনদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর সনদটি কার্যকর হয়। এ সনদটি নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে। এছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জাতিসংঘ ২৫ নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি হয়। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে 'বিশ্ব নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। নারী উন্নয়নের জন্য এ ধরনের আরো অনেক কাজ জাতিসংঘ জন্মলগ্ন থেকে করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের অবদানের ফলশ্রুতিতে নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় ও উন্নত হচ্ছে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে।

সুতরাং উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **ঘটনা-১ :** নবম শ্রেণির ছাত্র 'M' খারাপ সঙ্গীদের সাথে মিশে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সেগুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় আইনে সাজা পাবার কথা।

ঘটনা-২ : অধিক মুনাফার আশায় কিছু অসাধু বিক্রেতা মিলে একটি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদামজাত করে। ফলে দ্রব্যটির কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়। দ্রব্যটির দাম বেড়ে গেলে জনগণকে বেশ ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

ক. সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ১

খ. শিশুশ্রমকে কেন নিরুৎসাহিত করা হয়? ২

গ. ঘটনা-২ দ্বারা কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ঘটনা-১ এবং ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রতিরোধে প্রয়োজন গণসচেতনতা– মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধাজনক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই সামাজিক সমস্যা বলে।

খ শিশুর মৌলিক অধিকার রক্ষা, শারীরিক বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের জন্য শিশুশ্রম বন্ধ করা উচিত।

শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ। তাদের দরকার শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা। শিশুরা যাতে কর্মক্ষম ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সমাজের প্রয়োজনে উপযুক্ত দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু শিশুশ্রম শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিপন্থি। সুতরাং শিশুদের সঠিক মানসিক বিকাশ ও তাদের অধিকার রক্ষায় শিশুশ্রম বন্ধ করা উচিত।

গ ঘটনা-২ দ্বারা সামাজিক সমস্যা দুর্নীতিকে নির্দেশ করে।

নিজ স্বার্থে নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী যেকোনো কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। সাধারণত ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, বল প্রয়োগ, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনকে দুর্নীতি বলে। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফা অর্জন করা এবং জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ দেখা যায়, অধিক মুনাফার আশায় কিছু অসাধু বিক্রেতা মিলে একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদামজাত করে। ফলে দ্রব্যটির কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়। দ্রব্যটির দাম বেড়ে গেলে জনগণকে বেশ ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এভাবে অসৎ পন্থায় অধিক মুনাফা লাভের আশায় জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। আর দুর্নীতিবাজদের কোনো মানিবকতা থাকে না। অনেক সময় দেখা যায় তারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রভাবে সমাজজীবনকে অস্থির করে তোলে। এ সামাজিক অস্থিরতাই আবার দুর্নীতির জন্ম দিয়ে থাকে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাও অনেক ক্ষেত্রে সমাজে দুর্নীতি বাড়িয়ে দেয়। দুর্নীতিবাজ, নকলবাজ, ভেজাল মিশ্রণকারী ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় নেমে দুর্নীতি করে থাকে। উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ এরূপ দুর্নীতিরই বাস্তবরূপ নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ ঘটনা-১ এবং ঘটনা-২ এ উল্লিখিত সামাজিক সমস্যাগুলো অর্থাৎ কিশোর অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন গণসচেতনতা– মন্তব্যটি যথার্থ।

কিশোর অপরাধ প্রতিটি সমাজের জন্যই একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা। আমাদের সমাজে এবং বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য হারে এ সমস্যাটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতিও বর্তমানে একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এ দুটি সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করা প্রত্যেক সমাজের জন্যই অতীব জরুরি। তবে শুধু আইন দিয়ে এ সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়; বরং এগুলো প্রতিরোধে আইনের পাশাপাশি ব্যাপক গনসচেতনতা প্রয়োজন।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ নবম শ্রেণির ছাত্র 'M' এর খারাপ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে, যা কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এ অপরাধ প্রতিরোধে জনগণকে কিশোর অপরাধের কারণসমূহ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। কেননা পারিবারিক অভাব-অনটন, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বাবা-মায়ের দায়িত্বহীন আচরণ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে শহরের বস্তিতে বসবাসকারী কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে বেশি জড়িয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত শহুরে জীবনের একাকিত্ব, বাবা-মায়ের কর্মব্যস্ততা, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবসহ নানা কারণে কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তাই এসব কারণ সম্পর্কে অবগত হয়ে কিশোররা যেন কোনো অপরাধে জড়িত না হতে পারে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে। এ দুর্নীতি প্রতিরোধেও প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন। গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যকর হাতিয়ার হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য প্রচার করে গণসচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব। সমাজের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হলে দুর্নীতি নির্মূল করা অসম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, কিশোর অপরাধ ও দুর্নীতির মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করতে হলে ব্যাপক গণসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ০৮

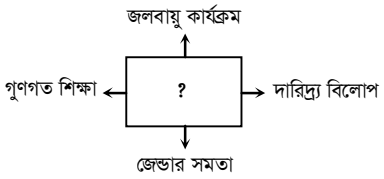

ক. অংশীদারিত্ব কী? ১

খ. পরিবেশ দূষণ উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে '?' চিহ্নিত দ্বারা কী নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি অর্জনের মাধ্যমে আমরা কী সুফল পেতে পারি? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো উন্নয়নমূলক কাজে সকলের অংশগ্রহণকে বলা হয় অংশীদারিত্ব।

খ উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশ দূষণ।

টেকসই উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের সমন্বিত উন্নয়ন। পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধন না করে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় তবে সেই উন্নয়ন হবে টেকসই। অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের জন্য যখন জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় তখন এই কীটনাশক বনজ ও ফলসহ জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার বাতাসের সাথে মিশে বায়ু দূষণ করে, যা মানবজীবনে ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। সুতরাং বলা যায়, উপরের উক্তিটি যথার্থ।

গ ছকচিত্রে '?' চিহ্ন দ্বারা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কে নির্দেশ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অন্যতম হলো– জলবায়ু কার্যক্রম, দারিদ্র্য নিরসন, গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা প্রভৃতি, যা ছকচিত্রে উল্লেখ রয়েছে।

Sustainable Development Goals-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে SDG, যার বাংলা অর্থ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি-২০১৫ পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য ধরে রাখার ভাবনা থেকেই এসডিজি ধারণার জন্ম। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এই বক্তব্যকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে ধারণ করে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট নির্ধারণ করে। এসডিজিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন– এই তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সমন্বয় করা হয়েছে। এসডিজি মূলত মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা, যা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন রোধে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করাই এসডিজির প্রধান লক্ষ্য।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত বিষয়টি অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে আমরা সুফল পেতে পারি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের জন্য অপরিহার্য। এসডিজি অর্জিত হলে দরিদ্রতা নিরসন জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, নারী নির্যাতন হ্রাসের পাশাপাশি আরো অনেক সুযোগসুবিধা লাভ করা যাবে।

এসডিজি বাস্তবায়িত হলে আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে আমাদের দেশের দারিদ্র্যসীমা শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তাছাড়া মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। গ্রাম ও শহরে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হবে। তাছাড়া বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন হবে। টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নৈরাজ্য কমে আসবে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক সমস্যা নিরসন সহজ হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মোচিত হবে। যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতির ফলে বিশ্বে বাস করার সকল সুযোগ-সুবিধা আমাদের দোরগোড়ায় আসবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জিত হলে বাংলাদেশ অনেক সুফল ভোগ করবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ১৯৬১ সালে আসামের শিলচর শহরে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবির আন্দোলনে এক তরুণীসহ ১১ জন নিহত হয়। তাদের আন্দোলনের দরুন বাংলাভাষা শুধু আসামেই নয় পশ্চিমবঙ্গেরও প্রধান ভাষা এবং ভারতবর্ষের প্রধান ৫টি ভাষার একটি হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়।

ক. 'স্মৃতির মিনার' কবিতাটি রচনা করেন কে? ১

খ. যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে "ব্যালট বিপ্লব" বলে আখ্যায়িত করা হয় কেন? ২

গ. আসামের মতো বালাদেশে ঘটে যাওয়া আন্দোলনটির পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটির মতো বাংলাদেশে ঘটিত আন্দোলনই ছিল বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'স্মৃতির মিনার' কবিতাটি রচনা করেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট একচেটিয়া ভোট পেয়ে বিজয় অর্জন করে। এ কারণে এটিকে 'ব্যালট বিপ্লব' বলা হয়।

প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনেই বিজয় লাভ করে। আর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগের কুশাসন ও শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাংলার জনগণের পুঞ্জীভূত বেদনা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ছিল যুক্তফ্রন্টের এ বিশাল বিজয়। এ কারণেই যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে 'ব্যালট বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গ আসামের মতো বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া আন্দোলনটি হলো ভাষা আন্দোলন যেটি ১৯৫২ সালে সংঘঠিত হয়।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষা বাংলা হলেও ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে, উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগণকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করে তোলে। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে এ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে নতুনভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। পরিষদের নেতারা ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেদিন ছাত্র-জনতা মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল বের করে এবং এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলে গুলি করে। এতে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ অনেকে শহিদ হন।

উদ্দীপকে, ১৯৬১ সালে আসামের শিলচর শহরে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবির আন্দোলনে এক তরুণীসহ ১১ জন নিহত হয়। তাদের আন্দোলনের দরুন বাংলাভাষা শুধু আসামেই নয় পশ্চিমবঙ্গেরও প্রধান ভাষা এবং ভারতবর্ষের প্রধান ৫টি ভাষার একটি হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চিত্র প্রকাশ পায়। এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে এবং শেষ হয় ১৯৫২ সালে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাটি তথা ভাষা আন্দোলনই ছিল বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন।– মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে শুধু ধর্মের কারণে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিম হলেও তারা পশ্চিমাদের বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হতে থাকে। বাঙালিরা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত হলেও ক্রমান্বয়ে তা রাজনৈতিক রূপ নিতে শুরু করে। ভাষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ভাষা আন্দোলন এভাবে ক্রমশ বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

উদ্দীপকের আসামের ঘটনায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এ ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। কারণ ভাষা আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ব বাংলার বাঙালির মোহ দ্রুত কেটে যেতে থাকে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব তাদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালিরা আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে নিজস্ব অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ঐ আন্দোলন পরবর্তীকালে বাঙালির সব রাজনৈতিক আন্দোলনের পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। সেই সাথে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রথমে স্বায়ত্তশাসন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে তাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আর এই ঐক্য ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালির মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করে তাদের স্বাধীনতা এনে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ মায়া 'ক' দেশের নাগরিক। রাষ্ট্র তাকে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয় এবং সব চাহিদা মেটায়। তিনি তার প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হন না। অপরদিকে, স্মিথ 'খ' দেশের নাগরিক। তিনি একটি টুথপেস্ট কেনার জন্য দোকানে গেলে দোকানদার তার কাছে বেশি দাম চাইলে সে পাশের দোকান থেকে দ্রব্যটি ক্রয় করেন।

ক. মূলধন কী? ১

খ. জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ প্রয়োজন কেন? ২

গ. 'ক' দেশে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে 'ক' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান হলো মূলধন।

খ রাষ্ট্রের জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করা হয় বলে একে সংরক্ষণ করা জরুরি।

দেশের সব নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলা হয়। রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিকের নিজ স্বার্থে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ এই জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করেই নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং চাহিদা পূরণ করা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং সম্পদের ওপর কোনোরকম ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। এ অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ নেই। ফলে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনেরও সুযোগ নেই। এরূপ

অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকের যেমন উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নেই, তেমনি ভোগকারীর নিজ ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের সুযোগ নেই।

উদ্দীপকের মায়া 'ক' দেশের নাগরিক। রাষ্ট্র তাকে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয় এবং সব চাহিদা মেটায়। তিনি তার প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হন না। এরূপ বর্ণনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চিত্র প্রকাশ পায়। কারণ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্র নাগরিকের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয় এবং সকল চাহিদা পূরণ করে।

ঘ 'খ' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে আলাদা। এ দুটি অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হওয়ায় তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক এবং 'খ' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এ দুটি অর্থব্যবস্থার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান বিধায় তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় জমি, কলকারখানা ও অন্যান্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমি, কলকারখানা, খনি ও অন্যান্য সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে। আর ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বিদেশে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বিদেশে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে পারে না। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন, কলকারখানা স্থাপন, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি কাজকর্ম করে সম্পদ অর্জন করে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে সব সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। এছাড়া ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোক্তা তার সামর্থ্য, ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য অবাধে ভোগ করতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশে কেবল সরকারি উদ্যোগে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও আমদানি করা হয়।

সুতরাং আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশে দুর্ঘটনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। প্রতিদিনই এই দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ মারা যায়। এ দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। যা তার পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অপরদিকে আহতরা আর্থসামাজিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

ক. HIV-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জঙ্গিবাদ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে উল্লিখিত দুর্ঘটনা কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উল্লিখিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যক্তিগত সচেতনতাই যথেষ্ট নয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো– Human Immuno deficiency Virus.

খ জঙ্গিবাদ বলতে কোনো রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে বোঝায়।

জঙ্গি শব্দটি ইংরেজি 'Militant' এবং ল্যাটিন শব্দ 'Militare' থেকে এসেছে; যার অর্থ সৈনিক হিসেবে কাজ করা। তবে বর্তমানে জঙ্গিরা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত কোনো সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা ব্যবহারসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। মূলত রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ম ও আইনের পরিপন্থী কাজই জঙ্গিবাদ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

গ উদ্দীপকে সড়ক দুর্ঘটনার কথা বলা হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো সড়ক দুর্ঘটনা। চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাকেই সড়ক দুর্ঘটনা বলে। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট ও যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্ঘটনার হারও অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা।

উদ্দীপকে সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা পৃথিবীর সব দেশেই ঘটে থাকে। এর প্রভাব ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত হওয়ার ফলে এসব পরিবারের সদস্যদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

ঘ উল্লিখিত দুর্ঘটনা তথা সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যক্তিগত সচেতনতাই যথেষ্ট নয়।– মন্তব্যটি যথার্থ।

চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাই সড়ক দুর্ঘটনা। বাংলাদেশে চালকদের অদক্ষতা, বেপরোয়া মনোভাব, ট্রাফিক আইন না মানা, নাগরিকদের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্দীপকে যে সড়ক দুর্ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা জনসচেতনতা তথা একক কোনো পদক্ষেপে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নানামুখী বাস্তব পদক্ষেপ। এর জন্য প্রথমত, গাড়ির চালককে ট্রাফিক আইনকানুন ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং নির্দিষ্ট সাইড, সিগন্যাল, গতি মেনে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে সড়ক নিরাপদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত বা মাতাল অবস্থায় গাড়ি না চালানো, অন্য গাড়িকে ওভারটেকিং না করার বিষয়ে চালকদের সচেতন এবং আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করা। চতুর্থত, গাড়ির ছাদে যাত্রী ও মালামাল বহন না করা, রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করাসহ এসব বিষয়ে সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পঞ্চমত, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বশীল হওয়া এবং ভুয়া লাইসেন্সধারি যাতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে না পারে তা নিশ্চিত করা। ষষ্ঠত, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন করা।

আলোচনা থেকে বলা যায়, এ পদক্ষেপগুলো যদি গ্রহণ করা যায় তাহলে আশা করা যায়, বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. নিজ বাড়ির আঙিনায় পুকুর খনন করলে কোন ধরনের সম্পদ সৃষ্টি করা হবে?
ক সমষ্টিগত খ ব্যক্তিগত গ জাতীয় ঘ আন্তর্জাতিক

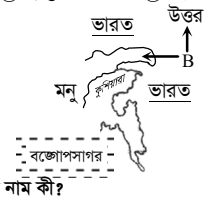

২. 'B' নির্দেশিত নদীটির নাম কী?
ক বংশী খ গোমতি গ সুরমা ঘ তিতাস

৩. জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর উদ্দেশ্য–
i. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা
ii. মানবাধিকার রক্ষা করা
iii. দেশটিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. তিস্তা নদীর বর্তমান দৈর্ঘ্য কত?
ক ৩২০ কি.মি. খ ১৭৭ কি.মি. গ ১৪২ কি.মি. ঘ ১২০ কি.মি.

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
এসএসসি পরীক্ষার পর সজল ও তার বন্ধুরা পায়রা সমুদ্র বন্দরে বেড়াতে গেল। সেখানে পৌঁছানোর পর রাত হওয়ায় তারা যাত্রী ছাউনীতে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময় তাদের বয়সী কিছু ছেলে এসে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাদের কাছে থাকা মোবাইল, ল্যাপটপ, টাকা-পয়সা ঘড়িসহ সব ছিনতায় করে নিয়ে গেল।

৫. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি দ্বারা কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক দুর্নীতি খ জঙ্গিবাদ গ মাদকাসক্ত ঘ কিশোর অপরাধ

৬. উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত–
i. বেকারত্ব
ii. উপযুক্ত শিক্ষার অভাব
iii. মূল্যবোধের অবক্ষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. কতটুকু সময় শিশুরা কাজ করবে না?
ক ১৪ ঘণ্টা খ ১২ ঘণ্টা গ ১০ ঘণ্টা ঘ ৮ ঘণ্টা

৮. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ড আইনের কয়টি উৎসের কথা বলেছেন?
ক ৬টি খ ৭টি গ ৮টি ঘ ৯টি

৯. ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব করেন কে?
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
গ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ঘ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

১০. কোন নদীগুলো মেঘনার শাখা নদী?
ক ধরলা, মনু, হালদা খ পশুর, গোমতি, তিতাস
গ বাউলাই, গোমতি, তিতাস ঘ বাউলাই, গোমতি ধরলা

১১. মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল কারা?
ক সামরিক বাহিনী খ বিমান বাহিনী
গ ছাত্রসমাজ ঘ জনগণ

১২. নিজ বিদ্যালয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখে দশম শ্রেণির ছাত্র রাফি ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বক্তব্য রাখে। রাফির বক্তব্যের মাধ্যমে কোন দায়িত্ববোধটি ফুটে উঠেছে?
ক সংবিধান অনুযায়ী চলা খ দেশের প্রতি ভালোবাসা
গ অন্য সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা ঘ সরকারের দেয়া আদেশ মেনে চলা

১৩. ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা নদী সৃষ্টি হয়। নদীটির নাম কী?
ক যমুনা খ তিস্তা গ ধরলা ঘ আত্রাই

১৪. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য রাষ্ট্র?
ক ১৩৯ খ ১৩৮ গ ১৩৭ ঘ ১৩৬

১৫. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হয়–
i. পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
ii. একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা
iii. এসডিজি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব নিখিল মাটি ক্রয় করে ইট ভাটায় ব্যবহার করে ইট তৈরি করে এবং বাজারে বিক্রি করে।

১৬. উদ্দীপকে জনাব নিখিল এর কার্যক্রমকে কী বলা হয়?
ক ভোগ খ বণ্টন গ উৎপাদন ঘ বিনিয়োগ

১৭. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী জনাব নিখিল একজন–
i. দক্ষ শ্রমিক ii. মূলধন বিনিয়োগকারী iii. দক্ষ সংগঠক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ নিচের কোনটিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?
ক উন্নত ও উচ্চ আয়ের দেশ
খ ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশ
গ এমডিজি ঘ এসডিজি

১৯. মৌলিক গণতন্ত্রে 'নির্বাচকমণ্ডলীর' সংখ্যা কত ছিল?
ক ৮০,০০০ খ ৯০,০০০ গ ১,০০,০০০ ঘ ১,২০,০০০

২০. ৫ দফা পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ কারণ, এতে–
i. রাজস্ব আদায়ের ভার কেন্দ্রের উপর দেয়ার দাবি ছিল
ii. পূর্ব বাংলায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দাবি ছিল
iii. নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরই রক্ষা করার দাবি ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. রাষ্ট্রের তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান কোনটি?
ক জনসমষ্টি খ সরকার গ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ঘ সার্বভৌমত্ব

২২. মীম তার পরিবারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বেড়াতে যায়। সেখানে সে দেখে একটি প্রধান নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে জ্বালানী শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। মীম ইঙ্গিতকৃত নদীর কোন ক্ষেত্রের ভূমিকা পরিদর্শন করেছে?
ক বাণিজ্য খ খনিজ গ যাতায়াত ঘ জলবিদ্যুৎ

২৩. নিচের কোন চতুর্ভুজটি রাষ্ট্রের মুখ্য কার্যাবলি নির্দেশ করে?

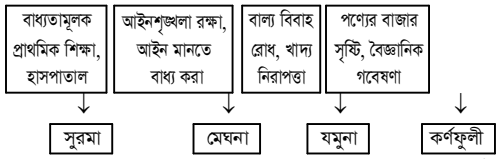

ক মেঘনা খ যমুনা গ সুরমা ঘ কর্ণফুলী

২৪. সম্পদকে কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়?
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নলীন বাবুর 'ক' ও 'খ' নামে দু'টি পেশাক কারখানা ছিল। 'ক' কারখানার শ্রমিক শ্রেণি অবহেলিত ছিল। 'ক' কারখানার শ্রমিক নেতা সালাম সাহেব শ্রমিক সমাবেশ ডেকে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা, বেতন বৃদ্ধি ও নিরাপত্তাসহ বেশ কিছু দাবি মালিকের নিকট পেশ করেন। মালিক দাবি না মেনে শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনেন।

২৫. উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক নেতার কার্যক্রম ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে?
ক ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব খ ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ
গ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ঘ ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন

২৬. ইঙ্গিতকৃত দাবির ফলে–
i. বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে
ii. বাঙালির মহান নেতা পাকিস্তানের প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়
iii. বাঙালি জাতি অন্যের শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. ২০০১ সালে মোট কতটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে?
ক ৪,০৯১টি খ ৪,০৯২টি গ ৪,০৯৩টি ঘ ৪,০৯৪টি

২৮. জনাব 'X' একটি নতুন বাড়ি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাকে–
i. 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' অনুসরণ করতে হবে
ii. দক্ষ প্রকৌশলীর দ্বারা তদারকী করাতে হবে
iii. ভালো মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. এসডিজি এর ৪র্থ অভীষ্ট কোনটি?
ক ক্ষুধামুক্তি খ গুণগত শিক্ষা
গ দারিদ্র্য বিলোপ ঘ সু-স্বাস্থ্য ও কল্যাণ

৩০. বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে কখন গৃহীত হয়?
ক ৪ নভেম্বর ১৯৭২ খ ১৭ এপ্রিল ১৯৭২
গ ১০ এপ্রিল ১৯৭২ ঘ ২৫ মার্চ ১৯৭২

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **ঘটনা-১ :** রফিক তার বাবার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে যায়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে লেখা কতগুলো দাবি দেখতে পায়। বাবা রফিককে বলেন আমাদের 'ক' নামক একজন নেতা রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় কতগুলো দাবি তৎকালীন শাসক বর্গের নিকট উত্থাপন করেছিলেন।

ঘটনা-২ : আন্দোলন ও সফলতার যোগসূত্র শীর্ষক আলোচনা সভায় জনাব কামাল বলেন, একটা সময় আমাদের জনপ্রিয় এক নেতার বিরুদ্ধে দেশের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করছেন। আবার পরবর্তী বছরে এর বিরুদ্ধে সৃষ্ট আন্দোলনে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক নিহত হন। যার ফলে আমাদের দেশ আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়।

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১
খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. রফিকের বাবার কথায় তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন দাবির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব কামালের আলোচনায় যে দুটি বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে তা আমাদের দেশের আত্মপ্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

২। **দৃশ্যকল্প-১ :** অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহমান সাহেব তার নাতিকে বলেন, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো একটা সময়ে একসঙ্গে সরকারিকরণ করা হয়। তিনি আরো বলেন একই সময়ে আমাদের দেশ পরিচালনার দলিল রচনার কাজটি সম্পন্ন হয়।

ঘটনা-২ : জনাব রাইহান বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের নবম শ্রেণির ক্লাসে বলেন, মেয়ে শিক্ষার্থীরা তোমরা সৌভাগ্যবান বিনামূল্যে নতুন বই এবং বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছ। আমরা শিক্ষকরাও নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাচ্ছি।

ক. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রথম বাক্যটি লিখ। ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অপরসীম– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ রহমান সাহেবের কথায় কোন শাসন আমলের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত কাজগুলো আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বহিঃপ্রকাশ"।– উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** জনাব রহিম 'ক' দেশে অবৈধভাবে প্রেসিডেন্ট হয়ে ক্ষমতার মোহে এতই অন্ধ হয়ে যান যে, তিনি অন্যান্য রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি চার প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে জেলে পাঠান এবং পরিশেষে তাদের হত্যা করেন।

ঘটনা-২ : জনাব করিম 'খ' দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান। একদা তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং নিজেকে রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দেশের জনগণ তিনটি দলে ভাগ হয়ে জনাব করিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. বঙ্গবন্ধু বালাদেশের সংবিধান সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছিলেন? ১
খ. মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয় কেন? ২
গ. ঘটনা-১ এ জনাব রহিমের কার্যকলাপ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-১ এ "জনাব করিম সাহেবের পদত্যাগে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা শুরু হয়"– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪। অপিয়ার বরিশাল জেলার একজন কৃষক। তার জমি উর্বর হওয়ায় তিনি প্রতি বছর প্রচুর ফসল উৎপাদন করেন। তার মেয়ে আয়না বহুতল ভবনে পোশাককর্মীর কাজ করেন। একদিন আয়না অনুভব করে যে তার ভবনটি কাঁপছে এবং আসবাবপত্রগুলো দুলছে। জানালার কাঁচগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল। আয়না ভয়ে চিৎকার শুরু করল এবং নিচে নামার জন্য ভবনের লিফটের দিকে দৌড় দিল।

ক. উপকেন্দ্র কাকে বলে? ১
খ. আমাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জলবায়ু কীভাবে জড়িত? ২
গ. অপিয়ারের বসবাসকৃত এলাকাটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'তুমি কি মনে কর ঐ সময়ে আয়নার কার্যকলাপ সঠিক ছিল? দুর্যোগটি চিহ্নিতপূর্বক যুক্তি দাও। ৪

৫। **ঘটনা-১ :** সেলিম 'ক' নদীর তীরে বাস করে। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই নদীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নদীটি অবশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভূমিকা পালন করে।

ঘটনা-২ : মি. রফিক টুপামারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। যিনি তার এলাকার জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি সরবরাহ নিশ্চিতের চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি তিনি তার এলাকায় একটি খাল খনন এবং খালটিকে নদীর সাথে সংযোগ করছেন। তিনি জনগণকে পানি অপচয় রোধ করার জন্য বুঝিয়েছেন।

ক. বিআইডব্লিউটিএ-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. "অধিক জনসংখ্যা আমাদের বনের জন্য হুমকিস্বরূপ"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' নদী দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নদীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ মি. রফিকের সম্পাদিত কার্যকলাপ "বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ"– উক্তিটি বিচার কর। ৪

৬। **ঘটনা-১ :** শরিফা একজন গার্মেন্টস কর্মী। তিনি কাজ করে দৈনিক ২০০ টাকা মজুরি পান। একই কাজের জন্য তার একজন পুরুষ সহকর্মী পান ৩০০ টাকা। শরিফা এ ধরনের অসমতার জন্য প্রতিবাদ করেন এবং বলেন এ সংক্রান্ত একটি সনদ আছে যার সঙ্গে আমাদের দেশ একমত পোষণ করেছে।

ঘটনা-২ : সেনাবাহিনীর শীতকালীন মহড়া চলছে। রাস্তায় সেনা সদস্যদের লম্বা গাড়ীর লাইন। শরিফ তার বাবাকে প্রশ্ন করে, এই বাহিনী মহড়া ছাড়া আর কিছু করে না? উত্তরে বাবা বলেন, এরা বিদেশে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শান্তি রক্ষার কাজ করছে।

ক. চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের ঘোষণাটি লেখ। ১

খ. বিশ্বে জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা কেন? ২

গ. উদ্দীপকে শরীফার কথায় তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বাহিনীর ভূমিকা বিশ্বশান্তি রক্ষায় উজ্জ্বল"– বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৭। অর্থনীতিবিদ জনাব 'ক' "উন্নয়ন ও অর্থনীতি" বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, আমাদের দেশের ঢাকা শহরের যানজট, চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা ও বর্তমানে সময়ের ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এগুলো আমাদের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক। জনাব 'ক' প্রতিবেদনের শেষে বলেন, সকল মানুষ যদি এগিয়ে আসে, ধনী ও গরীবের ব্যবধান যদি কমানো যায় তাহলে দেশকে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে।

ক. অংশীজন কারা? ১

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের শুরুতে টেকসই উন্নয়নের কোন ধারণাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'ক' এর শেষোক্ত উক্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলো কি একটি দেশের উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও। ৪

৮। **দৃশ্যকল্প-১ :** একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক লিখেছেন, অশিক্ষিত গরীব কৃষক তার তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া বাচ্চাকে করনা টিকা দিতে বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছেন। সন্তান বড় হয়ে দেশের জন্য কাজ করবে এই প্রত্যাশায়।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব কামাল তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান। স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর হাসপাতালের সরবরাহকৃত খাবার সন্তোষজনক না হলে, তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যেক জন রোগীর জন্য খাদ্য বাবদ কত টাকা বরাদ্দ তা জানতে চেয়ে আবেদন করেন। প্রথমে অপরাগতা প্রকাশ করলেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তিনি তা জানতে পারেন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদানটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কৃষকের কাজের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ধারণার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ কামালের কার্যক্রম সুশাসন ও জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে– মূল্যায়ন কর। ৪

৯। **দৃশ্য-১ :** গোলাপ 'ক' দেশে বাস করেন। তিনি দুইটি কারখানার মালিক। তিনি শ্রমিকদের ঠিকমত বেতন প্রদান করেন। তিনি লভ্যাংশ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গরীবদের বিতরণ করেন।

দৃশ্য-২ : মি. রফিক একটি মুসলিম দেশে বাস করেন। তিনি তার দেশে কিছু কারখানার মালিক। তিনি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবসা পরিচালনা করেন। এবং সরকার ব্যবসায় কোনো হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু তার বন্ধু রাজ্জাক অন্য একটি দেশে বাস করেন এবং তিনি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন না। ব্যবসা পরিচালনায় তাকে সরকারের নিয়মনীতি কঠোরভাবে পালন করতে হয়।

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. আমরা জাতীয় সম্পদ কীভাবে সংরক্ষণ করতে পারি? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. রফিক ও রাজ্জাকের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উত্তম? যুক্তি দাও। ৪

১০। হামিদা বেগম একজন সরকারি চাকুরিজীবী সম্প্রতি তিনি গর্ভবতী হন। সেজন্যে তিনি সরকার থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি অল্প কয়েক মাস অফিসে না গিয়েও বেতন পাবেন।

অপরপক্ষে মি. টমি বর্তমান আইনের শাসনে সন্তুষ্ট নন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের আমুল পরিবর্তন আনতে চান। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

ক. 'AIDS' এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আমাদের শিশুশ্রম বন্ধ করা উচিত কেন? ২

গ. হামিদা বেগমের ক্ষেত্রে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব টমির কার্যকলাপ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি হুমকিস্বরূপ? যুক্তি দাও। ৪

১১। সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় ধর্ষণের শিকার হয় এক ছাত্রী। আবার পটুয়াখালিতে স্বামী মিলন খানের ছুঁড়ে দেওয়া দাহ্যপদার্থের আঘাতে মুখ ঝলসে যায় স্ত্রী তনয়ার। প্রতিবেদনের শেষে সাংবাদিক লিখেছেন, "মেয়েদের অবস্থানগত পরিবর্তন, সচেতনতা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমাজ এর থেকে মুক্তি পেতে পারে।"

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের শেষে সাংবাদিকের মন্তব্যটি নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ভূমিকা রাখবে"– মন্তব্য কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	M	৩	K	৪	L	৫	N	৬	N	৭	L	৮	K	৯	K	১০	M	১১	N	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	L
	১৬	M	১৭	M	১৮	L	১৯	K	২০	M	২১	L	২২	N	২৩	K	২৪	L	২৫	N	২৬	M	২৭	K	২৮	N	২৯	L	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **ঘটনা-১ :** রফিক তার বাবার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে যায়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে লেখা কতগুলো দাবি দেখতে পায়। বাবা রফিককে বলেন আমাদের 'ক' নামক একজন নেতা রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় কতগুলো দাবি তৎকালীন শাসক বর্গের নিকট উত্থাপন করেছিলেন।

ঘটনা-২ : আন্দোলন ও সফলতার যোগসূত্র শীর্ষক আলোচনা সভায় জনাব কামাল বলেন, একটা সময় আমাদের জনপ্রিয় এক নেতার বিরুদ্ধে দেশের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করছেন। আবার পরবর্তী বছরে এর বিরুদ্ধে সৃষ্ট আন্দোলনে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক নিহত হন। যার ফলে আমাদের দেশ আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়।

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. রফিকের বাবার কথায় তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন দাবির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব কামালের আলোচনায় যে দুটি বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে তা আমাদের দেশের আত্মপ্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান শাসনামলে সামরিক শাসক আইয়ুব খান প্রবর্তিত এক বিশেষ ব্যবস্থা হলো মৌলিক গণতন্ত্র।

খ বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র দানে বিশাল ভূমিকা রাখায় ১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানে সর্বজনীন ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। এ ফলাফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। পরাজয় ঘটে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর। কিন্তু তারা বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর প্রতিবাদে বাঙালি যে আন্দোলন শুরু করে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। কার্যত সত্তরের নির্বাচনের পথ ধরেই বাঙালি লাভ করে স্বাধীনতা। এসব কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

গ রফিকের বাবার কথায় আমার পাঠ্যপুস্তকের ৬ দফা দাবির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

৬ দফাকে পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ বলা হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার রক্ষায় এটি তুলে ধরেন।

উদ্দীপকের রফিক তার বাবার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে যায়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে লেখা কতকগুলো দাবি দেখতে পায়। বাবা রফিককে বলেন আমাদের 'ক' নামক একজন নেতা রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় কতকগুলো দাবি তৎকালীন শাসক বর্গের নিকট উত্থাপন করেছিলেন। এরূপ বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফা দাবির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কেননা, এ দাবির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতিপয় রাজনৈতিক দাবি তুলে ধরে যা পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ঘ জনাব কামালের আলোচনায় যে দুটি বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। আমাদের দেশের আত্মপ্রকাশে এ দুটি ঘটনার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করে এবং তাদের গ্রেপ্তার করে। মামলা শুরু হওয়ার পরই তা প্রত্যাহারের জন্য এদেশের ছাত্র, কৃষক-শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশাজীবী লোকেরা তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৯ সালে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলন বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ করে, যা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে অভিহিত।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ জনাব কামাল বলেন, একসময় আমাদের দেশের জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে শাসকবর্গ দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ করে। পরবর্তী বছরে এর বিরুদ্ধে সৃষ্ট আন্দোলনে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক নিহত হন। ফলে আমাদের দেশ আত্মপ্রকাশের দিকে এগিয়ে যায়। পূর্বোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকের ঘটনা আগরতলা মামলা এবং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোনের ইতিহাসে আগরতলা মামলার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। এছাড়া এ আন্দোলনের ফলেই সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। তার পদত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট প্রদানের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করে। যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপরের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, আগরতলা মামলার ফলে সৃষ্ট ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণে প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২ **দৃশ্যকল্প-১ :** অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহমান সাহেব তার নাতিকে বলেন, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো একটা সময়ে একসঙ্গে সরকারিকরণ করা হয়। তিনি আরো বলেন একই সময়ে আমাদের দেশ পরিচালনার দলিল রচনার কাজটি সম্পন্ন হয়।

ঘটনা-২ : জনাব রাইহান বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের নবম শ্রেণির ক্লাসে বলেন, মেয়ে শিক্ষার্থীরা তোমরা সৌভাগ্যবান বিনামূল্যে নতুন বই এবং বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছ। আমরা শিক্ষকরাও নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাচ্ছি।

ক. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রথম বাক্যটি লিখ। ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অপরসীম– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ রহমান সাহেবের কথায় কোন শাসন আমলের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত কাজগুলো আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বহিঃপ্রকাশ"।– উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রথম বাক্যটি হলো– ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ রহমান সাহেবের কথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়েই শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মতো কঠিন দায়িত্ব পালন ছাড়াও ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর শাসনামল সংবিধান প্রণয়ন ও প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত প্রধান শিক্ষক রহমান সাহেব তার নাতিকে বলেন, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো একটা সময়ে এক সঙ্গে সরকারিকরণ করা হয়। তিনি আরো বলেন, একই সময়ে আমাদের দেশ পরিচালনার দলিল রচনার কাজটি সম্পন্ন হয়। অনুরূপ কাজ বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার শাসনামলের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো সংবিধান প্রণয়ন। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১২ই অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করে। ৪ঠা নভেম্বর উক্ত সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত ও ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত কাজগুলো আমাদের আর্থসামাজিক অগ্রগতির বহিঃপ্রকাশ।– উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের বিস্ময়। মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞের পরপরই দারিদ্র্যপীড়িত হিসেবে পরিচিত এ দেশটি বর্তমানে উন্নয়নের রোল মডেল। আর্থ-সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে দেশটির অগ্রযাত্রা বিশ্বে সর্বত্র প্রশংসনীয়। দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত বিনামূল্যে বই বিতরণ, বিনা বেতনে অধ্যয়ন এবং নিয়মিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর শিক্ষক রাইহান বলেন, মেয়ে শিক্ষার্থীরা তোমরা সৌভাগ্যবান বিনামূল্যে নতুন বই এবং বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছ। আমরা শিক্ষকরাও নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাচ্ছি। এসব কাজগুলো আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বহিঃপ্রকাশ। কারণ এসব কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষত শিক্ষার প্রসার, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার হার পাকিস্তান আমলের ১৭ ভাগ থেকে বেড়ে ৭৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সৃজনশীল পদ্ধতির মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বর্তমান সরকার একসাথে ২৫ হাজারের অধিক রেজিস্ট্রার্ড প্রাইমারি এবং প্রায় ৩ শত কলেজ সরকারিকরণ করেছে। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি ও উপস্থিতির হার বেড়েছে। এছাড়া একীভূত শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম সফলতা পেয়েছে। যার ফলে ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত কাজগুলো আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **ঘটনা-১ :** জনাব রহিম 'ক' দেশে অবৈধভাবে প্রেসিডেন্ট হয়ে ক্ষমতার মোহে এতই অন্ধ হয়ে যান যে, তিনি অন্যান্য রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি চার প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে জেলে পাঠান এবং পরিশেষে তাদের হত্যা করেন।

ঘটনা-২ : জনাব করিম 'খ' দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান। একদা তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং নিজেকে রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দেশের জনগণ তিনটি দলে ভাগ হয়ে জনাব করিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. বঙ্গবন্ধু বালাদেশের সংবিধান সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছিলেন? ১

খ. মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয় কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ জনাব রহিমের কার্যকলাপ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-১ এ "জনাব করিম সাহেবের পদত্যাগে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা শুরু হয়"– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে বলেন, এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগনের আশা-আকঙ্খার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।

খ মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে বলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সংঘটিত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের নানা ত্যাগ-তিতীক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তাদের এ আত্মত্যাগের ঋণ অতুলনীয়। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

গ ঘটনা-১ এ জনাব রহিমের কার্যকলাপ আমার পাঠ্যবইয়ের ঘটনা পৈশাচিক জেলহত্যা তথা জাতীয় চার নেতা হত্যার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হয় দেশে সামরিক শাসন চালিত হওয়ার মাধ্যমে। এ সময় দেশের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার পরিকল্পনায় হত্যা করা হয় একে একে গণতন্ত্রকামী বীর নেতাদের। তারই একটি অংশ ছিল জাতীয় চার নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জেলখানায় সংঘটিত পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়।

উদ্দীপকের জনাব রহিম 'ক' দেশে অবৈধভাবে প্রেসিডেন্ট হয়ে ক্ষমতার মোহে এতই অন্ধ হয়ে যান যে, তিনি অন্যান্য রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি চার প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে জেলে পাঠান এবং পরিশেষে তাদের হত্যা করেন। এরূপ ঘটনায় জাতীয় চার নেতার জেলহত্যার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। অতঃপর ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর গভীর রাতে ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খুনিচক্র সেনা সদস্যগণ দেশত্যাগের পূর্বে খন্দকার মোশতাক আহমেদের অনুমতি নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে প্রবেশ করে। সেখানে বন্দি অবস্থায় থাকা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চারনেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ঘটনা মোশতাকের পতনকে ত্বরান্বিত করে। খুনিরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

ঘ ঘটনা-২ এ করিম সাহেবের পদত্যাগের সাথে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগের মিল রয়েছে। তার পদত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়।

স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বরণের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯৯০ সালে ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর জনাব করিম 'খ' দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান। একদা তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং নিজেকে রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দেশের জনগণ তিনটি দলে ভাগ হয়ে জনাব করিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। জনাব করিমের এরূপ পদত্যাগের সাথে স্বৈরশাসক এরশাদের পদত্যাগের সাদৃশ্য রয়েছে। আর তার পদত্যাগের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। তিনি তার দীর্ঘ নয় বছর শাসনকালে প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হন। বিরুদ্ধে দেশের জনগণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর বিরোধী জোট ও দলগুলো সচিবালয় ঘেরাও করতে গেলে সেখানে ৫ জন নিহত হয়। সর্বশেষ ২৭শে নভেম্বর ডা. মিলনের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন চরম রূপ নেয়। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ একযোগে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংগঠিত হয় এরশাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থান। ফলে এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের একটি মিছিল একজন আন্দোলনকারী গুলি করে হত্যার ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ছাড়াও উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলোও ১৯৯০ সালে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ অপিয়ার বরিশাল জেলার একজন কৃষক। তার জমি উর্বর হওয়ায় তিনি প্রতি বছর প্রচুর ফসল উৎপাদন করেন। তার মেয়ে আয়না বহুতল ভবনে পোশাককর্মীর কাজ করেন। একদিন আয়না অনুভব করে যে তার ভবনটি কাঁপছে এবং আসবাবপত্রগুলো দুলছে। জানালার কাঁচগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল। আয়না ভয়ে চিৎকার শুরু করল এবং নিচে নামার জন্য ভবনের লিফটের দিকে দৌড় দিল।

ক. উপকেন্দ্র কাকে বলে? ১

খ. আমাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জলবায়ু কীভাবে জড়িত? ২

গ. অপিয়ারের বসবাসকৃত এলাকাটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'তুমি কি মনে কর ঐ সময়ে আয়নার কার্যকলাপ সঠিক ছিল? দুর্যোগটি চিহ্নিতপূর্বক যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ঠিক সোজাসুজি উপরের ভূপৃষ্ঠকে উপকেন্দ্র বলে।

খ জলবায়ু আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে বলে আমাদের জীবন-জীবিকার সাথে জলবায়ু সম্পর্কিত।

মানুষের জীবনে জলবায়ুর প্রভাব বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর ধরন অনুযায়ী মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালি নির্ধারিত হয়। যেমন– শীত-প্রধান দেশের মানুষের জীবন জীবিকার ধরন গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ থেকে ভিন্ন। আবার ঋতু পরিবর্তনের সাথে জলবায়ু ও জীবন জীবিকার ধরনে পরিবর্তন হয়। জলবায়ুর কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

গ অপিয়ারের বাসকৃত এলাকাটি বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত।

বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভূমি নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। সমতল ভূমির উপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে এখানে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার পানির সঙ্গে পলিবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর।

উদ্দীপকের অপিয়ার বরিশাল জেলার একজন কৃষক। তার জমি উর্বর হওয়ায় তিনি প্রতিবছর প্রচুর ফসল উৎপাদন করেন। যেহেতু অপিয়ারের বাড়ি বরিশাল। সে হিসেবে বরিশাল সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত একটি অঞ্চল। যে কারণে এর ভূমির উর্বরতা শক্তি অনেক বেশি। সুতরাং তার এলাকটি সাম্প্রতিককালের পডাবন সমভূমির অন্তর্গত।

ঘ আয়নার অনুভব করা দুর্যোগটি ছিল ভূমিকম্প। আমি মনে করি ভূমিকম্পের সময় আয়নার কার্যকলাপ সঠিক ছিল না।

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক আলোড়নের ফলে ভূমিকম্প হয়। কোনোরকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই এ দুর্যোগ সংঘটিত হয় বলে তা পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। তাই ভূমিকম্প চলাকালীন কিছু বিষয় মানতে হয়।

উদ্দীপকের আয়না অনুভব করে যে তার ভবনটি কাঁপছে এবং আসবাবপত্রগুলো দুলছে। জানালার কাঁচগুলো ভেঙে পড়ছিল। আয়না ভয়ে চিৎকার শুরু করল এবং নিচে নামার জন্য ভবনের লিফটের দিকে দৌড় দিল। আয়না ভূমিকম্প নামক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছিল। আর ভূমিকম্পের সময় তার এরূপ কার্যকলাপ মোটেও ঠিক ছিল না। কারন, ভূমিকম্পের সময় নিজেকে স্থির ও শান্ত রাখতে হয়। কেউ যদি একতলা দালানে অবস্থান করে তবে তার ঘরের বাইরে যাওয়া উচিত। এছাড়া ঘরের বাইরে থাকলে ঘরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বহুতল ভবনের ভেতরে থাকাকালে ভূমিকম্প হলে টেবিল বা খাটের নিচে থাকতে হবে এবং কাচের জানালা থেকে দূরে থাকা উচিত। উঁচু দালান, ছাদ, জানালা দিয়ে লাফ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এ সময় ভবনের লিফট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, ভূমিকম্পের সময় আয়নার কার্যকলাপ কোনোভাবেই যথাপোযুক্ত ছিল না।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **ঘটনা-১ :** সেলিম 'ক' নদীর তীরে বাস করে। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই নদীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নদীটি অবশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভূমিকা পালন করে।

ঘটনা-২ : মি. রফিক টুপামারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। যিনি তার এলাকার জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি সরবরাহ নিশ্চিতের চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি তিনি তার এলাকায় একটি খাল খনন এবং খালটিকে নদীর সাথে সংযোগ করছেন। তিনি জনগণকে পানি অপচয় রোধ করার জন্য বুঝিয়েছেন।

ক. বিআইডব্লিউটিএ-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. "অধিক জনসংখ্যা আমাদের বনের জন্য হুমকিস্বরূপ"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' নদী দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নদীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ মি. রফিকের সম্পাদিত কার্যকলাপ "বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ"– উক্তিটি বিচার কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিআইডব্লিউটিএ (BIWTA) এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Inland Water Transport Authority.

খ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি, বনভূমি, মৎস্য, খনিজ পদার্থ, সৌর তাপ, প্রাকৃতিক জলাশয় ইত্যাদি এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব। এসব কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

গ ঘটনা-১ এর 'ক' নদীটি আমার পাঠ্যবইয়ের কর্ণফুলী নদীকে নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী কর্ণফুলী। এর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। ৩২০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এ নদীটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর সেলিম 'ক' নদীর তীরে বসবাস করেন। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে এই নদীটির গুরুত্ব অধিক। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই নদীর ভূমিকা আছে। এরূপ বর্ণনায় কর্ণফুলি নদীর চিত্র প্রকাশ পায়। কারণ, পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য এ নদীর গুরুত্ব অধিক। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ নদীটি উৎপত্তিস্থল থেকে ১৮০ কি.মি. পার্বত্য পথ অতিক্রম করে রাঙামাটি জেলার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কর্ণফুলী নদীটি রাঙামাটিতে একটি দীর্ঘ ও সংকীর্ণ শাখা বিস্তার করে ধুলিয়াছড়ি ও কাপ্তাইয়ে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এরপর কাপ্তাই শাখা থেকে বেরিয়ে সীতারাম পর্বতমালার ভেতর দিয়ে চন্দ্রঘোনায় এসেছে। চন্দ্রঘোনার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বেরিয়ে কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রামের সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীর প্রধান উপনদী হচ্ছে কাপ্তাই, হালদা, কাসালং ও রাঙখিয়াং। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত।

ঘ বাংলাদেশের পানি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় মি. রফিকের কাজের গুরুত্ব অত্যধিক।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্য, পানি ও অন্যান্য নিরাপত্তা বিধান করা কঠিন। দিন দিন ভূমি, পানি, ব্যবস্থাপনা, বিশেষত খাদ্য সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি দূষণ ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে খাদ্যোৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা দরকার।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ এর মি. রফিক টুপামারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি তাঁর জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর এলাকায় একটি খাল খনন করে নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। পানির অপচয় রোধে তিনি জনগণকে সচেতন করে তোলেন। এরূপ কাজের মাধ্যমে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার চিত্র প্রকাশ পায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নদ-নদী, পুকুর, খাল-বিল, হাওড়, বাঁওড়, বন ও ভূমির পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। পানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, নদ-নদীর নাব্যতা রোধ করার মাধ্যমে পানি সম্পদ রক্ষা করা সম্ভবপর হবে। পানি সম্পদ মানুষের জীবন-জীবিকার কাজে ব্যবহার করা যায়। কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। দেশের পানি সম্পদ সারা বছরের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারলে দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশের পানি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় মি. রফিকের কাজের গুরুত্ব অত্যধিক। অর্থাৎ পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **ঘটনা-১ :** শরিফা একজন গার্মেন্টস কর্মী। তিনি কাজ করে দৈনিক ২০০ টাকা মজুরি পান। একই কাজের জন্য তার একজন পুরুষ সহকর্মী পান ৩০০ টাকা। শরিফা এ ধরনের অসমতার জন্য প্রতিবাদ করেন এবং বলেন এ সংক্রান্ত একটি সনদ আছে যার সঙ্গে আমাদের দেশ একমত পোষণ করেছে।

ঘটনা-২ : সেনাবাহিনীর শীতকালীন মহড়া চলছে। রাস্তায় সেনা সদস্যদের লম্বা গাড়ীর লাইন। শরিফ তার বাবাকে প্রশ্ন করে, এই বাহিনী মহড়া ছাড়া আর কিছু করে না? উত্তরে বাবা বলেন, এরা বিদেশে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শান্তি রক্ষার কাজ করছে।

ক. চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের ঘোষণাটি লেখ। ১

খ. বিশ্বে জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা কেন? ২

গ. উদ্দীপকে শরীফার কথায় তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বাহিনীর ভূমিকা বিশ্বশান্তি রক্ষায় উজ্জ্বল"– বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণাটি হলো– "নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন।"

খ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত হয়। সংস্থাটি সৃষ্টির পর থেকেই বিশ্বশান্তি রক্ষায় বিরাট ভূমিকা রাখছে। যেমন– বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করছে। আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব কারণে জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গ উদ্দীপকের শরিফার কথায় আমার পাঠ্যপুস্তকের জাতিসংঘের সিডও সনদটির ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নারী পুরুষের সমতা নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদটি তৈরি করে জাতিসংঘ। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এই সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকের শরিফা একজন গার্মেন্টস কর্মী। তিনি কাজ করে দৈনিক ২০০ টাকা মজুরি পান। একই কাজের জন্য তার একজন পুরুষ সহকর্মী পান ৩০০ টাকা। শরিফা এ ধরনের অসমতার জন্য প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, এ সংক্রান্ত একটি সনদ আছে যার সঙ্গে আমাদের দেশ একমত পোষণ করেছে। এখানে মূলত সিডও সনদের কথা বলা হয়েছে। সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে ঐ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫ নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। সুতরাং বলা যায়, সিডও সনদ নারীদের অধিকার রক্ষায় এবং বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ঘ ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বাহিনীটি হলো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী। বিশ্বশান্তি রক্ষায় এ বাহিনীর ভূমিকা উজ্জ্বল।– বক্তব্যটি যথার্থ।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর শরিফ সেনাবাহিনীর মহড়া দেখে তার বাবাকে প্রশ্ন করে, এই বাহিনী মহড়া ছাড়া আর কিছু করে না? উত্তরে বাবা বলেন, এরা বিদেশে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শান্তি রক্ষার কাজ করছে। শরীফের বাবার কথায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনের আওতায় যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায়। মিশনে কর্মরত সৈনিকরা দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত বা বিবাদমান বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। তারা সমস্যাগ্রস্ত দেশের জনগণকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করাসহ ভেঙে যাওয়া ঘর-বাড়ি, সড়কসহ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে সহায়তা করে। এছাড়া চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পাঠানো ত্রাণসামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বিতরণ এবং শিশুদের জন্য শিক্ষাসহ বিভিন্ন সহায়তার ব্যবস্থা করে। শান্তিরক্ষীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জনগণের দুরাবস্থার কথা আন্তর্জাতিক মহল জানতে পারে। এতে করে বিশ্ব সম্প্রদায় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ অর্থনীতিবিদ জনাব 'ক' "উন্নয়ন ও অর্থনীতি" বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, আমাদের দেশের ঢাকা শহরের যানজট, চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা ও বর্তমানে সময়ের ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এগুলো আমাদের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক। জনাব 'ক' প্রতিবেদনের শেষে বলেন, সকল মানুষ যদি এগিয়ে আসে, ধনী ও গরীবের ব্যবধান যদি কমানো যায় তাহলে দেশকে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে।

ক. অংশীজন কারা? ১

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের শুরুতে টেকসই উন্নয়নের কোন ধারণাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'ক' এর শেষোক্ত উক্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলো কি একটি দেশের উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন।

খ উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠী হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়নে অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ সামষ্টিক অংশগ্রহণ ব্যতীত টেকসই উন্নয়নের সুফল ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি ক্ষুদ্র উন্নয়নে একটি গোষ্ঠীর সকলের অংশগ্রহণ থাকা আবশ্যক।

গ উদ্দীপকের শুরুতেই টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ধারণাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানুষের মাঝে বিদ্যমান সম্পদ বৈষম্য আর নানাভাবে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ। আমাদের সমাজে এই দুই সমস্যা প্রকট। কিছু মানুষ সম্পদের জোরে পরিবেশকে ক্ষতি করছে অবিবেচকের মতো। তাদের দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হচ্ছে পরিবেশ দূষণের উপাদান, যা আমাদের টেকসই উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করছে।

উদ্দীপকের অর্থনীতিবিদ জনাব 'ক' "উন্নয়ন ও অর্থনীতি" বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, আমাদের দেশের ঢাকা শহরের যানজট, চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা ও বর্তমান সময়ের ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এগুলো আমাদের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক। তার এরূপ বক্তব্যে টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠেছে। টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি। এ সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়, রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয়, স্বল্প আয়ের লোকদের কাজ বন্ধ থাকে, আমরা ঠিকমতো স্কুল, কলেজ বা কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারি না, দোকান পাট বন্ধ থাকে, রোগব্যধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ ঢাকা শহরের যানজট। যানজট দেশের কর্মঘণ্টা কমিয়ে দেয়। ফলে উৎপাদন কমে যায়। এতে অর্থনীতির ভিত টেকসই ও মজবুত হয় না। এছাড়া ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। সম্পদের অপ্রতুলতা তথা জ্বালানি সংকটের জন্য পরিমিত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে নিয়মিত লোডশেডিং দেখা দিচ্ছে। এতে শিল্প কারখানাগুলোর উৎপাদন কমে যাচ্ছে, যা মূলত টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক।

ঘ আমি মনে করি জনাব 'ক' এর শেষোক্ত উক্তির বিষয়গুলো একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ নয়।

টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা টেকসই রাখা এবং এর গতি দ্রুততর করা। উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা টেকসই থাকলে দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির পাশাপাশি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। একইসাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে মনিটরিং ও মেনটরিং ব্যবস্থা থাকলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শুধু সম্পদ বৈষম্যই নয়; আয়, ভোগ, জেন্ডার এবং অঞ্চল বৈষম্য কমবে। ফলে যেকোনো উন্নয়নই টেকসই হবে এবং টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ দূর হবে।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' প্রতিবেদনের শেষে বলেন, সকল মানুষ যদি এগিয়ে আসে, ধনী ও গরিবের ব্যবধান যদি কমানো যায়, তাহলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। জনাব 'ক' এর এ উক্তিতে টেকসই উন্নয়নের করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে যা টেকসই উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হলো সমাজ, অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। মূলত এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সে উন্নয়ন টকসই হবে বলে আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়ন করা কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত কোনো তৎপরতাই সফল হয় না। তাই দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য সকলের অংশীদারিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন। আবার কাউকে পিছিয়ে রেখে অন্যরা এগিয়ে গেলে সেই উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে টেকসই হবে না। তাই ধনী-দরিদ্র বৈষম্যের অবসান টেকসই উন্নয়নের জন্য সহায়ক। তাছাড়া টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায় সর্বত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অংশীদারিত্ব বৈষম্য কমানোর পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে একটি দেশের উন্নয়ন টেকসই হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক লিখেছেন, অশিক্ষিত গরীব কৃষক তার তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া বাচ্চাকে করনা টিকা দিতে বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছেন। সন্তান বড় হয়ে দেশের জন্য কাজ করবে এই প্রত্যাশায়।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব কামাল তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান। স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর হাসপাতালের সরবরাহকৃত খাবার সন্তোষজনক না হলে, তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যেক জন রোগীর জন্য খাদ্য বাবদ কত টাকা বরাদ্দ তা জানতে চেয়ে আবেদন করেন। প্রথমে অপরাগতা প্রকাশ করলেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তিনি তা জানতে পারেন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদানটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কৃষকের কাজের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ধারণার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ কামালের কার্যক্রম সুশাসন ও জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে– মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে তাকে নাগরিক বলে।

খ রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়।

সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐ বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্যকোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকরী করার জন্য মাত্র একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবে। আর এ ক্ষমতাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের আদর্শই হলো আইন। সার্বভৌমের আদর্শ বা আইন মানতে সকলেই বাধ্য। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখন্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ কৃষকের কাজের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধারণার মিল পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র যেমন নাগরিকের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার দিয়ে থাকে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন এবং সংবিধান মেনে চলা, সততা ও সুবিবেচনার সাথে ভোট দেওয়া, যথাসময়ে কর প্রদান, রাষ্ট্রীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা, সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা, দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করা নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক লিখেছেন, অশিক্ষিত গরীব কৃষক তার তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া বাচ্চাকে করোনা টিকা দিতে বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছেন। সন্তান বড় হয়ে দেশের জন্য কাজ করবে এই প্রত্যাশায়। এরূপ বক্তব্যে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি সুস্পষ্ট। কারণ দরিদ্র কৃষক গরিব মানুষ হলেও তার সন্তানকে টিকা দিয়েছেন ভবিষ্যৎ সুস্থ সবল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। তার এরূপ কাজ নাগরিকের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ তথ্য অধিকার আইনের প্রকাশ ঘটেছে। কামালের এরূপ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ দেশে সুশাসন ও জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে।

পৃথিবীর বহুদেশে তথ্য অধিকার আইন থাকলেও আমাদের দেশে আইনটি প্রণীত হয়েছে ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল। এ আইনে বলা হয়েছে– প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর জনাব কামাল তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান। স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর হাসপাতালের সরবরাহকৃত খাবার সন্তোষজনক না হলে, তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যেক রোগীর জন্য খাদ্য বাবদ কত টাকা বরাদ্দ তা জানতে চেয়ে আবেদন করেন। প্রথমে অপরাগতা প্রকাশ করলেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তিনি তা জানতে পারেন। কামালের এরূপ তথ্য প্রাপ্তি দেশে সুশাসন ও জনগণের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে। কারণ, তথ্যের অবাধ সরবরাহের সাথে সুশাসন ও নাগরিকগণের ক্ষমতায়নের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। স্বচ্ছতা, জবাবাদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহের কোনো বিকল্প নেই। তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য উপাত্ত জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ায় জনগণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। তাছাড়া এর মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক চেতনা এবং গণতান্ত্রিক ক্ষমতা বিকশিত হয়। তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে সমাজের সর্বস্তরে নাগরিকদের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়। এর ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানের জনগণের কাছে সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত জবাবদিহিতার পথ প্রশস্ত হয়। সেই সাথে অসচ্ছতা, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ দূরীভূত হয়। সর্বোপরি সুশাসন ও জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব কামালের কার্যক্রম তথা তথ্য প্রাপ্তি, স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন ও জনগণের ক্ষমতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্য-১ :** গোলাপ 'ক' দেশে বাস করেন। তিনি দুইটি কারখানার মালিক। তিনি শ্রমিকদের ঠিকমত বেতন প্রদান করেন। তিনি লভ্যাংশ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গরীবদের বিতরণ করেন।

দৃশ্য-২ : মি. রফিক একটি মুসলিম দেশে বাস করেন। তিনি তার দেশে কিছু কারখানার মালিক। তিনি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবসা পরিচালনা করেন। এবং সরকার ব্যবসায় কোনো হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু তার বন্ধু রাজ্জাক অন্য একটি দেশে বাস করেন এবং তিনি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন না। ব্যবসা পরিচালনায় তাকে সরকারের নিয়মনীতি কঠোরভাবে পালন করতে হয়।

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. আমরা জাতীয় সম্পদ কীভাবে সংরক্ষণ করতে পারি? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. রফিক ও রাজ্জাকের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উত্তম? যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবস্থা বা কাঠামোর আওতায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ও ভোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

খ সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করা যায়।

প্রথমত, কেউ যেন জাতীয় সম্পদের কোনোভাবে ক্ষতিসাধন না করতে পারে, সে বিষয়ে সচেতন থাকা। এ ধরনের কোনো অপচেষ্টার বিষয়ে জানলে বা তা দেখলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। দ্বিতীয়ত, জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় রোধে সচেতন থাকা। যেমন– রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারের সময় অপচয় বা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা। তৃতীয়ত, গণমাধ্যমে নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে প্রচারের মাধ্যমে অপচয় হ্রাস করা সম্ভব।

গ দৃশ্য-১ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই ইসলামি অর্থনীতি বলে। ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। এ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এতে সুদের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন নিষেধ। শ্রমের মর্যাদা এ ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত।

উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এর গোলাপ 'ক' দেশে বাস করেন। তিনি দুইটি কারখানার মালিক। তিনি শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন প্রদান করেন। তিনি লভ্যাংশ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গরীবদের বিতরণ করেন। এরূপ বর্ণনায় ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। বিশ্বের প্রচলিত অর্থব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ইসলামি অর্থব্যবস্থা অন্যতম। ইসলামি অর্থব্যবস্থা সুদ প্রথাকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই ব্যবস্থায় যাকাত প্রথার ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত প্রথা বিদ্যমান থাকায় সম্পদশালী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত প্রদান করতে হয়। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

ঘ মি. রফিক ও রাজ্জাকের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মি. রফিকের দেশের তথা ইসলামিক অর্থব্যবস্থা উত্তম।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও ইসলামি অর্থব্যবস্থার মধ্যে আমি ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে ভালো মনে করি। কারণ সমাজতন্ত্রে সম্পদের মালিক ধরা হয় রাষ্ট্রকে। অন্যদিকে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয়। তবে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ধনীদের সম্পদের ওপর গরিবের অধিকার নির্ধারণ করা আছে। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে এ নীতির বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এমনটি পরিলক্ষিত হয় না।

উদ্দীপকের মি. রফিকের একটি মুসলিম দেশে বাস করেন। তিনি কয়েকটি কারখানার মালিক এবং তিনি সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে ইচ্ছামতো ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারেন। মি. রফিকের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। কেননা ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে। অপরদিকে রাজ্জাক ইচ্ছামতো ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারেন না। তাকে ব্যবসা পরিচালনায় সরকারের কঠোর নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয় যা মূলত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। কেননা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয় এবং ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে না।

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি শরিয়তের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য হলো হালাল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন এবং সামাজিক কল্যাণ করা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসারে। উৎপাদন ব্যবস্থায় হালাল-হারাম বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মূলধনের জন্য সুদ প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদ হারাম। এখানে সুদের বদলে পুঁজি বিনিয়োগকারী আনুপাতিক হারে লাভ বা লোকসানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চেয়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় নিখুঁতভাবে শ্রমিকের পাওনা ন্যায্যতার সাথে যথাসময়ে পরিশোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর এসকল কারণেই আমি মি. রফিকের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে সবচেয়ে ভালো বলে মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১০ হামিদা বেগম একজন সরকারি চাকুরিজীবী সম্প্রতি তিনি গর্ভবতী হন। সেজন্যে তিনি সরকার থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি অল্প কয়েক মাস অফিসে না গিয়েও বেতন পাবেন।

অপরপক্ষে মি. টমি বর্তমান আইনের শাসনে সন্তুষ্ট নন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের আমুল পরিবর্তন আনতে চান। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

ক. 'AIDS' এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আমাদের শিশুশ্রম বন্ধ করা উচিত কেন? ২

গ. হামিদা বেগমের ক্ষেত্রে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব টমির কার্যকলাপ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি হুমকিস্বরূপ? যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ শিশুর মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং তার সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য আমাদের শিশুশ্রম বন্ধ করা উচিত।

শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ ও ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা দরকার। কিন্তু শিশুশ্রম শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। তাই শিশুদের সঠিক বিকাশ ও তাদের অধিকার রক্ষায় আমাদের শিশুশ্রম বন্ধ করা উচিৎ।

গ হামিদা বেগমের ক্ষেত্রে আমার পাঠ্যবইয়ের মাতৃকল্যাণ ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য একটি মানবাধিকার। সকল জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সেবা প্রাপ্তিতে সাম্য, নারী-পুরুষ সমতা এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে মায়েদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এককথায়, মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা, প্রজননকালীন রুগ্নতা, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার রোধ প্রভৃতি মাতৃকল্যাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উদ্দীপকের হামিদা বেগম একজন সরকারি চাকুরিজীবী সম্প্রতি তিনি গর্ভবতী হন। সেজন্যে তিনি সরকার থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি অল্প কয়েক মাস অফিসে না গিয়েও বেতন পাবেন। হামিদা বেগমের এরূপ সুবিধাপ্রাপ্তি আমার পঠিত মাতৃকল্যাণকে নির্দেশ করে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে মায়েদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাতৃকল্যাণে বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে সরকার সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার ১১ জানুয়ারি, ২০১১ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নারী কর্মীদের জন্য বেতনসহ ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করে যা ৯ জানুয়ারি, ২০১১ সাল থেকে কার্যকর হয়। মাতৃত্বকালীন ছুটির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা তথা মাতৃকল্যাণ নিশ্চিত করছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি জনাব টমির কার্যকলাপ তথা জঙ্গীবাদ দেশের শান্তিশৃঙ্খলার প্রতি হুমকিস্বরূপ।

জঙ্গিরা রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদর্শ, মূল্যবোধ, আইন, বিধিবিধান মানতে চায় না। তারা সবসময়ই প্রকাশ করতে চায় তাদের ধারণাই সঠিক। তাদের ধারণা প্রচারের জন্য লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা এমনকি তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক মাধ্যম যেমন– ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারও ব্যবহার করে। আর জঙ্গিদের দ্বারা রচিত, প্রচারকৃত ও অনুসৃত ধ্যানধারণাই জঙ্গিবাদ নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের মি. টমি বর্তমান আইনের শাসনে সন্তুষ্ট নন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে চান। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। টমির এরূপ কর্মকাণ্ডে জঙ্গী তৎপরতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ড মানুষের স্বাভাবিক জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জঙ্গি তৎপরতার কারণে ব্যাহত হয়। জঙ্গী তৎপরতা আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যায়। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের কারণ এই জঙ্গিবাদ। হাজার হাজার মানুষকে হত্যাসহ বহু সম্পদ ধ্বংস হয়েছে এই জঙ্গি হামলায়। মুম্বাইয়ের হোটেল তাজের হামলাও জঙ্গিদের। সম্প্রতি ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গিরা হামলা চালিয়ে দেশি বিদেশি কয়েকজন নারী ও পুরুষকে হত্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গিরা এসব কাজে আত্মাহুতি দিয়ে থাকে। একটি দেশের অব্যাহতভাবে জঙ্গি কার্যক্রম সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তি নিজের পরিবারের জন্যও হুমকিস্বরূপ। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় জঙ্গিদের রক্ষিত বোমা বিস্ফোরণে একই সাথে বসবাসকারী মানুষ, আবাসস্থল ও প্রতিবেশীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জঙ্গীদের জঙ্গীবাদী তৎপরতা দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এবং হাজার হাজার মানুষের জীবন নাশ করে। তাই এটি কোনোভাবেই কাম্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় ধর্ষণের শিকার হয় এক ছাত্রী। আবার পটুয়াখালিতে স্বামী মিলন খানের ছুঁড়ে দেওয়া দাহ্যপদার্থের আঘাতে মুখ ঝলসে যায় স্ত্রী তনয়ার। প্রতিবেদনের শেষে সাংবাদিক লিখেছেন, "মেয়েদের অবস্থানগত পরিবর্তন, সচেতনতা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমাজ এর থেকে মুক্তি পেতে পারে।"

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের শেষে সাংবাদিকের মন্তব্যটি নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ভূমিকা রাখবে"– মন্তব্য কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপই সামাজিক নৈরাজ্য।

খ সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাব।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাবের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতি বেড়ে যায়। ফলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়। তাছাড়া সমাজে আইনের শাসনের দুর্বলতা, মানুষের সহনশীলতার অভাব এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশের কারণেও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

গ উদ্দীপকের প্রথম অংশে তোমার পাঠ্যবইয়ের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা নারীর প্রতি সহিংসতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে নারীর সঙ্গে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। আবার, নারীরা বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক যেসব নির্যাতনের শিকার হয়, তাকে বলে পারিবারিক সহিংসতা, সেসবের মধ্যে রয়েছে প্রহার, যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন, শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারের বঞ্চনা, অত্যধিক কাজের বোঝা চাপানো, কন্যা শিশুকে মারধর, নিপীড়ন প্রভৃতি। নারীর প্রতি এই সহিংস আচরণ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নানা অজুহাতে নারীর আর্থসামাজিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘটিয়ে থাকে। নারীর জীবনে এ সহিংসতার প্রভাব অত্যন্ত জটিল ও ভয়াবহ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় ধর্ষণের শিকার হয় এক ছাত্রী। আবার পটুয়াখালিতে স্বামী মিলন খানের ছুঁড়ে দেওয়া দাহ্যপদার্থের আঘাতে মুখ ঝলসে যায় স্ত্রী তনয়ার। এরূপ প্রতিবেদনে নারীর প্রতি সহিংসতার রূপ সুস্পষ্ট। কেননা নারী ধর্ষণ কিংবা এসিড ছুড়ে মারা স্পষ্টত নারীর প্রতি সহিংসতার চরম বহিঃপ্রকাশ।

ঘ মেয়েদের অবস্থানগত পরিবর্তন, সচেতনতা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমাজ থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা দূর হবে।– সাংবাদিকের এ মন্তব্যটি যথার্থ।

ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নানা অজুহাতে নারীর আর্থ-সামাজিক, শারীরিক কিংবা মানবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটিয়ে থাকে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিকভাবে এই নির্যাতন চালানো হয়। এ সহিংস আচরণ বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, কর্মক্ষেত্র, হাট-বাজার থেকে শুরু করে যেকোনো স্থানে ঘটতে পারে।

উদ্দীপকে নারীর প্রতি সহিংসতার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে মেয়েদের অবস্থানগত পরিবর্তন, সচেতনতা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। নারীর প্রতি এরূপ সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নারীশিক্ষা কার্যক্রম এবং নারীর স্বকর্মসংস্থানের জন্য ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবারে ছেলেমেয়েকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক চাপ প্রয়োগ, নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার প্রভাব মিডিয়ায় প্রচার করে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ, সংস্কৃতিবোধ, নারী ও পুরুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, সুস্থ পরিবার গঠন, শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুশীলন, নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন প্রভৃতি পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইনের পাশাপাশি সামাজিক ভূমিকাও অত্যাবশ্যক।

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. বিশ্ব এইডস দিবস কোনটি?
ক ১লা জুন খ ১লা আগস্ট গ ১লা অক্টোবর ঘ ১লা ডিসেম্বর

২. রাষ্ট্রের মুখ্য কাজ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
ক কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য খ ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য
গ শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য ঘ গুণগত শিক্ষার জন্য

৩. 'কবর' নাটকের পটভূমি কোনটি?
ক ভাষা আন্দোলন খ গণঅভ্যুত্থান গ ছয়দফা দাবি ঘ জেলহত্যা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তুলুর বয়স ১৫ বছর। সে কাজ করতে চায় না এবং কাউকে পরোয়া করে না। মাঝে মাঝে সে অন্য ছেলেদের সাথে মারামারি করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

৪. তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি তুলুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে?
ক কিশোর অপরাধ খ শিশুশ্রম গ জঙ্গিবাদ ঘ সামাজিক নৈরাজ্য

৫. এসডিজি এর ৪নং লক্ষ্য কোনটি?
ক পয়ঃনিষ্কাশন খ গুণগত শিক্ষা গ সুস্বাস্থ্য ঘ জেন্ডার সমতা

৬. ইউনিফেম কাজ করছে–
i. নারীদের আত্মনির্ভরশীল করতে
ii. নারীদের নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে
iii. বিজ্ঞান ও শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. বাংলাদেশে গরান বনভূমির আয়তন কত?
ক ৪১২৯ বর্গকিলোমিটার খ ৪১৯১ বর্গকিলোমিটার
গ ৪২৯১ বর্গকিলোমিটার ঘ ৪৯১২ বর্গকিলোমিটার

৮. কোন জিনিসটি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে অনুপস্থিত?
ক সমবেদনা খ বুদ্ধিমত্তা গ স্বদেশপ্রেম ঘ সৃজনশীলতা

৯. 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি কে লিখেন?
ক জহির রায়হান খ ড. মুনীর চৌধুরী
গ আব্দুল লতিফ ঘ আলাউদ্দিন আল আজাদ

১০. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক এম. মনসুর আলী খ তাজউদ্দীন আহমেদ
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

১১. পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যহত হয়–
i. শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যের কারণে
ii. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কম অর্থ বরাদ্দের কারণে
iii. কম আমদানি ও রপ্তানি করার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. কোন জেলাটি প্রলয়ঙ্করী বলয়ে অবস্থিত?
ক ঢাকা খ টাঙ্গাইল গ রাঙ্গামাটি ঘ চট্টগ্রাম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফুয়াদ 'ক' নদীর তীরে বসবাস করে যা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নদীটির একটি নতুন ধারার জন্ম দেয়। ফুয়াদের এলাকায় একটি জঙ্গাল আছে যা বিভিন্ন গাছে পূর্ণ। সে এই জঙ্গালের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে যা এটিকে অন্যান্য জঙ্গাল থেকে আলাদা করেছে।

১৩. 'ক' নদীটির নাম কী?
ক যমুনা খ ব্রহ্মপুত্র গ পদ্মা ঘ মেঘনা

১৪. ফুয়াদের এলাকার জঙ্গালের গাছগুলো–
i. উঁচু ভূমির লাল মাটিতে জন্মায় ii. সারা বছরই সবুজ থাকে
iii. একটি নির্দিষ্ট ঋতু দ্বারা প্রভাবিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. কোন সালের মধ্যে আমাদেরকে এসডিজি অর্জন করতে হবে?
ক ২০২৫ খ ২০৩০ গ ২০৩৫ ঘ ২০৪০

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব হাসান সদ্য স্বাধীন 'ক' দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি সঠিকভাবে দেশ পুনর্গঠনের জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু একটি স্বার্থান্বেষী মহল তাকে গ্রহণ করতে না পেরে হত্যা করে। এরপর এই মহলটি জনাব 'গ' কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে।

১৬. তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ব্যক্তিটির সাথে জনাব 'গ' এর মিল আছে?
ক জিয়াউর রহমান খ আহসান উদ্দিন
গ খন্দকার মোস্তাক ঘ এ.এস.এম. সায়েম

১৭. জনাব হাসানের পদক্ষেপগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল–
i. উন্নত অর্থনীতির জন্য ii. দেশের নিরাপত্তার জন্য
iii. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. কোন তারিখে আমরা জাতিসংঘ দিবস পালন করি?
ক ১৭ সেপ্টেম্বর খ ২৪ সেপ্টেম্বর গ ১৭ অক্টোবর ঘ ২৪ অক্টোবর

১৯. কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি সারাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য?
ক ধনতান্ত্রিক খ মিশ্র গ সামাজিক ঘ ইসলামি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একদিন জনাব আরমান গাড়িতে করে বাসায় ফিরছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি শক্তিশালী কম্পন অনুভব করলেন। তার চারপাশের সবকিছুই নড়তে শুরু করলো।

২০. ঐ সময়ে জনাব আরমানের কী করা উচিত ছিল?
ক ধীর গতিতে গাড়ি চালানো খ তাৎক্ষণিক গাড়িটি থামানো
গ একটি গাছের নিচে গাড়িটিকে রাখা ঘ একটি ভবনের পাশে আশ্রয় গ্রহণ করা

২১. মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত?
ক ঢাকা খ খুলনা গ মেহেরপুর ঘ কুষ্টিয়া

২২. নিচের কোনটি সবচেয়ে নিচু পাহাড়চূড়া?
ক পিরামিড খ কিওক্রাডং গ তাজিওডং ঘ মোদকমুয়াল

২৩. তমদ্দুন মজলিস কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক রাজনৈতিক খ সামাজিক গ সাংস্কৃতিক ঘ ঐতিহ্যগত

২৪. "রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ আইন"– উক্তিটি কার?
ক টি.এইচ. গ্রীন খ হ্যারল্ড জে লাস্কি গ উড্রো উইলসন ঘ প্রফেসর গেটেল

২৫. বাংলাদেশের কোন জেলায় তুলনামূলকভাবে বেশি বৃষ্টিপাত হয়?
ক সিলেট খ রাঙ্গামাটি গ পটুয়াখালী ঘ চট্টগ্রাম

নিচের ছকটি পড়ে ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্রগুলো		
ক	খ	গ
অর্থের সংজ্ঞে সম্পৃক্ত	আমাদের চারপাশের সজ্ঞে সম্পৃক্ত	?

২৬. প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নে কোনটি বসবে?
ক শিক্ষা খ সমাজ গ বাস্তুসংস্থান ঘ জীববৈচিত্র্য

২৭. জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী কত সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন?
ক ১৯৮৪ খ ১৯৮৫ গ ১৯৮৬ ঘ ১৯৮৭

২৮. এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদেরকে–
i. পরিবেশ দূষণ কমাতে হবে ii. সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য কমাতে হবে
iii. কার্যকর অর্থনৈতিক নীতি তৈরি করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব তামিম 'ক' দেশে বসবাস করেন। তিনি চেয়ার তৈরির ব্যবসা করেন ও বাজারে বিক্রি করেন। তিনি নিজ ইচ্ছামতো দাম নির্ধারণ করেন।

২৯. জনাব তামিম তাঁর ব্যবসা থেকে কী পাবেন?
ক খাজনা খ মজুরি গ সুদ ঘ মুনাফা

৩০. 'ক' দেশটিতে–
i. ভোক্তারা স্বাধীনতা ভোগ করে ii. ব্যক্তিগত সম্পদ নিশ্চিত হয়
iii. জনগণ কল্যাণের নিশ্চয়তা পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর																													
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। ছটিটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

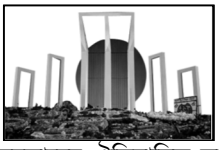

ক. পাকিস্তান সরকারের ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার এক নম্বর আসামি কে ছিলেন? ১

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঐতিহাসিক ঘটনাটি বাঙালির সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে– মূল্যায়ন কর। ৪

২। 'ক' ও 'খ' অংশ মিলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের শুরুতে 'ক' অংশের নেতাদের বৈষম্যমূলক আচরণ অবহেলার কারণে 'খ' অংশের কোনো উন্নতি হয়নি। 'খ' অংশের একজন নেতা তাদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য কতগুলো দাবি তুলে ধরেন। 'ক' অংশের নেতারা কোনো দাবি মেনে না নিলে 'খ' অংশের জনগণ পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. শহিদ দিবস কী? ১

খ. "মৌলিক গণতন্ত্র ছিলো সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার কৌশল"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'খ' অংশের দাবিগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।– পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৩।

ক	• রেকোর্স ময়দান, ১৯৭১ • বাঙালির শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা • ইউনেস্কো কর্তৃক 'প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃত
খ	• দেশের প্রথম সরকার গঠন ১৯৭১ • হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা • বিজয়-অর্জন নিশ্চিত করা

ক. "ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল" কী? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের 'ক' দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করতে ছক 'খ' তে প্রতিফলিত সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন কর। ৪

৪। **দৃশ্য-১ :** কয়েক বছর আগে একটি দেশে হোটেলের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিকে অতর্কিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে। তাদের আদর্শের সাথে অমিল হওয়ার কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে বিবৃতি প্রদান করে।

দৃশ্য-২ : সামাজিক অসংগতি সম্পর্কে শিক্ষক বলেন, "সমাজের কতিপয় লোক ব্যক্তিগত লাভের আশায় নিজ দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করে সমাজের ক্ষতি করছে। এদের বৈধ উপার্জনের সাথে ব্যয়ের কোনো মিল থাকে না। এসব কারণে সমাজের আইনশৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতির প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।"

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্য-১ এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দৃশ্য-২ এর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত সামাজিক সমস্যার ফলে সৃজনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পায়।– মূল্যায়ন কর। ৪

৫। **দৃশ্য-১ :** লিমা তার মায়ের সাথে বহুতলা বিশিষ্ট শপিংমলে কেনাকাটা করতে যায়। কিছুক্ষণ পরে লিমা লক্ষ্য করে, শপিংমলটি কাঁপছে। শপিংমলের মানুষ নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য রাস্তায় নেমে আসে। বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে। আশেপাশের ভবনগুলো হেলে পড়ে। রাস্তার মাঝে ফাঁটল দেখা দেয়।

দৃশ্য-২ : রাজনের মামা রাঙ্গামাটি শহরে চাকরি করেন। সেখানে বেড়াতে গিয়ে রাজন বড় লেক দেখতে পায়। একটি বড় বাঁধ দেওয়ার ফলে এই লেকটি তৈরি হয়। মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য এ বাঁধটি দেওয়া হয়।

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের উত্তরে পাহাড়গুলোকে টিলা বলা হয় কেন? ২

গ. দৃশ্য-২ এ কোন ধরনের বিদ্যুৎ এর কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-১ এ লিমার দেখা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ আলোচনা কর। ৪

৬। **ঘটনা-১ :** বর্তমান সরকার জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও সরকার শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য নতুন কারিকুলাম তৈরি করেছেন।

ঘটনা-২ : মিজান সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি প্রতিবছর সরকারকে আয়কর দেন এবং অন্যদেরকেও আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক নাগরিককে আয়কর ও খাজনা প্রদান করে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত।

ক. রাষ্ট্র কী? ১

খ. "আইনের চোখে সকলে সমান"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ সরকারের উল্লিখিত কাজগুলো রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ মিজান সাহেবের এ কাজটি ছাড়াও একজন নাগরিক হিসেবে তার আরো দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তুমি কি একমত? তোমার মতামত দাও। ৪

৭। মানচিত্রটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

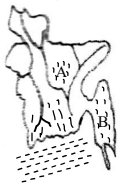

ক. খনিজ সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. "ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' চিহ্ন দ্বারা কোন ধরনের বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মানচিত্রে উল্লিখিত 'A' ও 'B' বনভূমির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৮। ফারহানা একজন নারী উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণ কর্মী। তিনি আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার অধীনে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন। ফারহানার ভাই একজন সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য কাজ করেন। এলাকাবাসী ফারহানা ও তার ভাইয়ের কাজের জন্য গর্ববোধ করেন।

ক. বিতর্কসভা কাকে বলে? ১
খ. লীগ অব নেশনস কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ফারহানা কোন সংস্থার অধীনে কাজ করেন? নারীর বৈষম্য দূরীকরণের উক্ত সংস্থার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় ফারহানার ভাই এর মতো ব্যক্তিদের ভূমিকা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে।– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ–২০২২ এ জাপান-জার্মান ম্যাচের পর জাপানিরা তাদের স্বভাবসুলভ স্টেডিয়ামের সব ময়লা নিজ হাতে পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখে। এটা দেখে রসুলপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব 'ক' সকলকে আহ্বান করে বলেন, আসুন আমরা আমাদের গ্রাম, দেশ এমনকি পুরো ধরিত্রীই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গ্রাম ও শহরকে বাসযোগ্য করে তুলি।

ক. SDG এর অভীষ্ট কয়টি? ১
খ. জলবায়ু কার্যক্রম কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর আহ্বানটি টেকসই উন্নয়নের কোন বিষয়টি প্রতিনিধিত্ব করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়টি অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। সুমন একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসার পাশাপাশি গরুর খামার ও মাছ চাষ করেন। বর্তমানে তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। তাঁর সংসারে কোনো অভাব নেই। অপরপক্ষে তাঁর ভাই রতন নদী থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করেন। যখন নদীতে মাছ পাওয়া যায় না তখন তিনি বন থেকে মধু সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করেন। তাঁর সংসারও ভালোভাবে চলে।

ক. উপযোগ কী ১
খ. সম্পদের অপ্রাচুর্য বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সুমনের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রতনের আয়ের উৎসগুলো কোন ধরনের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? উক্ত সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে তুমি কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১১। নায়লা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তিনি বাসে নিয়মিত যাতায়াত করেন। একদিন অন্যকোনো যাত্রী না থাকার সুযোগে বাসের চালক ও হেলপার বিভিন্ন খারাপ মন্তব্যসহ তার সাথে অশোভন আচরণ করে। নায়লা এ ঘটনা তার সহকর্মীদের জানালে তারা দোষীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানায়। পুলিশ পরের দিন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করে। অপরদিকে মুগ্ধ কলেজ থেকে বাসে বাসায় যাচ্ছিল। হঠাৎ বাসটিকে পেছন থেকে অপর একটি বাস ওভারটেক করে। এ সময় দুই বাসের প্রবল চাপে মুগ্ধ ডানহাতে প্রচন্ড আঘাত পায়। বাসের অন্যান্য যাত্রীরা আর্তনাদ করে উঠে। কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১
খ. শিশুশ্রমের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নায়লার সাথে সংঘটিত আচরণটি কোন ধরনের সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মুগ্ধর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত সামাজিক সমস্যাটি শুধু পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে না, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	K	৩	K	৪	K	৫	L	৬	K	৭	L	৮	M	৯	K	১০	K	১১	K	১২	N	১৩	L	১৪	L	১৫	L
	১৬	M	১৭	N	১৮	N	১৯	K	২০	L	২১	M	২২	K	২৩	M	২৪	K	২৫	K	২৬	L	২৭	M	২৮	N	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ ছটিটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

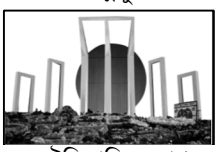

ক. পাকিস্তান সরকারের ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার এক নম্বর আসামি কে ছিলেন? ১

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঐতিহাসিক ঘটনাটি বাঙালির সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে– মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান সরকারের ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার এক নম্বর আসামি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয় তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্বাপর ঘটনার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যে জাতীয় চেতনার জন্ম হয়, তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ মূলত বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি ইতিহাসের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংঘটিত এ আন্দোলনে আব্দুস সালাম, আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, শফিউর রহমান, রফিকউদ্দিন আহমেদসহ অনেকে শহিদ হন। তাদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জন করে, যেমনটি উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় শহীদ মিনার।

উদ্দীপকে শহীদ মিনারের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করতে এই মিনার নির্মিত হয়। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। তবে এ অর্জনের পেছনে ছিল অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পুনরায় ঢাকার পল্টন ময়দানে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে বাঙালি ছাত্র-জনতা আন্দোলন করতে থাকে। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকে শহিদ হন। পরে তাদের ভাষা শহিদ ঘোষণা করা হয়। আর তাদের স্মরণে নির্মিত হয় উদ্দীপকের শহীদ মিনার।

ঘ উদ্দীপকের ঐতিহাসিক ঘটনাটি তথা ভাষা আন্দোলন বাঙালির সকল রাজনেতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছি।– মন্তব্যটি যথার্থ।

ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত করে। ভাষা আন্দোলনের সাফল্যই ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা জোগায়। আর স্বায়ত্তশাসনের দাবির পথ ধরে আসে স্বাধীনতার দাবি। যার চূড়ান্ত ফল হিসেবে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

উদ্দীপকের বর্ণিত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি রাজনৈতিকভাবে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ব বাংলার বাঙালির মোহ দ্রুত কেটে যেতে থাকে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব তাদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালিরা আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে নিজস্ব অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ঐ আন্দোলন পরবর্তীকালে বাঙালির সব রাজনৈতিক আন্দোলনের পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। সেই সাথে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রথমে স্বায়ত্তশাসন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে তাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আর এই ঐক্য ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালির মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করে তাদের স্বাধীনতা এনে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ 'ক' ও 'খ' অংশ মিলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের শুরুতে 'ক' অংশের নেতাদের বৈষম্যমূলক আচরণ অবহেলার কারণে 'খ' অংশের কোনো উন্নতি হয়নি। 'খ' অংশের একজন নেতা তাদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য কতগুলো দাবি তুলে ধরেন। 'ক' অংশের নেতারা কোনো দাবি মেনে না নিলে 'খ' অংশের জনগণ পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. শহিদ দিবস কী? ১

খ. "মৌলিক গণতন্ত্র ছিলো সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার কৌশল"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'খ' অংশের দাবিগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।– পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন শহিদ হন। সেই থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস।

খ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান নিজের ক্ষমতা ও সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে ১৯৫৮ সালে যে বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেন তাই মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত।

১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর ক্ষমতা দখলের পর প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে একটি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করেন। এ পদ্ধতিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক সর্বস্তরের জনগণের পরিবর্তে শুধু তাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করার বিধান করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'খ' অংশের দাবিগুলো আমার পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ছয় দফার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।

৬ দফাকে পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ বলা হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার রক্ষায় এটি তুলে ধরেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' ও 'খ' অংশ মিলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের শুরুতে 'ক' অংশের নেতাদের বৈষম্যমূলক আচরণ, অবহেলার কারণে 'খ' অংশের কোনো উন্নতি হয়নি। 'খ' অংশের একজন নেতা তাদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য কতগুলো দাবি তুলে ধরেন। এরূপ বর্ণনায় ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি ৬ দফাকে পেশ করেন।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনা তথা ছয় দফা দাবির প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।

পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা চালু ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান, দেশে অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থা চালু, অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধাসামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়াসহ ছয়টি দাবি উত্থাপন করেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষিত হলে পূর্ব বাংলার মানুষ সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এ আন্দোলন ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসন বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আর এরই ফলে ত্বরান্বিত হয় স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বিজয়ী প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে নির্মম গণহত্যা চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। প্রায় নয় মাস যুদ্ধের পর বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতিকে স্বাধীকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে, যা পরবর্তী স্বাধীনতা অর্জনের ভিত্তি রচনা করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩

ক	• রেকোর্স ময়দান, ১৯৭১ • বাঙালির শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা • ইউনেস্কো কর্তৃক 'প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃত
খ	• দেশের প্রথম সরকার গঠন ১৯৭১ • হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা • বিজয়-অর্জন নিশ্চিত করা

ক. "ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল" কী? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের 'ক' দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করতে ছক 'খ' তে প্রতিফলিত সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল হলো শহরাঞ্চলের কর্মজীবী মায়েদের অর্থ সহায়তা দেওয়ার জন্য গঠিত একটি তহবিল।

খ প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্রগোলাবারুদ সরবরাহ না করতে সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা কাজ করেছেন।

গ উদ্দীপকের ছকের 'ক' দ্বারা ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে ৭ই মার্চের ভাষণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ থেকে জাতীয় পরিষদে অধিবেশন ডেকেও ১লা মার্চ তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। তার এ সিদ্ধান্তের

প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ২রা মার্চ ঢাকা ও ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

উদ্দীপকের 'ক' সম্পর্কে বলা হয়েছে, রেসকোর্স ময়দান, ১৯৭১; বাঙালির শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা; ইউনেস্কো কর্তৃক 'প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃত। এসব তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের চিত্র তুলে ধরে। এ ভাষণে তিনি বাঙালির শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেন। এ ভাষণে আন্দোলিত হয়ে বাঙালি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। পরবর্তীতে এই ভাষণ জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ঘ ছক-খ তে উল্লিখিত তথ্যগুলো মুজিবনগর সরকারকে তুলে ধরে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় নিশ্চিত করতে এ সরকারের কার্যক্রম ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের ছক-খ এর তথ্যগুলো মুজিবনগর সরকারকে উপস্থাপন করে। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্ব ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ই এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ই এপ্রিল তা পুনর্নির্ধারিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে।

তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে উল্লিখিত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **দৃশ্য-১ :** কয়েক বছর আগে একটি দেশে হোটেলের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিকে অতর্কিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে। তাদের আদর্শের সাথে অমিল হওয়ার কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে বিবৃতি প্রদান করে।

দৃশ্য-২ : সামাজিক অসংগতি সম্পর্কে শিক্ষক বলেন, "সমাজের কতিপয় লোক ব্যক্তিগত লাভের আশায় নিজ দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করে সমাজের ক্ষতি করছে। এদের বৈধ উপার্জনের সাথে ব্যয়ের কোনো মিল থাকে না। এসব কারণে সমাজের আইনশৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতির প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।"

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্য-১ এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দৃশ্য-২ এর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত সামাজিক সমস্যার ফলে সৃজনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পায়।– মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার-আচরণের সমন্বয়ে সৃষ্ট মূল্যবোধকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

খ কিশোর অপরাধের একটি কারণ হলো বঞ্চনা ও অবহেলা।

ছোটোবেলা থেকেই অনেক শিশু পরিবার ও সমাজে বিভিন্ন বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়। ফলে পরিবার ও সমাজের প্রতি এদের এক ধরনের ক্ষোভ কাজ করে। এ ক্ষোভ একসময় প্রতিহিংসায় রূপ নেয়। ফলে এসব শিশু সহজেই অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে।

গ দৃশ্য-১ এর ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা জঙ্গীবাদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদ একটি শাস্তিযোগ্য রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। আচরণিক দৃষ্টিকোণ থেকে জঙ্গি বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং বিধ্বংসী। জঙ্গিরা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে।

উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ বলা হয়েছে, কয়েক বছর আগে একটি দেশে হোটেলের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিকে অতর্কিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে। তাদের আদর্শের সাথে অমিল হওয়ার কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে বিবৃতি প্রদান করে। এরূপ বর্ণনায় জঙ্গীবাদের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জঙ্গিরা রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদর্শ, মূল্যবোধ, আইন, বিধিবিধান মানতে চায় না। তারা সবসময়ই প্রকাশ করতে চায় তাদের ধারণাই সঠিক। তাদের ধারণা প্রচারের জন্য লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা এমনকি তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক মাধ্যম যেমন– ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারও ব্যবহার করে। আর জঙ্গিদের দ্বারা রচিত, প্রচারকৃত ও অনুসৃত ধ্যানধারণাই জঙ্গিবাদ নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্য-২ বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা দুর্নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। দুর্নীতির কারণে সৃজনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

নিজ স্বার্থে নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী যেকোনো কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। সাধারণত ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, বল প্রয়োগ, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা

অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনকে দুর্নীতি বলে। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফা অর্জন করা এবং জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের শিক্ষক সামাজিক অসংগতি সম্পর্কে বলেন, "সমাজের কতিপয় লোক ব্যক্তিগত লাভের আশায় নিজ দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করে সমাজের ক্ষতি করছে। এদের বৈধ উপার্জনের সাথে ব্যয়ের কোনো মিল থাকে না। এসব কারণে সমাজের আইন-শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতির প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।" শিক্ষকের এরূপ মন্তব্যে দুর্নীতির চরিত্র ফুটে উঠেছে। আর সমাজের সর্বত্র দুর্নীতির কালো থাবা কাজের সৃষ্টিশীলতাকে বিনষ্ট করে। অর্থাৎ দুর্নীতির প্রভাবে সমাজের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কারণ, দুর্নীতিপূর্ণ সমাজে একে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। চাকরিজীবনে স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে যদি অযোগ্যরা নিয়োগ এবং পদোন্নতি পায় তাহলে সমাজে যোগ্যরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতির কারণে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, ফলে যোগ্যদের প্রতিভা বিকশিত হয় না। সৃজনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পায়। দুর্নীতি অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্যে অনীহা এবং সম্পদের অপব্যবহার করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। দুর্নীতির কারণে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যায়। সততা, আদর্শ এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় বিপর্যয় ডেকে আনে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **দৃশ্য-১ :** লিমা তার মায়ের সাথে বহুতলা বিশিষ্ট শপিংমলে কেনাকাটা করতে যায়। কিছুক্ষণ পরে লিমা লক্ষ্য করে, শপিংমলটি কাঁপছে। শপিংমলের মানুষ নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য রাস্তায় নেমে আসে। বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে। আশেপাশের ভবনগুলো হেলে পড়ে। রাস্তার মাঝে ফাঁটল দেখা দেয়।

দৃশ্য-২ : রাজনের মামা রাঙ্গামাটি শহরে চাকরি করেন। সেখানে বেড়াতে গিয়ে রাজন বড় লেক দেখতে পায়। একটি বড় বাঁধ দেওয়ার ফলে এই লেকটি তৈরি হয়। মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য এ বাঁধটি দেওয়া হয়।

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের উত্তরে পাহাড়গুলোকে টিলা বলা হয় কেন? ২

গ. দৃশ্য-২ এ কোন ধরনের বিদ্যুৎ এর কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-১ এ লিমার দেখা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ আলোচনা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

খ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়গুলোর উচ্চতা বেশি নয় বলে এগুলোকে টিলা বলা হয়।

বিভিন্ন শিলার সমন্বয়ে গঠিত ঢালবিশিষ্ট উঁচু স্থানকে পাহাড় বলে। পাহাড়ের চেয়ে ছোট স্তুপকে টিলা বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটার। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের পাহাড়গুলো অনেক ছোট। এগুলো মাত্র ৩০ থেকে ৯০ মিটার উঁচু। উচ্চতা কম হওয়ার কারণে উত্তরাঞ্চলের পাহাড়গুলো টিলা নামে পরিচিত।

গ দৃশ্য-২ এ জলবিদ্যুৎ এর কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নদী বা সাগরের পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয়। নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এটি নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে পাকিস্তান আমলে এ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সবচেয়ে কম খরচে এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

উদ্দীপকের রাজনের মামা রাঙ্গামাটি শহরে চাকরি করেন। সেখানে বেড়াতে গিয়ে রাজন বড় লেক দেখতে পায়। একটি বড় বাঁধ দেওয়ার ফলে এই লেকটি তৈরি হয়। মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য এ বাঁধটি দেওয়া হয়। রাজনের দেখা এরূপ বিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎকে নির্দেশ করে। কারণ নদীতে বাধ দিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাই জলবিদ্যুৎ।

ঘ দৃশ্য-১ এ লিমার দেখা দুর্যোগটি হলো ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে প্রভূত পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ হঠাৎ কোনো কারণে কেঁপে ওঠে। এ কম্পন অত্যন্ত মৃদু থেকে প্রচন্ড হতে পারে, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। ভূপৃষ্ঠের এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলা হয়।

উদ্দীপকের লিমার দেখা দুর্যোগটি ছিল ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের জন্য যে সকল প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তা হলো– যারা নতুন বাড়ি তৈরি করবেন তাদেরকে স্ট্রাকচার ও ডিজাইন করার সময় 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' অনুসরণ করতে হবে। দক্ষ প্রকৌশলীর তদারকির মাধ্যমে ভালো নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে বাড়ি তৈরি করতে হবে। ইটের দেয়াল তৈরি করলে চারতলার উপরে ভবন না করা; ভবন দোতলার বেশি হলে প্রতিটি কোনায় ইটের মাঝখানে খাড়া ইস্পাতের রড ঢোকাতে হবে। প্রত্যেক জানালা ও দরজার পাশ দিয়ে খাড়া রড ঢোকাতে হবে। দরজা ও জানালা ঘরের কোনায় না হওয়াই ভালো। এ সতর্কতা অবলম্বন করলে ইটের দেয়ালের ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যাবে। ভূমিকম্পের সময় দেয়ালে ফাঁটল ধরলেও ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা হ্রাস পাবে। অথচ এর জন্য খরচ মাত্র এক থেকে দুইভাগ বাড়বে। গ্রামাঞ্চলের টিনের ঘরগুলোর ভূমিকম্পের ক্ষতির আশঙ্কা কম। তবে মাটির দেয়ালের বাড়িঘরের ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম।

এজন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কোনাকুনিভাবে বাঁশ বা কাঠের বেসিং ব্যবহার করা যায়। যদি কোনো ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তবে ভবনটিকে নির্মাণের পর শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য কংক্রিট বিল্ডিং-এর জন্য অতিরিক্ত রড ব্যবহার করে কংক্রিট ঢালাই দিয়ে দুর্বল স্থানগুলোর আয়তন ও আকার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অনেক সময় ফেরো সিমেন্ট দিয়ে ইটের দেয়ালে প্রলেপ দিলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ভবনের নিচতলা সম্পূর্ণ খোলা রাখা উচিত নয়। সেমিপাকা ঘরগুলোর চারপাশে টানা দিয়ে বেঁধে রাখলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, এরূপ বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **ঘটনা-১ :** বর্তমান সরকার জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও সরকার শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য নতুন কারিকুলাম তৈরি করেছেন।

ঘটনা-২ : মিজান সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি প্রতিবছর সরকারকে আয়কর দেন এবং অন্যদেরকেও আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক নাগরিককে আয়কর ও খাজনা প্রদান করে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত।

ক. রাষ্ট্র কী? ১

খ. "আইনের চোখে সকলে সমান"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ সরকারের উল্লিখিত কাজগুলো রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ মিজান সাহেবের এ কাজটি ছাড়াও একজন নাগরিক হিসেবে তার আরো দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তুমি কি একমত? তোমার মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র হলো একটি ভূ-খণ্ডভিত্তিক সমাজ বিশেষ, যার সংগঠিত সরকার ও জনসমষ্টি রয়েছে এবং যার নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত আছে।

খ আইনের চোখে সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান।

আইন হচ্ছে সর্বজনীন। আর তা সমভাবে রাষ্ট্রের সকলের জন্য প্রযোজ্য হয়। আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। আইনের দৃষ্টিতে সমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন আইনের অনুশাসন থাকে না, তখনই রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়। সুতরাং সমতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইনের চোখে সবাইকে সমানভাবে দেখা হয়।

গ ঘটনা-১ এ সরকারের উল্লিখিত কাজগুলো রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কাজকে নির্দেশ করে।

জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র যেসব কাজ করে থাকে সেসব কাজকে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজ বলা হয়। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো রাষ্ট্রের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। এজন্য রাষ্ট্র শিক্ষাবিস্তারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুসদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, অস্থায়ী হেলথ ক্যাম্পেইন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পরিচালনা করে। পাশাপাশি জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয়জলের সুব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান প্রভৃতি সেবাও রাষ্ট্র প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ বলা হয়েছে, বর্তমান সরকার জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও সরকার শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য নতুন কারিকুলাম তৈরি করেছেন। সরকারের এরূপ পদক্ষেপ রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলিকে তুলে ধরে। কেননা রাষ্ট্রের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে নতুন বই বিতরণ করা সরকারের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্গত।

ঘ ঘটনা-২ এর মিজান সাহেবের কাজ অর্থাৎ আয়কর প্রদান করা ছাড়াও নাগরিক হিসেবে তার আরো দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।– উক্তিটির সাথে আমি একমত।

রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার দিয়ে থাকে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোর অন্যতম হলো কর প্রদান করা। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নাগরিকরা সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাকেই কর বলে। রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস নাগরিকদের প্রদেয় কর ও খাজনা। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। তাই নাগরিকদের যথাসময়ে কর প্রদান করে রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

উদ্দীপকের মিজান সাহেব প্রতিবছর সরকারকে কর প্রদান করেন যা তার অন্যতম কর্তব্যকে নির্দেশ করে। তবে এছাড়াও নাগরিকের বহুবিধ কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সর্বদা সজাগ এবং চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন ও সংবিধান মেনে চলা এবং আইনের প্রতি সম্মান দেখানো নাগরিকদের অন্যতম দায়িত্ব। রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাও নাগরিকের কর্তব্য। সরকারের গৃহীত যেকোনো কাজ জনগণের কাজ। নাগরিকদের সততা, কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার ওপর সরকারের সফলতা, উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে। আবার নাগরিকদের যথাসময়ে কর প্রদান করাও একটি অন্যতম কর্তব্য। কেননা রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস নাগরিকদের প্রদেয় কর ও খাজনা। এছাড়া সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, দেশপ্রেমে

উদ্বুদ্ধ হওয়া, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রভৃতিও নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রাষ্ট্রের প্রতি একজন নাগরিককে নানাবিধ কর্তব্য পালন করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মানচিত্রটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

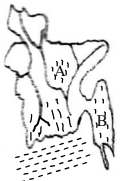

ক. খনিজ সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. "ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'A' চিহ্ন দ্বারা কোন ধরনের বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানচিত্রে উল্লিখিত 'A' ও 'B' বনভূমির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিকভাবে ভূগর্ভে বা মাটির নিচে প্রাপ্ত সম্পদকে খনিজ-সম্পদ বলে।

খ ভূমিকম্পে নদীর তলদেশ উত্থিত হওয়ায় ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদীর সৃষ্টি হয়।

১৭৮৭ সালের আগে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারাটি ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ১৭৮৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ উত্থিত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং নতুন স্রোতধারা সৃষ্টি হয়ে শাখা নদীর উদ্ভব হয়েছে। নতুন স্রোতধারাটি যমুনা নামে পরিচিতি লাভ করে।

গ 'A' চিহ্ন দ্বারা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড়ি অঞ্চলকে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পত্রপতনশীল বনভূমি এলাকা নামে অভিহিত করা হয়। মূলত উষ্ণ ও আর্দ্রভূমির কিছু এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, তরুলতা, ঝোঁপঝাড় ও গুল্ম জন্ম নেয়। এসব গাছের পাতা একত্রে ফোঁটেও না, ঝরেও না। ফলে সারাবছর বনগুলো সবুজ থাকে। সে কারণেই এসব বনকে চিরহরিৎ বা চির সবুজ বনভূমি বলে। চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেট এই অঞ্চলের বন এরূপ বনভূমির অন্তর্ভুক্ত। এ বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার। চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, মেহগনি, জারুল, সেগুন, গর্জন এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মানচিত্রে 'A' চিহ্নিত স্থান দ্বারা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা বনাঞ্চল হলো ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বনভূমি।

ঘ উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত বনভূমিটি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপনশীল বনভূমি এবং 'B' চিহ্নিত বনভূমিটি হলো ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমি। এ দুটি বনাঞ্চলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার কারণে একেক অঞ্চলে একেক ধরনের বনের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বনাঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো– ১. ক্রান্তীয় চরিহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি, ২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমি এবং ৩. স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি।

উদ্দীপকের 'A' ও 'B' চিহ্নিত স্থান দ্বারা যথাক্রমে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বনভূমি এবং ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি গাছগুলোতে সারাবছরই পাতা থাকে। ফলে উক্ত বনভূমিকে সবুজ দেখায়। চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, গর্জন প্রভৃতি এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ। আর তার নিজ অঞ্চলে অর্থাৎ ক্রান্তীয় পাতাঝরা অরণ্যে শীতকালে একবার সম্পূর্ণ পাতা ঝরে যায়। শাল বা গজারি, কড়ই, বহেড়া, হিজল, হরীতকী, নিম প্রভৃতি গাছ এ বনভূমিতে জন্মে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড়ি অঞ্চলকে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি এলাকা বলা হয়। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, তরুলতা, ঝোঁপঝাড়, গুল্ম জন্ম নেয়। এসব গাছের পাতা একত্রে ফোঁটেও না, ঝরেও না। তাই বনগুলো সবুজ থাকায় এসব বনকে চিরহরিৎ বা সবুজ বনভূমি বলা হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, দিনাজপুর ও রংপুর জেলা পাতাঝরা অরণ্যের অঞ্চল। এই বনভূমিতে শীতকালে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ঝরে যায়।

অতএব বলা যায়, ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি এবং ক্রান্তীয় পাতাঝরা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হওয়ায় একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ফারহানা একজন নারী উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণ কর্মী। তিনি আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার অধীনে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন। ফারহানার ভাই একজন সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য কাজ করেন। এলাকাবাসী ফারহানা ও তার ভাইয়ের কাজের জন্য গর্ববোধ করেন।

ক. বিতর্কসভা কাকে বলে? ১

খ. লীগ অব নেশনস কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ফারহানা কোন সংস্থার অধীনে কাজ করেন? নারীর বৈষম্য দূরীকরণের উক্ত সংস্থার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় ফারহানার ভাই এর মতো ব্যক্তিদের ভূমিকা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে।– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে বিতর্কসভা বলা হয়।

খ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ধ্বংসলীলা দেখে তৎকালীন বিশ্বনেতারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৪ সালে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ঘটে। লাখ লাখ মানুষ যুদ্ধে নিহত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা এবং ধ্বংসলীলা মানুষকে যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং শান্তির জন্য আগ্রহী করে তোলে। এ কারণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি গঠিত হয় 'লীগ অব নেশনস'।

গ উদ্দীপকের ফারহানা জাতিসংঘের অধীনে কাজ করেন। নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা অপরিসীম।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ছাড়াও জাতিসংঘ নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং সিডও (CEDAW) সনদ গ্রহণ করেছে, যেগুলো নারীর সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতির মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসনে ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকের ফারহানা একজন নারী উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণ কর্মী। তিনি আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার অধীনে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন। এখানে ফারহানা জাতিসংঘের অধীনে নারী অধিকার তথা সিডও সনদ বাস্তবায়নে কাজ করছে। জাতিসংঘের অবদানের ফলশ্রুতিতে নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় ও উন্নত হচ্ছে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয় যে, নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ঘ ফারহানার ভাই জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় তার মতো ব্যক্তিদের ভূমিকা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করছে।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। উদ্দীপকের ফারহানার ভাই একজন সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য কাজ করেন। এলাকাবাসী ফারহানা ও তার ভাইয়ের কাজের জন্য গর্ববোধ করেন। এরূপ বর্ণনায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদানের একটি খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এরূপ জাতিসংঘের অধীনে বিশ্ব শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা অতুলনীয়। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধংদেহী দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলাগোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। একাজ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৩৪ জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হয়েছেন। শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশ নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা।

সুতরাং বলা যায়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ফারহানার ভাইয়ের কর্মরত বাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী এক অনন্য অবদান রাখছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশের মর্যাদা ও গৌরব।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ–২০২২ এ জাপান-জার্মান ম্যাচের পর জাপানিরা তাদের স্বভাবসুলভ স্টেডিয়ামের সব ময়লা নিজ হাতে পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখে। এটা দেখে রসুলপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব 'ক' সকলকে আহ্বান করে বলেন, আসুন আমরা আমাদের গ্রাম, দেশ এমনকি পুরো ধরিত্রীই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গ্রাম ও শহরকে বাসযোগ্য করে তুলি।

ক. SDG এর অভীষ্ট কয়টি? ১

খ. জলবায়ু কার্যক্রম কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর আহ্বানটি টেকসই উন্নয়নের কোন বিষয়টি প্রতিনিধিত্ব করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়টি অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক SDG এর অভীষ্ট ১৭টি।

খ এসডিজি এর অভীষ্টসমূহের মধ্যে জলবায়ু কার্যক্রম অন্যতম।

জলবায়ু কার্যক্রম এসডিজির ১৩তম অভীষ্ট। বর্তমান বিশ্বে জলবায়ুর পরিবর্তন একটি বহুল আলোচিত বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানুষ, সমাজ, কৃষি উৎপাদন, স্থলজ ও জলজ প্রাণীকূলকে ক্রমাগত মারাত্মক হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও এর প্রভাব মোকাবিলার জন্য এসডিজির আওতায় যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা-ই জলবায়ু কার্যক্রম।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর আহ্বানটি টেকসই উন্নয়নের অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব।

উদ্দীপকের শিক্ষক জনাব 'ক' গ্রামের সবাইকে আহ্বান করে বলেন, আসুন আমরা আমাদের গ্রাম, দেশ এমনকি পুরো ধরিত্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গ্রাম ও শহরকে বাসযোগ্য

করে তুলি। এরূপ বর্ণনা টেকসই উন্নয়নের অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে তুলে ধরে। আর এসডিজি তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এ ধরনের অংশগ্রহণ তথা অংশীদারিত্বের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ উন্নয়নকর্মী বা সরকারের একার পক্ষে উন্নয়ন গতিধারাকে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব রয়েছে। অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়ায় সমাজের উঁচুতলার মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফলে সাধারণ মানুষ এসডিজি অর্জনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব খুবই গুরুত্ব বহন করে। এসডিজি অর্জন কেবল নিজ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়টি অর্থাৎ এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের নিমিত্তে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশও এটি বাস্তবায়নে এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে তা করতে গিয়ে বাংলাদেশকে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সম্পদের অসম বণ্টন, বৈষম্য এবং দারিদ্র্য।

উদ্দীপকে এসডিজি বাস্তবায়নের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। আমরা একদিকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি অন্যদিকে বিশ্বে তখন সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দারিদ্র্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে। বিশ্বে সম্পদের বৈষম্য যত বাড়বে ধনী ও গরিবের বিভক্তি তত প্রকট হবে। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে। সামাজিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকা উন্নয়নের গতিকে রোধ করবে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা, গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও কৃষিপণ্য সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এসডিজি অর্জন বেশ কঠিন হবে বলে ধারণা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১০ সুমন একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসার পাশাপাশি গরুর খামার ও মাছ চাষ করেন। বর্তমানে তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। তাঁর সংসারে কোনো অভাব নেই। অপরপক্ষে তাঁর ভাই রতন নদী থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করেন। যখন নদীতে মাছ পাওয়া যায় না তখন তিনি বন থেকে মধু সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করেন। তাঁর সংসারও ভালোভাবে চলে।

ক. উপযোগ কী ১

খ. সম্পদের অপ্রাচুর্য বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সুমনের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রতনের আয়ের উৎসগুলো কোন ধরনের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? উক্ত সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে তুমি কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ সম্পদের অপ্রাচুর্য বলতে চাহিদার তুলনায় যোগানের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়।

কোনো দ্রব্য বা সেবার চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহের পরিমাণ কম হলে দ্রব্যটির অপ্রাচুর্য দেখা দেয়। যেমন– কোনো এলাকার নির্দিষ্ট জনসংখ্যার অনুপাতে চালের যে চাহিদা, সে তুলনায় চালের সরবরাহ যদি কম হয়; তাহলে ঐ এলাকায় চালের অপ্রাচুর্যতা আছে বলা যাবে। এক্ষেত্রে চাহিদা মেটানোর জন্য ভোক্তাকে বেশি দাম দিয়ে চাল কিনতে হবে।

গ উদ্দীপকে সুমনের কর্মকাণ্ডে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভোগ করে। অর্থাৎ এখানে উৎপাদক ও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে হলো, এতে বক্তি বা উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ও উৎপাদন করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যক্তি বা বিনিয়োগকারী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে শ্রমিকরা শোষিত হয় এবং সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা দেখা যায়।

উদ্দীপকের সুমন একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসার পাশাপাশি গরুর খামার ও মাছ চাষ করেন। বর্তমানে তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। তাঁর সংসারে কোনো অভাব নেই। এরূপ বর্ণনায় ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এ অর্থব্যবস্থায় সুমনের মতো যেকেউ ব্যক্তিমালীকানায় সম্পদের মালিক হতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে রতনের আয়ের উৎসগুলো সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সমাজের সকলে সম্মিলিতভাবে যে সকল সম্পদ ভোগ করে সেগুলো সমষ্টিগত সম্পদ। রাস্তাঘাট, সেতু, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যানবাহন (গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি) ও কলকারখানা, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, অফিস ভবন, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ও ভূমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরভাগের সম্পদ (বনাঞ্চল, নদী-নালা, জলাশয়, সৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি)-এসবই সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও জনগণ সম্মিলিতভাবে এসব সম্পদের অধিকারী। জনগণ এগুলো ব্যবহার করে ও ভোগ করে। এগুলোর পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাই এসব সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণে প্রতিটি নাগরিকেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

উদ্দীপকের রতন নদী থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে। আবার তিনি বন থেকে মধু সংগ্রহ করেও বিক্রি করেন। তার আয়ের উৎস নদী ও বন সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও জনগণ সম্মিলিতভাবে এসব সম্পদের অধিকারী। জনগণ এগুলো ব্যবহার ও ভোগ করে। তাই

এসব সম্পদ সংরক্ষণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন নিজে কখনো সমষ্টিগত সম্পদের ক্ষতি না করা। এসব সম্পদের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। এ ধরনের সম্পদ অরক্ষিত দেখলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো। পাশাপাশি কেউ যাতে এসব সম্পদের ক্ষতি এবং অপচয় না করে সে বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করা।

উপরে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমি সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারি।

প্রশ্ন ▶ ১১ নায়লা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তিনি বাসে নিয়মিত যাতায়াত করেন। একদিন অন্যকোনো যাত্রী না থাকার সুযোগে বাসের চালক ও হেলপার বিভিন্ন খারাপ মন্তব্যসহ তার সাথে অশোভন আচরণ করে। নায়লা এ ঘটনা তার সহকর্মীদের জানালে তারা দোষীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানায়। পুলিশ পরের দিন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করে। অপরদিকে মুগ্ধ কলেজ থেকে বাসে বাসায় যাচ্ছিল। হঠাৎ বাসটিকে পেছন থেকে অপর একটি বাস ওভারটেক করে। এ সময় দুই বাসের প্রবল চাপে মুগ্ধ ডানহাতে প্রচন্ড আঘাত পায়। বাসের অন্যান্য যাত্রীরা আর্তনাদ করে উঠে। কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১

খ. শিশুশ্রমের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নায়লার সাথে সংঘটিত আচরণটি কোন ধরনের সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মুগ্ধর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত সামাজিক সমস্যাটি শুধু পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে না, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরমরূপ হলো সামাজিক নৈরাজ্য।

খ শিশুশ্রমের প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণেই শিশুশ্রম বেড়ে চলেছে। দরিদ্র পরিবারে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা-মার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় পিতা বা মাতা পরিবারের বাড়তি রোজগারের আশায় শিশুকে যেকোনো পেশায় নিয়োজিত করেন। অন্যদিকে শিশুদেরকে অল্প পারিশ্রমিকে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তারাও শিশুদের কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহী হয়। আর এভাবেই আর্থিক দুরবস্থা শিশুশ্রমকে বাড়িয়ে তুলছে।

গ উদ্দীপকের নায়লার সাথে সংঘটিত আচরণটি নারীর প্রতি সহিংসতার যৌন হয়রানীকে নির্দেশ করে।

সাম্প্রতিক সময়ে যৌন হয়রানি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এটি নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, একটি সামাজিক বিপর্যয়। নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে কিশোরী, তরুণী এমনকি বিবাহিত নারীও জঘন্য যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। যৌন হয়রানিকে ইভটিজিংও (Eveteasing) বলা হয়। ইভটিজিং শব্দটি যৌন হয়রানির ইংরেজি প্রতিশব্দ। ইভটিজিং হচ্ছে লোকসমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা। গৃহঅভ্যন্তরে, কর্মক্ষেত্রে অথবা যতায়াতের পথে, কখনোবা নিরিবিলি স্থানে অসৎ উদ্দেশ্যে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। অনেক সময় শিশুরাও যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

উদ্দীপকের নায়লা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তিনি বাসে নিয়মিত যাতায়াত করেন। একদিন অন্যকোনো যাত্রী না থাকার সুযোগে বাসের চালক ও হেলপার বিভিন্ন খারাপ মন্তব্যসহ তার সাথে অশোভন আচরণ করে। নায়লার প্রতি এরূপ আচরণ নারীর প্রতি সহিংসতার একটি রূপ যৌন হয়রানী বা ইভটিজিংকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ নায়লা ইভটিজিং নামক সহিংসতার শিকার।

ঘ মুগ্ধর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত সামাজিক সমস্যাটি হলো সড়ক দুর্ঘটনা। এ সমস্যাটি শুধু পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্থ করে না, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো সড়ক দুর্ঘটনা। চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাকেই সড়ক দুর্ঘটনা বলে। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট ও যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্ঘটনার হারও অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা।

উদ্দীপকের মুগ্ধ কলেজ থেকে বাসে বাসায় যাচ্ছিল। হঠাৎ বাসটিকে পেছন থেকে অপর একটি বাস ওভারটেক করে। এ সময় দুই বাসের প্রবল চাপে মুগ্ধর ডানহাতে প্রচন্ড আঘাত পায়। বাসের অন্যান্য যাত্রীরা আর্তনাদ করে উঠে। কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এখানে মূলত সড়ক দুর্ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এরূপ সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে খুবই মারাত্মক। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের ফলাফলে দেখা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনায় হাতহত হওয়ার কারণে তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিকভাবে ক্ষতির শিকার হয় দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয়। অনেকক্ষেত্রে এসব পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তি শারীরিকভাবে পঙ্গু হয় কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এটি তাকে মানসিকভাবেও ভারসাম্যহীন করে তুলতে পারে। চরম হাতশায় অনেক মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় পঙ্গু ব্যক্তি অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সড়ক দুর্ঘটনা শুধু ব্যক্তির পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না, বরং আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।

সিলেট বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. কোন ঘটনাটি অপেক্ষাকৃত আগে ঘটে?
ক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন খ সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন
গ বাংলাদেশ গণ-পরিষদ আদেশ জারি ঘ দ্বিতীয় বিপ্লব অনুষ্ঠিত

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব সাকিব তার ১টি অব্যবহৃত ঘরে আটা ভাঙানো মেশিন বসালেন। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কাজ করার চিন্তাও করলেন। উৎপাদনের একটি বিশেষ উপাদানের অভাবে তিনি সেটা করতে পারলেন না।

২. জনাব সাকিবের উৎপাদন কাজ পরিচালনা করতে কোন উপাদানটির অভাব রয়েছে?
ক ভূমি খ শ্রম গ মূলধন ঘ সংগঠন

৩. জনাব সাকিবের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদনে যে পর্যায়ে আছেন তা হলো–
i. দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্খা ii. উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে আয় ভাগ
iii. উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. নিচের কোনটি অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম?
ক চিকনাগুল খ মোদকমুয়াল গ জয়ন্তিয়া ঘ খাসিয়া

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজু ফরিদপুরের অধিবাসী। তার এলাকায় ধানের বাম্পার ফলন হয়।

৫. রাজুর বসবাসের স্থান যে সমভূমির অন্তর্গত তা হলো–
ক হ্রদ খ উপকূলীয় গ স্রোতজ ঘ ব-দ্বীপ

৬. রাজুর বসবাসের অঞ্চল জনবসতিপূর্ণ– কেননা সেখানে রয়েছে–
i. উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ii. কৃষি উপযোগী জলবায়ু
iii. বিস্তৃর্ণ সমভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. কোনটি আধুনিককালে মানুষের কল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে?
ক গম খ বন গ পানি ঘ মাছ

৮. মলি ও পলি দুই বোন। তারা পিতার জমির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে তাদের মধ্যকার বিরোধ আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। এটাতে সবই খুশি। মলি-পলির খুশি করার ঘটনা পরিচালনা রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজে?
ক মুখ্য খ ঐচ্ছিক গ কল্যাণমূলক ঘ নিরাপত্তামূলক

৯. কোনটির অভাবে কৃষিজ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?
ক মিঠা পানি খ বাঁধ নির্মাণ গ প্রযুক্তির ব্যবহার ঘ খাদ্য নিরাপত্তা

১০. কোনটি দীর্ঘতম নদী?
ক মাতামুহুরী খ সাঙ্গু গ তিস্তা ঘ কর্ণফুলী

১১. আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে মনির আম্মু বরিশাল অঞ্চলের সিত্রাং ও পূর্বাভাষকালীন আশ্রয় কেন্দ্রে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে পরামর্শ দেন। মনির আম্মু কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত?
ক FAO খ WHO গ UNHCR ঘ UNDP

১২. জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পরিষদে কত ধরনের সদস্য থাকে?
ক ৫ খ ৪ গ ৩ ঘ ২

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রবাসী জনাব 'X' বিশেষ কারণে দেশে ফেরার পর ২ মাসের মধ্যে তার ওজন অনেক কমে যায়। তিনি অবসাদে ভুগছেন এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে।

১৩. জনাব 'X' এর সামাজিক সমস্যাটি হলো–
ক সামাজিক বিশৃঙ্খলা খ দরিদ্রতা
গ মাদকাসক্তি ঘ এইডস

১৪. জনাব 'X' এর জন্য প্রয়োজন–
i. পরিবার থেকে দূরে রাখা ii. পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করা
iii. মানসিক সমর্থন প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকে কী বলে?
ক ভোটার খ সরকার
গ নির্বাচক ঘ নাগরিক

১৬. গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহারের দাবি কে জানান?
ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক
গ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ চৌধুরী খালীকুজ্জামান

১৭. তথ্য অধিকার আইনের দ্বারা মানুষ–
i. সঠিক তথ্য পাবে ii. ভোগান্তি বাড়বে
iii. গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত কোন দেশে গ্রীষ্মকাল?
ক নেপাল খ ভারত গ মিয়ানমার ঘ মালদ্বীপ

১৯. ১৯৭২ সালের কত তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন?
ক ১১ জানুয়ারি খ ১৫ জানুয়ারি গ ২৩ শে মার্চ ঘ ১৬ই ডিসেম্বর

২০. উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে কী দেয়া হয়?
ক মজুরি খ মূলধন গ মুনাফা ঘ খাজনা

২১. মালিকানার উপর ভিত্তি করে সম্পদকে কত শ্রেণিতে বিন্যাস করা যায়?
ক ৫ খ ৪ গ ৩ ঘ ২

২২. নদী শুকিয়ে যাওয়ার প্রভাব হলো–
ক নদীপথে যাতায়াত বাধাগ্রস্ত হওয়া খ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া
গ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ঘ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে

২৩. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের রোল মডেল বলা হয় কোন দেশকে?
ক ভারত খ বাংলাদেশ গ সিঙ্গাপুর ঘ চীন

২৪. গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় নূর হোসেনকে আদর্শ মনে করার কারণ তিনি–
ক আত্মত্যাগী খ রাজনৈতিক দলের সদস্য
গ অর্থ দ্বারা প্রভাবিত ঘ ক্ষমতায় যেতে চান

২৫. ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কী?
ক নাইরোবি খ কোপেন হেগেন গ বেইজিং ঘ নিউইয়র্ক

২৬. টেকসই উন্নয়নের মৌলিক বিবেচ্য বিষয় হলো–
ক সমাজ ও প্রশাসন খ জলাবদ্ধতা ও উন্নয়ন
গ সমাজ ও পরিবেশ ঘ নাগরিক ও উন্নয়ন

২৭. তিথি গত শীতে স্কাউট জাম্বুরিতে গাজীপুর যেয়ে একটি বনাঞ্চল পরিদর্শন করে। তখন সেখানকার গাছ ছিল পাতা শূন্য। তিথির দেখা বনটি হলো–
ক ক্রান্তীয় চিরহরিৎ খ শালবন
গ সুন্দরবন ঘ ম্যানগ্রোভ

২৮. মুক্তিযদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি হলো–
ক গণমাধ্যম খ জনগণ গ রাজনৈতিক দল ঘ মুক্তিযোদ্ধা

২৯. বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটে–
i. সামরিক শাসনে
ii. ভাষা আন্দোলনে
iii. প্রাদেশিক নির্বাচনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস– এটা প্রমাণ হয়–
ক আগরতলা মামলায়
খ ৬ দফা আন্দোলনে
গ মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়
ঘ ১৯৫৪-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব রহিম ব্যাংক ঋণ নিয়ে বাজার থেকে বিভিন্ন আকৃতির কাঠ কেনেন। তিনি সেগুলো এলাকার কিছু লোক নিয়ে বসার টুল, রুটি বানানোর বেলন, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করেন। অতঃপর সেগুলো রং করে বাজারের একটি ভাড়া করা দোকানে নিয়ে বিক্রি করেন। বিক্রির আয় থেকে দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেও তার ভালো লাভ থাকে। তার কাজে কর্মচারীসহ সকলে খুশি।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. অপ্রাচুর্য ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অর্থনীতিতে রহিমের কাজকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব রহিমের কাজে উপাদানসমূহের আয় বণ্টন যথাযথ হয়েছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। দিনমজুর জনাব করিমের সংসারে সদস্য সংখ্যা ছয় জন। তিনি তার বড় সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় একটি ঝালাই কারখানায় কাজে লাগিয়েছেন। তার দশ বছরের কন্যা অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজ করে। একদিন জনাব করিম সাইকেলে করে কাজে যাওয়ার পথে গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগলে তিনি পঙ্গু হয়ে যান। বর্তমানে তার খুব কষ্টে দিন নির্বাহ হয়।

ক. নৈরাজ্য কী? ১

খ. নারী স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে কোন সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে শেষোক্ত ঘটনাটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব নার্গিস একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অঙ্গসংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি। তিনি দারিদ্র্য বিলোপ, নারীর কর্মসংস্থানসহ মিলেনিয়াম উন্নয়নের কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে জনাব দিলারা আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে লক্ষ করেন যে, দেশের নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে আইন থাকলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরা পিছিয়ে আছেন। বিভিন্ন সেক্টরে যাতে নারীরা পুরুষের সাথে সমান অংশগ্রহণ করেন সে লক্ষ্যে তিনি কাজ করেন।

ক. ভেটো কী? ১

খ. জাতিসংঘের 'বিতর্ক সভার' ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. জনাব নার্গিস যে অঙ্গসংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে জনাব দিলারার কার্যক্রম নারীর সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করবে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। একটি শহরের যানজট নিরসনে সরকার বাইপাস সড়ক নির্মাণ করে। কিন্তু কিছু প্রভাবশালী মানুষ নতুন সড়কের দুপাশের জমি জবর-দখল করে সেখানে দোকান-পাট, খাওয়ার হোটেল, মার্কেট ইত্যাদি তৈরি করে। রাস্তার ধারে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী রাখা ছাড়াও পানি প্রবাহের পথে যত্রতত্র দোকানপাট নির্মাণের ফলে নতুন সড়কে ব্যাপক সড়ক দুর্ঘটনাসহ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

ক. SDG-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. ভারসাম্যহীন উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. SDG অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত শহরের উন্নয়নে সরকারের কাজের সাথে জনগণের কাজের কোন দিকটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উন্নয়নমূলক কাজকে টেকসই উন্নয়নে রূপান্তর করতে তোমার সুপারিশ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। 'X' দেশের জনগণের বড় অংশ সুবিধাবঞ্চিত থাকে। তাদের আয় কম এবং চাহিদা কম। কারণ তাদের ক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাজারের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অন্যদিকে 'Y' দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আয়কর থাকলেও ধনীদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশের তারা দাবিদার হয়। উৎপাদনকারীগণ তাদের মুনাফা থেকে আনুপাতিক অংশ পুঁজিপতিদের সরবরাহ করেন।

ক. মুনাফা কী? ১

খ. সমুদ্রের পানি সম্পদ নয় কেন? ২

গ. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. বাংলাদশের অর্থব্যবস্থার সাথে 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। **দৃশ্য-১ :** বিংশ শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে পূর্ব-বাংলার সাধারণ জনগণ তাদের দাবি আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে। এই আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক শহিদ হন।

দৃশ্য-২ :

ক্রমিক	অঞ্চলের নাম	স্থল বাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার	নৌবাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার	বিমান বাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার
১	পূর্ব পাকিস্তান	১.৩	১.১	.০৫
২	পশ্চিম পাকিস্তান	৯৮.৭	৯৮.৯	৯৯.৯৫

ক. যুক্তফ্রন্ট কী? ১

খ. ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ নির্দেশিত ঐতিহাসিক আন্দোলনটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এ বৈষম্যের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা মোকাবেলায় ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপিত হয়েছিল– পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৭। **ঘটনা-১ :** সোহেল সাহেব জমির খাজনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য ভূমি অফিসে যান। কিন্তু তারা তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পেয়ে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেন। অবশেষে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সফল হন।

ঘটনা-২ : পোশাক শিল্পের স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময় নির্ধারণ এবং কাজের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার বিধবাভাতা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, খাদ্য সাহায্যের মতো নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. রাষ্ট্র কী? ১

খ. আইনের চোখে সবাই সমান কেন? ২

গ. সোহেল সাহেব কোন আইনের আওতায় তার তথ্য পেলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর কাজ যেন আধুনিক রাষ্ট্রের কাজের প্রতিরূপ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **ঘটনা-১ :** বিদিতা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার বাবা একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি বিদিতাকে তার ডাক্তার পিতা ও শিক্ষক মাতার গল্প শোনান। তারা দুজনেই ১৯৭১ সালে চাকরির মায়া ত্যাগ করে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে আহত অনেককেই তারা দুজন মিলে সেবা-শুশ্রূষা করেন।

ঘটনা-২ : 'A' নামক প্রতিবেশী দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেন এবং তৎকালীন গণহত্যার বিবরণ বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরেন। 'B' নামক ভেটোপ্রদানকারী দেশ উক্ত সময় বিভিন্নভাবে সহায়তা কার্যক্রমকে এগিয়ে দেয়।

ক. বাংলাদেশ সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ১

খ. শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনকারী শিক্ষানীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিদিতার দাদা-দাদির মতো ব্যক্তিদের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুমি 'A' না 'B' দেশের ভূমিকাকে অগ্রগণ্য মনে কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৯।

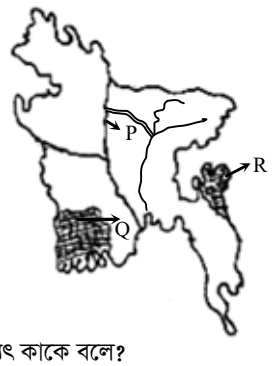

ক. জলবিদ্যুৎ কাকে বলে? ১

খ. পানি ব্যবস্থাপনার একটি উদ্যোগ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'P' চিহ্নিত নদীটির গতিপথ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Q' চিহ্নিত অঞ্চল না 'R' চিহ্নিত অঞ্চলকে তুমি অধিক গুরুত্ব দিবে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১০। এনজিও কর্মী লিনা শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। জরিপের কাজে তিনি বেরিয়ে দেখলেন স্কুলে ইউনিফরম পরা কিছু ছাত্র স্কুল সময়ে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে। তারা মারামারিও করছিল। তিনি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। পরেরদিন তিনি কাজে বের হয়ে দেখলেন একটি ঝালাই কারখানায় ১২/১৩ বছরের কিছু ছেলে কাজ করছে। এক প্রশ্নের উত্তরে মালিক বললেন, "তাদের কাজের জন্য আমার কাছে সার্টিফিকেট আছে।" তিনি একই বয়সী কিছু ছেলেকে হোটেলে খাদ্য পরিবেশন করতে দেখলেন। প্রশ্নের জবাবে মালিক বললেন "ওরা সকাল ৮ টায় আসে ১২ টায় ফিরে যায়।"

ক. এইডস কী? ১

খ. সড়ক দুর্ঘটনা কীভাবে সামাজিক সমস্যাকে ত্বরান্বিত করে? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশে কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে দুটো পরিস্থিতিতেই কি কারখানার মালিকগণ দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করেছেন? সামাজিক সমস্যাটি চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মায়া এপ্রিল মাসের দুপুরে বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে আমতলায় বসেছিল। অল্পবয়সী কিছু ছেলেমেয়ে পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে উষ্ণতা নিবারণ করছিল। সে উপরে তাকিয়ে দেখে গাছে এ বছর তেমন আম হয়নি। গত বছর সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় আমফানে তাদের আমবাগান প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে তাদের বাড়িঘর ফসলাদি হারিয়ে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়।

ক. কালবৈশাখী কাকে বলে? ১

খ. নদীর নাব্যতা সংকট কীভাবে দূর করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকের সময়কাল বাংলাদেশের জলবায়ুর যে ঋতুর বৈশিষ্ট্য বহন করে তার ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাবলি বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	M	৩	L	৪	L	৫	L	৬	N	৭	L	৮	M	৯	L	১০	N	১১	L	১২	N	১৩	N	১৪	M	১৫	N
	১৬	K	১৭	L	১৮	L	১৯	M	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	L	২৪	K	২৫	L	২৬	M	২৭	L	২৮	L	২৯	N	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব রহিম ব্যাংক ঋণ নিয়ে বাজার থেকে বিভিন্ন আকৃতির কাঠ কেনেন। তিনি সেগুলো এলাকার কিছু লোক নিয়ে বসার টুল, রুটি বানানোর বেলন, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করেন। অতঃপর সেগুলো রং করে বাজারের একটি ভাড়া করা দোকানে নিয়ে বিক্রি করেন। বিক্রির আয় থেকে দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেও তার ভালো লাভ থাকে। তার কাজে কর্মচারীসহ সকলে খুশি।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. অপ্রাচুর্য ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অর্থনীতিতে রহিমের কাজকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব রহিমের কাজে উপাদানসমূহের আয় বণ্টন যথাযথ হয়েছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ অপ্রাচুর্য বলতে চাহিদার তুলনায় যোগানের সীমবদ্ধতাকে বোঝায়।

কোনো দ্রব্য বা সেবার চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহের পরিমাণ কম হলে দ্রব্যটির অপ্রাচুর্য দেখা দেয়। যেমন– কোনো এলাকার নির্দিষ্ট জনসংখ্যার অনুপাতে চালের যে চাহিদা, সে তুলনায় চালের সরবরাহ যদি কম হয়; তাহলে ঐ এলাকায় চালের অপ্রাচুর্যতা আছে বলা যাবে। এক্ষেত্রে চাহিদা মেটানোর জন্য ভোক্তাকে বেশি দাম দিয়ে চাল কিনতে হবে।

গ অর্থনীতিতে রহিমের কাজকে সংগঠন বলে।

উৎপাদনের তিনটি উপকরণ যথা– ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। যিনি সংগঠন করেন তাকে সংগঠক বলা হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সকল ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা সংগঠন বহন করেন।

উদ্দীপকের জনাব রহিম ব্যাংক ঋণ নিয়ে বাজার থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঠ কেনেন। তিনি সেগুলো এলাকার কিছু লোক নিয়ে বসার টুল, রুটি বানানোর বেলন, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করেন। অতঃপর সেগুলো রং করে বাজারের একটি ভাড়া করা দোকানে নিয়ে বিক্রি করেন। জনাব রহিমের এরূপ কর্মকাণ্ডে সংগঠনের কাজ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ জনাব রহিম উৎপাদনের তিনটি উপকরণ ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে তা বিক্রির উপযোগী করেছেন। এজন্য তার কাজকে সংগঠন বলা হয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি জনাব রহিমের কাজে উপাদানসমূহের আয় বণ্টন যথাযথ হয়েছে।

মানুষ তার অভাব পূরণের জন্য উৎপাদন করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের জন্য মালিককে খাজনা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে শ্রমিককে মজুরি, মূলধনের মালিককে সুদ এবং সংগঠনকে মুনাফা দেওয়া হয়। এইসব পারিতোষিক যেমন– খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা উপাদানসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে বণ্টিত হলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি আসে ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব রহিম তার পণ্য বিক্রির আয় থেকে দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেও তার লাভ থাকে। এরূপ অবস্থায় মজুরি হিসেবে তিনি কর্মচারীর বেতন দিয়েছেন। খাজনা হিসেবে দোকানভাড়া পরিশোধ করেছেন। সংগঠন হিসেবে তিনি মুনাফা লাভ করেছেন। এভাবে তিনি উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে খাজনা, সুদ, মজুরি ও মুনাফা যথাযথভাবে বণ্টন করেছেন।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রহিমের কাজে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বণ্টন যথাযথ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ দিনমজুর জনাব করিমের সংসারে সদস্য সংখ্যা ছয় জন। তিনি তার বড় সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় একটি ঝালাই কারখানায় কাজে লাগিয়েছেন। তার দশ বছরের কন্যা অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজ করে। একদিন জনাব করিম সাইকেলে করে কাজে যাওয়ার পথে গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগলে তিনি পঙ্গু হয়ে যান। বর্তমানে তার খুব কষ্টে দিন নির্বাহ হয়।

ক. নৈরাজ্য কী? ১

খ. নারী স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে কোন সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে শেষোক্ত ঘটনাটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশৃঙ্খলার চরম রূপই নৈরাজ্য।

খ নারী স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাটি হলো নারীর প্রতি সহিংসতা।

পুরুষ বা নারী কর্তৃক যেকোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নানা অজুহাতে নারীর আর্থ-সামাজিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটিয়ে থাকে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিকভাবে এই নির্যাতন চালানো হয়। এ সহিংস আচরণ বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, কর্মক্ষেত্র, হাট-বাজার থেকে শুরু করে যেকোনো স্থানে ঘটতে পারে।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা শিশুশ্রমের প্রতিফলন ঘটেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম আছে। যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে যাওয়া-আসা করবে, সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে– অর্থনৈতিক দূরবস্থা।

উদ্দীপকের দিনমজুর জনাব করিমের সংসারে সদস্য সংখ্যা ছয় জন। তিনি তার বড় সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় একটি ঝালাই কারখানায় কাজে লাগিয়েছেন। তার দশ বছরের কন্যা অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজ করে। এরূপ চিত্র থেকে সহজেই বোঝা যায়, করিমের সন্তানরা শিশুশ্রম নামক সামাজিক সমস্যার শিকার হয়েছে। এরূপ ঘটনা এখন আমাদের দেশের নিয়মিত চিত্র। শিশুদের অল্প পারিশ্রমিকে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তারাও শিশুদেরকে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহী হয়। দরিদ্র পিতা-মাতা শিক্ষাকে একটি অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে। সন্তানদেরকে ১৫ ও ১৬ বছর ধরে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার মতো ধৈর্য ও অর্থ তাদের থাকে না। শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের উদাসিনতায় শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরজীবনে গৃহস্থালি কাজে গৃহকর্মীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাও শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করছে।

ঘ শেষোক্ত ঘটনাটি হলো সড়ক দুর্ঘটনা। বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব খুবই দুর্বিষহ।

সড়ক দুর্ঘটনা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ঘটে থাকে। তবে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি ভয়াবহ। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এ সমস্যা নানামুখী আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এটি মানসিক সমস্যাকেও প্রভাবিত করছে।

উদ্দীপকের শেষোক্ত ঘটনাটি স্পষ্ট সড়ক দুর্ঘটনাকে নির্দেশ করে। সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে খুবই মারাত্মক, যা আবার বহু সমস্যার জন্মদাতাও। হাইওয়ে পুলিশ বিভাগের প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের ২৪% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৩৯% লোকের বয়স ১৬-৫০ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনার আহত কিংবা নিহত হওয়ার কারণে এসব পরিবারের সদস্যদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ঐ পরিবারে শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তি শারীরিকভাবে পঙ্গু হলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে যা তার ব্যক্তিজীবনকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। মানসিক ভারসাম্যহীনতা ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আবার দেখা যায়, পঙ্গু ব্যক্তিটিকে ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশা গ্রহণ করতে। কেউ কেউ জীবন নির্বাহের জন্য অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাঙচুর, সড়ক অবরোধসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অনেক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চাকরিজীবীর কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়, পরিবহনের অভাবে কাঁচামাল নষ্ট হয় এবং গন্তব্যে মালামাল পরিবহন বিলম্বিত হলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত সড়ক দুর্ঘটনা শুধু ব্যক্তির পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব নার্গিস একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অঙ্গসংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি। তিনি দারিদ্র্য বিলোপ, নারীর কর্মসংস্থানসহ মিলেনিয়াম উন্নয়নের কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে জনাব দিলারা আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে লক্ষ করেন যে, দেশের নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে আইন থাকলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরা পিছিয়ে আছেন। বিভিন্ন সেক্টরে যাতে নারীরা পুরুষের সাথে সমান অংশগ্রহণ করেন সে লক্ষ্যে তিনি কাজ করেন।

ক. ভেটো কী? ১

খ. জাতিসংঘের 'বিতর্ক সভার' ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. জনাব নার্গিস যে অঙ্গসংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে জনাব দিলারার কার্যক্রম নারীর সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করবে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক যেকোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতাকে ভেটো বলে।

খ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে বিতর্ক সভা বলে অভিহিত করা হয়।

পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে– সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি (তত্ত্বাবধায়ক) পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। একে 'বিতর্ক সভা' বলেও অভিহিত করা যায়।

গ জনাব নার্গিস জাতিসংঘের UNDP এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি।

পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন হলো ইউএনডিপি বা UNDP। এর পূর্ণরূপ হলো United Nations Development Programme বা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি। UNDP বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে।

উদ্দীপকের জনাব নার্গিস একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অঙ্গসংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি। তিনি দারিদ্র্য বিলোপ, নারীর কর্মসংস্থানসহ মিলেনিয়াম উন্নয়নের কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছেন। জনাব নার্গিসের এরূপ কাজগুলো জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা UNDP করে থাকে। জাতিসংঘের এই অঙ্গসংস্থা বিশ্বের সকল দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ঘোষণা করে, যার মেয়াদ ছিল ২০০০-২০১৫ সাল। আর এমডিজি'র মেয়াদ শেষে ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদি এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

ঘোষণা করে, যা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি দেশ নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ইউএনডিপি ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ (মিলেনিয়াম) উন্নয়নের ৮টি লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে কাজ করেছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র্য হার হ্রাসকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে। আর উদ্দীপকের ছকেও এই বিষয়গুলোরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ জনাব দিলারা জাতিসংঘ প্রণীত সিডও (CEDAW) সনদ নিয়ে কাজ করছেন। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে এই সনদ নারীর প্রতি সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদ তৈরি হয়েছে। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুলো সনদভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এটি মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত কিছু অধিকার থাকলেও অনেক রাষ্ট্রীয় আইন এবং সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য রয়ে গেছে। এসব বৈষম্যের কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব হয়। এ সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথমে ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। আর পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।

উদ্দীপকের জনাব দিলারা আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে লক্ষ করেন যে, দেশে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে আইন থাকলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরা পিছিয়ে আছেন। বিভিন্ন সেক্টরে যাতে নারীরা পুরুষের সাথে সমান অংশগ্রহণ করেন সে লক্ষ্যে তিনি কাজ করেন। জনাব দিলারার এরূপ কার্যক্রমে জাতিসংঘ প্রণীত সিডও (CEDAW) সনদের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে যা নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কেননা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ 'সিডও' (CEDAW) সনদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর সনদটি কার্যকর হয়। এ সনদটি নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে। এছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জাতিসংঘ ২৫ নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি হয়।

আলোচনা পরিশেষে বলা যায়, নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিরসনে সিডও সনদের ভূমিকা অভূতপূর্ব।

প্রশ্ন ▶ ০৪ একটি শহরের যানজট নিরসনে সরকার বাইপাস সড়ক নির্মাণ করে। কিন্তু কিছু প্রভাবশালী মানুষ নতুন সড়কের দুপাশের জমি জবর-দখল করে সেখানে দোকান-পাট, খাওয়ার হোটেল, মার্কেট ইত্যাদি তৈরি করে। রাস্তার ধারে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী রাখা ছাড়াও পানি প্রবাহের পথে যত্রতত্র দোকানপাট নির্মাণের ফলে নতুন সড়কে ব্যাপক সড়ক দুর্ঘটনাসহ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

ক. SDG-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. ভারসাম্যহীন উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. SDG অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত শহরের উন্নয়নে সরকারের কাজের সাথে জনগণের কাজের কোন দিকটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উন্নয়নমূলক কাজকে টেকসই উন্নয়নে রূপান্তর করতে তোমার সুপারিশ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক SDG এর পূর্ণরূপ হলো Sustainable Development Goals.

খ দেশে দেশে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিভেদ বর্ধনকারী উন্নয়নই হলো ভারসাম্যহীন উন্নয়ন।

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটছে তা ভারসাম্যহীন। এই উন্নয়ন সর্বজনীন এবং টেকসই নয়। ভারসাম্যহীন এই উন্নয়ন পৃথিবীর টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গ উক্ত শহরের উন্নয়নে সরকারের সাথে জনগণের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, একটি শহরের যানজট নিরসনে সরকার বাইপাস সড়ক নির্মাণ করে। কিন্তু কিছু প্রভাবশালী মানুষ নতুন সড়কের দুপাশের জমি জবর-দখল করে সেখানে দোকান-পাট, খাওয়ার হোটেল, মার্কেট ইত্যাদি তৈরি করে। রাস্তার ধারে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী রাখা ছাড়াও পানি প্রবাহের পথে যত্রতত্র দোকান-পাট নির্মাণের ফলে নতুন সড়কে ব্যাপক সড়ক দুর্ঘটনাসহ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শহরটির উন্নয়ন কাজে জনগণের অংশীদারিত্বের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে উন্নয়নের সুবিধা কেউ ভোগ করতে পারে না বরং তা শহরটির জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘ উক্ত উন্নয়ন কাজকে টেকসই উন্নয়নে রূপান্তর করতে সরকার ও অন্যান্য সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তাবায়ন করতে হবে।

যেকোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে টেকসই করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, বিভিন্ন সংগঠন এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়নমূলক কাজকে টেকসই করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো জনগণের অংশীদারিত্ব। সরকারের উন্নয়ন কাজে উপকারভোগী জনগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি সরকারকে

উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিকাঠামোগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকারভিত্তিতে সুপরিকল্পিতভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সরকারকে মনিটরিং ও মেনটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, যাতে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সরকারি বা অন্যের জমি দখল ও যত্রতত্র ভবন নির্মাণ করতে না পারে। সেইসাথে সরকারকে আয়, ভোগ, জেন্ডার, অঞ্চল ও সম্পদ বৈষম্য কমিয়ে এনে সকল ক্ষেত্রে দরিদ্রতার অবস্থান ঘটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই উন্নয়নমূলক কাজ টেকসই উন্নয়নে রূপান্তরিত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সকলের অংশগ্রহণ ও সমন্বিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্দীপকের উন্নয়নমূলক কাজকে টেকসই উন্নয়নে পরিণত করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ 'X' দেশের জনগণের বড় অংশ সুবিধাবঞ্চিত থাকে। তাদের আয় কম এবং চাহিদা কম। কারণ তাদের ক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাজারের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অন্যদিকে 'Y' দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আয়কর থাকলেও ধনীদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশের তারা দাবিদার হয়। উৎপাদনকারীগণ তাদের মুনাফা থেকে আনুপাতিক অংশ পুঁজিপতিদের সরবরাহ করেন।

ক. মুনাফা কী? ১

খ. সমুদ্রের পানি সম্পদ নয় কেন? ২

গ. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. বাংলাদশের অর্থব্যবস্থার সাথে 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংগঠনের প্রাপ্ত আয় হলো মুনাফা।

খ অপ্রাচুর্যতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা না থাকার কারণে সমুদ্রের পানি সম্পদ নয়।

কোনো বস্তু বা দ্রব্যকে সম্পদ বলতে হলে সে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা থাকতে হবে। কিন্তু সমুদ্রের পানির উপযোগ ও বাহ্যিকতা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় এর সরবরাহ বেশি। তাই সমুদ্রের পানির জন্য মানুষকে কোনো দাম দিতে হয় না। অর্থাৎ সমুদ্রের পানির অপ্রাচুর্যতা নেই। এছাড়াও সমুদ্রের পানি হস্তান্তরযোগ্য নয়। তাই সমুদ্রের পানি সম্পদ নয়।

গ 'X' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি সব উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের উপকরণসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) ব্যক্তি মালিকানাধীন। ব্যক্তি এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে যেকোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

উদ্দীপকের 'X' দেশের জনগণের বড় অংশ সুবিধাবঞ্চিত থাকে। তাদের আয় কম এবং চাহিদা কম। কারণ তাদের ক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাজারের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'X' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অথ্যব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থার সাথে 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য বিদ্যমান। কেননা এ অর্থব্যবস্থায় ধনীরা তাদের আয়ের নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টন করে। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় উৎপাদনকারীগণ তাদের মুনাফা থেকে আনুপাতিক অংশ পুঁজিপতিদের সরবরাহ করেন। শরীয়াভিত্তিক এ অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থার কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এ অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি মালিকানা বিরাজ করে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায়ও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদ মানুষ তার ইচ্ছামতো ব্যবহার ও ভোগ করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মতো অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদ উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করতে পারে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকলে তার একটি নির্ধারিত অংশ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে, যেটি বাংলাদেশেও বিদ্যমান। এছাড়া ইসলামি অর্থব্যবস্থায় শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করায় এতে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন এবং শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হয়। শ্রমিকরা শোষিত ও বঞ্চিত হয় না। অপরদিকে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় আয়ের আংশিক সুষ্ঠু বণ্টন ঘটে। আর অংশবিশেষে শ্রমিক শোষিত ও বঞ্চিত হয়। ফলে আয় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে 'Y' দেশে প্রচলিত ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থার মিল-অমিল উভয়ই রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **দৃশ্য-১ :** বিংশ শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে পূর্ব-বাংলার সাধারণ জনগণ তাদের দাবি আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে। এই আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক শহিদ হন।

দৃশ্য-২ :

ক্রমিক	অঞ্চলের নাম	স্থল বাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার	নৌবাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার	বিমান বাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার
১	পূর্ব পাকিস্তান	১.৩	১.১	.০৫
২	পশ্চিম পাকিস্তান	৯৮.৭	৯৮.৯	৯৯.৯৫

ক. যুক্তফ্রন্ট কী? ১

খ. ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ নির্দেশিত ঐতিহাসিক আন্দোলনটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এ বৈষম্যের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা মোকাবেলায় ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপিত হয়েছিল– পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট একটি রাজনৈতিক জোট।

খ ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নাম তমদ্দুন মজলিস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তমদ্দুন মজলিস নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ৬–৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত উক্ত সংগঠনের যুবকর্মী সম্মেলনে 'বাংলাকে শিক্ষা ও আইন আদালতের বাহন' করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর এই সংগঠন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এ সময়ে তমদ্দুন মজলিস ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।

গ উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ নির্দেশিত ঐতিহাসিক আন্দোলনটি হলো ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এ বৈষম্যের প্রতিবাদ এবং বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা উত্থাপন করেন। পাকিস্তানি শাসকেরা এ দাবিকে মেনে নেয়নি। তাদের অব্যাহত দমন নিপীড়ন বাঙালিকে আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। যার ফলস্বরূপ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালে একটি গুরুত্বর্পূণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। যা ইতিহাসে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন।

উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ বলা হয়েছে, বিংশ শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে পূর্ব-বাংলার সাধারণ জনগণ তাদের দাবি আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে। এই আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক শহিদ হন। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এ আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বাধিকার আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। তাছাড়া এ আন্দোলনের ফলে লৌহমানব খ্যাত সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। তার পদত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরো সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জনের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে। এ বৈষম্যের প্রেক্ষিতে ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপিত হয়েছিল– মন্তব্যটি যথার্থ।

৬ দফাকে পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ বলা হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার রক্ষায় এটি তুলে ধরেন।

উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সামরিক বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে। স্থল বাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ১.৩ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৯৮.৭ ভাগ। নৌবাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ১.১ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৯৮.৯ ভাগ। এছাড়া বিমান বাহিনীতে কর্মরত অফিসারের শতকরা হার ছিল পূর্ব পাকিস্তানে .০৫ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৯৯.৯৫ ভাগ। এরূপ চিত্র থেকে দেখা যায়, সামরিক বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পিছিয়ে থাকার কিংবা বৈষম্য তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পিছিয়ে রাখে। ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। তাছাড়া ১৯৬৫ সালে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। এ বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা দাবির একটি দাবিতে অঙ্গারাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেয়ার দাবি উত্থাপন করা হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সামরিক বা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বৈষম্যসহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূর করে এ অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **ঘটনা-১ :** সোহেল সাহেব জমির খাজনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য ভূমি অফিসে যান। কিন্তু তারা তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পেয়ে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেন। অবশেষে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সফল হন।

ঘটনা-২ : পোশাক শিল্পের স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময় নির্ধারণ এবং কাজের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার বিধবাভাতা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, খাদ্য সাহায্যের মতো নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. রাষ্ট্র কী? ১

খ. আইনের চোখে সবাই সমান কেন? ২

গ. সোহেল সাহেব কোন আইনের আওতায় তার তথ্য পেলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর কাজ যেন আধুনিক রাষ্ট্রের কাজের প্রতিরূপ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র হলো একটি ভূখণ্ডভিত্তিক সমাজ বিশেষ, যার সংগঠিত সরকার ও জনসমষ্টি রয়েছে এবং যার নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত আছে।

খ আইনের চোখে সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান।

আইন হচ্ছে সর্বজনীন। আর তা সমভাবে রাষ্ট্রের সকলের জন্য প্রযোজ্য হয়। আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। আইনের দৃষ্টিতে সমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন আইনের অনুশাসন থাকে না, তখনই রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়। সুতরাং সমতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইনের চোখে সবাইকে সমানভাবে দেখা হয়।

গ সোহেল সাহেব তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তার তথ্য পেলেন।

পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রেই তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ৫ এপ্রিল ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন জারি করে। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য বলতে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক বই, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবহি, আদেশ-বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নকল কপি, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিওভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সকল তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিকে বুঝানো হয়েছে। আইনে আরও বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর সোহেল সাহেব জমির খাজনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য ভূমি অফিসে যান। কিন্তু তারা তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পেয়ে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেন। অবশেষে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সফল হন। এরূপ বর্ণনায় তথ্য অধিকার আইনের চিত্র প্রকাশ পায় যার আওতায় সোহেল সাহেব তার প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঘ ঘটনা-২ এর কাজযেন আধুনিক রাষ্ট্রের কাজের প্রতিরূপ– উক্তিটি যথার্থ।

প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্রকে সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য কল্যাণমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। জনকল্যাণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কার্যাবলি গৌণ বা ঐচ্ছিক কাজ। জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং বিভিন্ন বৈষম্য ও কুপ্রথা দূরীকরণে রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও অসুস্থদের সেবা প্রদান, শিশু সদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রের খাদ্য নিরাপত্তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, সমতা বিধান প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণমূলক কাজ। আর যে রাষ্ট্র কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করে তাকে কল্যাণমূলক তথা আধুনিক রাষ্ট্র বলা হয়।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার পোশাক শিল্পের স্থিতিশীলতার জন্য শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময় নির্বাচন ও কাজের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়া বিধবা ভাতা, বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, খাদ্য সাহায্য প্রভৃতি কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমনীতি প্রণয়ন, সঠিক মজুরি নির্ধারণ, কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, বোনাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক সহযোগিতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ, খাদ্য সাহায্য প্রদান প্রভৃতিও একটি আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ।

সুতরাং উপরে আলোচনার প্রেক্ষিতে ঘটনা-২ এ বর্ণিত বাংলাদেশের কাজগুলোকে আধুনিক রাষ্ট্রের কাজেরই প্রতিরূপ বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **ঘটনা-১ :** বিদিতা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার বাবা একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি বিদিতাকে তার ডাক্তার পিতা ও শিক্ষক মাতার গল্প শোনান। তারা দুজনেই ১৯৭১ সালে চাকরির মায়া ত্যাগ করে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে আহত অনেককেই তারা দুজন মিলে সেবা-শুশ্রূষা করেন।

ঘটনা-২ : 'A' নামক প্রতিবেশী দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেন এবং তৎকালীন গণহত্যার বিবরণ বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরেন। 'B' নামক ভেটোপ্রদানকারী দেশ উক্ত সময় বিভিন্নভাবে সহায়তা কার্যক্রমকে এগিয়ে দেয়।

ক. বাংলাদেশ সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ১

খ. শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনকারী শিক্ষানীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিদিতার দাদা-দাদির মতো ব্যক্তিদের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুমি 'A' না 'B' দেশের ভূমিকাকে অগ্রগণ্য মনে কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি লিখিত সংবিধান।

খ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনকারী শিক্ষানীতিটি হলো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সৃজনশীল পদ্ধতির মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও নতুন পাঠ্যপুস্তক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বর্তমান সরকার একসাথে ২৫ হাজারের অধিক রেজিস্ট্রার্ড প্রাইমারি এবং প্রায় ৩ শত কলেজ সরকারিকরণ করেছে। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি ও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার পাসের হার অনেক বেড়েছে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে ও শ্রেণিতে নারী শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বেড়েছে। এছাড়া একীভূত শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম সফলতা পেয়েছে।

গ বিদিতার দাদা-দাদি মুক্তিযুদ্ধকালীন পেশাজীবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সাধারণ অর্থে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারাই হলেন পেশাজীবী। পেশাজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক ও বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও গৌরবদীপ্ত। পেশাজীবীদের বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর বিদিতার বাবা একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি বিদিতাকে তার ডাক্তার পিতা ও শিক্ষক মাতার গল্প শোনান। তারা দুজনেই ১৯৭১ সালে চাকরির মায়া ত্যাগ করে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে আহত অনেককেই তারা দুজন মিলে সেবা-শুশ্রূষা করেন। এরূপ ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিদিতার দাদা-দাদি মুক্তিযুদ্ধকালীন পেশাজীবী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবীরা মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহ, সাহায্যের আবেদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান, শরণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পেশাজীবীদের মধ্যে চিকিৎসকগণ বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

ঘ উদ্দীপকের 'A' দ্বারা প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং 'B' দ্বারা রাশিয়াকে নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার চেয়ে ভারতের ভূমিকা অগ্রগণ্য মনে করি।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত। পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতাকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করতে সহায়তা করে ভারত। লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, একটি দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করে। উদ্দীপকের দেশটির এই কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সরকার ও জনগণের সহযোগিতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সুস্পষ্ট সমর্থন জানায়। দীর্ঘ নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। ভারতীয় প্রচার মাধ্যম ও সংবাদ এটি বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীকে রুখে দাঁড়ালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে সাহায্য করে। এপ্রিলের শেষ দিকে ত্রিপুরাসহ ভারতের মাটিতে বাঙালি তরুণ-যুবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়, যা নভেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। এছাড়া পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ ও নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচতে গ্রাম ও শহরাঞ্চল থেকে প্রায় ১ কোটি বাঙালি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব বাঙালি শরণার্থীকে সাহায্যের জন্য ভারত সরকার তাদের সীমান্ত খুলে দেয়। পাশাপাশি কলকাতায় অবস্থান করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। আবার, মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনী মিলিত হয়ে যৌথকমান্ড গঠন করে। এই যৌথবাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে কোণঠাসা হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের দেশ অর্থাৎ ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল যা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৯

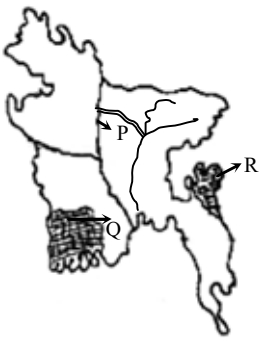

ক. জলবিদ্যুৎ কাকে বলে? ১

খ. পানি ব্যবস্থাপনার একটি উদ্যোগ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'P' চিহ্নিত নদীটির গতিপথ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Q' চিহ্নিত অঞ্চল না 'R' চিহ্নিত অঞ্চলকে তুমি অধিক গুরুত্ব দিবে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলে।

খ পানি ব্যবস্থাপনায় একটি অন্যতম উদ্যোগ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার।

দেশের পানি সম্পদকে মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে কাজে লাগাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। দেশের পানি সম্পদ সারা বছরের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারলে দেশের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে।

গ উদ্দীপকে 'P' চিহ্নিত নদীটি হলো যমুনা নদী।

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র অন্যতম। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারাটি একসময়ে ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ১৭৮৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ উত্থিত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা বাইরে চলে যায় এবং নতুন স্রোতধারার একটি শাখা নদীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন স্রোতধারাটি যমুনা নামে পরিচিত হয়। এটি দক্ষিণে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনা নদী বলে পরিচিত। যমুনার শাখা নদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখা নদী বুড়িগঙ্গা। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। করতোয়া ও আত্রাই হলো যমুনার উপনদী।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মানচিত্রে 'P' চিহ্নিত স্থানটি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলকে নির্দেশ করে। আর এ অঞ্চলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটি হলো যমুনা নদী। এটি ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা নদী যেটি ১৭৮৭ সালে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়। সুতরাং 'P' চিহ্নিত নদীটি যমুনা নদীকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'Q' চিহ্নিত স্থানটি হলো স্রোতজ বনভূমি এবং 'R' চিহ্নিত স্থানটি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বনভূমিকে নির্দেশ করছে। এ দুটি বনাঞ্চলের মধ্যে 'Q' চিহ্নিত অঞ্চল তথা স্রোতজ বনভূমি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেট অঞ্চলের প্রায় ১৪ হাজার বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা গাছের বনভূমি গড়ে উঠেছে। বাঁশ, বেত, চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, মেহগনি, জারুল, সেগুন, গর্জন এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ। রাবার চাষ হয় এ অঞ্চলে। স্থানীয় বাঁশ ও বেতকে ব্যবহার করে চট্টগ্রামে কাগজ শিল্পের প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

অন্যদিকে বাংলাদেশে মোট ৪,১৯২ বর্গকিলোমিটার স্রোতজ বা গরান বনভূমি রয়েছে। স্যাঁতসেঁতে লোনা পানিতে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমির অন্তর্গত। সরকার প্রতি বছর স্রোতজ বা গরান বনাঞ্চল থেকে বহু টাকার রাজস্ব আয় করে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনে বিপুল বনজ সম্পদ রয়েছে। বর্তমানে এই বনের ১৭টি খাত থেকে সরকার বছরে প্রায় ৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করছে। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ, কাঁকড়া ধরা, জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে বেশ কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে আছে খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল ও হার্ডবোর্ড মিল-কারখানা। এই দুটি কারখানারই কাঁচামাল যথাক্রমে সুন্দরবনের গেওয়া ও সুন্দরী গাছ। এ বনাঞ্চল দেশের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। আর অর্থনীতিতে এ খাতটির অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, সরকারের রাজস্ব আয়, অসংখ্য মানুষের জীবিকার সংস্থান, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ প্রশমন, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং পর্যটন শিল্পে অবদানের মাধ্যমে সুন্দরবন তথা স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বনভূমি ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমির চেয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ এনজিও কর্মী লিনা শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। জরিপের কাজে তিনি বেরিয়ে দেখলেন স্কুলে ইউনিফরম পরা কিছু ছাত্র স্কুল সময়ে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে। তারা মারামারিও করছিল। তিনি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। পরেরদিন তিনি কাজে বের হয়ে দেখলেন একটি ঝালাই কারখানায় ১২/১৩ বছরের কিছু ছেলে কাজ করছে। এক প্রশ্নের উত্তরে মালিক বললেন, "তাদের কাজের জন্য আমার কাছে সার্টিফিকেট আছে।" তিনি একই বয়সী কিছু ছেলেকে হোটেলে খাদ্য পরিবেশন করতে দেখলেন। প্রশ্নের জবাবে মালিক বললেন "ওরা সকাল ৮ টায় আসে ১২ টায় ফিরে যায়।"

ক. এইডস কী? ১

খ. সড়ক দুর্ঘটনা কীভাবে সামাজিক সমস্যাকে ত্বরান্বিত করে? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশে কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে দুটো পরিস্থিতিতেই কি কারখানার মালিকগণ দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করেছেন? সামাজিক সমস্যাটি চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইডস একটি মরণব্যাধি, যার শেষ পরিণতি মৃত্যু।

খ সড়ক দুর্ঘটনা ব্যক্তিকে পঙ্গু ও অক্ষম করার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা ত্বরান্বিত করে।

দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তি শারীরিকভাবে পঙ্গু হলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে অনেকেই কর্মহীন অবস্থায় মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মহত্যা কিংবা ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশার সাথে যুক্ত হয়। কেউ জীবন নির্বাহের জন্য মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকের প্রথম অংশে কিশোর অপরাধ নামক সামাজিক সমস্যা ফুটে উঠেছে।

কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত সামাজিকভাবে প্রচলিত মূল্যবোধ ও নীতিবিরোধী কাজই কিশোর অপরাধ। সাধারণত ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ। যেসব অপরাধ কিশোরদের দ্বারা বেশি সংঘটিত হয় সেগুলো হলো চুরি, খুন, জুয়াখেলা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, বিদ্যালয় ও পথেঘাটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পকেট মারা, মারপিট করা, গাড়ি ভাংচুর, বোমাবাজি, বিনা টিকেটে ভ্রমণ, পথেঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ, ধুমপান অশোভন ছবি দেখা, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি।

উদ্দীপকের এনজিও কর্মী লিনা শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। জরিপের কাজে তিনি বেরিয়ে দেখলেন স্কুলের ইউনিফরম পরা কিছু ছাত্র স্কুল সময়ে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে। তারা মারামারিও করছিল। তিনি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। স্কুলের ছাত্রদের এরূপ ব্যবহার এবং কার্যক্রম কিশোর অপরাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে দুটো পরিস্থিতিতেই কারখানা মালিকগণ দেশে প্রচলিত শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘন করেনি।

বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুদের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এদেশে আইনও প্রচলিত রয়েছে। তবে এ আইন না মানার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় এ দেশের অধিকাংশ কারখানার মালিকের কাজে।

উদ্দীপকের কারখানার মালিক ১২/১৩ বছরের দুজন শিশুকে দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি কাজের সার্টিফিকেট আছে বলে জানান। অথচ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো

শিশুকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না। শিশুর বাবা-মা কিংবা অভিভাবক শিশুকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য কারও সাথে কোনো প্রকার চুক্তি করতে পারবে না। কিশোর শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের কাছ থেকে মালিকের খরচে ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। কারখানার মালিক এ আইন না মেনে শিশুদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তিনি দেশে প্রচলিত আইন ভঙ্গ করেছেন।

আবার দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে তিনি ১২/১৩ বছর বয়সী কিছু ছেলেকে হোটেলে খাদ্য পরিবেশন করতে দেখলেন। হোটেলের মালিক তাকে বলেন যে, তারা সকাল ৮ টায় আসে দুপুর ১২ টায় যায়। বাংলাদেশ শ্রম আইনে কিশোর শ্রমিকদের সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে দৈনিক ৫ ঘণ্টা কাজ করার অনুমিত দেওয়া হয়েছ। সে অনুযায়ী বলা যায়, দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে হোটেল মালিক দেশে প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করেননি।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পরিস্থিতিতে কারখানার মালিক শিশুশ্রম সম্পর্কিত প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করছেন। তবে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে হোটেল মালিক আইন মেনে শিশুদের কাজে নিয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ মায়া এপ্রিল মাসের দুপুরে বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে আমতলায় বসেছিল। অল্পবয়সী কিছু ছেলেমেয়ে পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে উষ্ণতা নিবারণ করছিল। সে উপরে তাকিয়ে দেখে গাছে এ বছর তেমন আম হয়নি। গত বছর সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় আমফানে তাদের আমবাগান প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে তাদের বাড়িঘর ফসলাদি হারিয়ে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়।

ক. কালবৈশাখী কাকে বলে? ১

খ. নদীর নাব্যতা সংকট কীভাবে দূর করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকের সময়কাল বাংলাদেশের জলবায়ুর যে ঋতুর বৈশিষ্ট্য বহন করে তার ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাবলি বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রীষ্মকালে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় যে ঝড় সৃষ্টি হয়, তাকে কালবৈশাখী বলে।

খ নদী নিয়মিত খনন করা, নদীর উপর অপ্রয়োজনীয় বাঁধ, পুল, কালভার্ট, নির্মাণ না করা ও পানির প্রবাহ ঠিক রাখার মাধ্যমে নদীর নাব্যতা সংকট দূর করা যায়।

নদীতে যত্রতত্র সেতু ও বাঁধ নির্মাণ, পলি জমে যাওয়া এবং নদী থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের কারণে নদীর নাব্যতা সংকট দেখা দেয়। এজন্য নদীর নাব্যতা সংকট দূর করতে নদী নিয়মিত খনন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বাঁধ, পুল ও কালভার্ট নির্মাণে অনুৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া পানির প্রবাহ ঠিক রাখতেও জলাধার নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে।

গ উদ্দীপকের সময়কাল বাংলাদেশের জলবায়ুর গ্রীষ্মঋতুর বৈশিষ্ট্য বহন করে।

মার্চ হতে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল। এটি দেশের উষ্ণতম ঋতু। এ ঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সে. এবং সর্বনিম্ন ২১ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ সময়ে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেশি থাকে।

উদ্দীপকে মায়া এপ্রিল মাসের দুপুরে বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে আমতলায় বসেছিল। অল্পবয়সী কিছু ছেলেমেয়ে পুকুরের পানিতে ঝাঁপদিয়ে উষ্ণতা নিবারণ করছিল। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের গ্রীষ্মঋতুর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী হওয়ায় বায়ুর চাপের পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। একই সময়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এতে ঝড়ের উদ্ভব হয়। এ ঝড়কে কালবৈশাখী বলে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাবলি তথা জলবায়ু বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। – মন্তব্যটি যথার্থ।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুগত কারণে এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে এদেশে বছরের বিভিন্ন ঋতুর জলবায়ুর তারতম্য দেখা যায়। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হলেও বিভিন্ন ফসল ও প্রচুর ফল জন্মায়। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এদেশে স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে ধান, গম, তামাক এবং নানা জাতের ডাল, তৈলবীজ, গোল আলু, রসুন, পিঁয়াজ, ধনিয়া ইত্যাদি রবিশস্য এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করা হয়। জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট বন্যার পানিবাহিত পলিমাটি কৃষিজমির উর্বরতা বাড়ায়। এতে ফসল উৎপাদন ভালো হয়।

অন্যদিকে, জলবায়ুর প্রভাবেই কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো অকাল বন্যা, আবার কখনো খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশে আঘাত হানে। যার প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে। নদী ভাঙনে মানুষ বাস্তুহারা হয়ে জীবন-জীবিকার টানে শহরে আশ্রয় গ্রহণ করছে। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ কৃষক ও দিনমজুর কাজের আশায় শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানামুখী দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় জনগণের জীবনধারণের ভিত্তি হারিয়ে যাচ্ছে। জলাবদ্ধতা, বন্যা, লবণাক্ততা, প্লাবন, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে দেওয়া হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈচিত্র্য এদেশের মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. এসডিজি বাস্তবায়নে প্রধান বিবেচ্য বিষয় কোনটি?
ক সামাজিক পরিবর্তন খ প্রযুক্তির উন্নতি
গ অংশীদারিত্ব ঘ যোগাযোগের উন্নতি

২. উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদনে কোন উপাদান লাভ-ক্ষতি দায়িত্ব বহন করে?
ক সংগঠন খ ভূমি গ শ্রম ঘ মূলধন

৩. নদ-নদী কোন ধরনের সম্পদ?
ক সামাজিক খ ব্যক্তিগত গ জাতীয় ঘ আন্তর্জাতিক

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রায় ১০ বছর আগে 'ক' চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুর যায়। কিছুদিন আগে সে বাড়িতে আসে। বাড়িতে আসার পর তার নিয়মিত জ্বর ও পাতলা পায়খানা হচ্ছে। সে এখন কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলছে। তার এ অবস্থা দেখে মা-বাবা অনেক চিন্তিত।

৪. 'ক' এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে?
ক শিশুশ্রম খ এইডস গ কিশোর অপরাধ ঘ দুর্নীতি

৫. উক্ত সমস্যার ফলে–
i. সামাজিকভাবে অবজ্ঞার শিকার হতে হয়
ii. জীবন নির্বাহের জন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে
iii. দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. ব্যক্তির উপর সামাজিক আদর্শ এবং নিয়ম-নীতির প্রভাব কমতে থাকলে সমাজে কোনটি দেখা দেয়?
ক সামাজিক বিশৃঙ্খলা খ শিশুশ্রম
গ নারী নির্যাতন ঘ কিশোর অপরাধ

৭. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ হলো–
i. অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়া ii. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অনিশ্চয়তা
iii. মনগড়া ধর্মীয় ব্যাখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. সিয়েরালিওনে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়েছে কেন?
ক ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য
খ বাঙ্গালিরা ঐ দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য
গ সাহায্য-সহযোগিতার জন্য
ঘ বাঙালি সৈন্যদের আন্তরিকতার জন্য

৯. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী-মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কে ছিলেন?
ক মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী খ এ কে ফজলুল হক
গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১০. সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আইয়ুব খান কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন?
ক সাংবিধানিক রাজতন্ত্র খ সামরিক সমাজতন্ত্র
গ কেন্দ্রীভূত গণতন্ত্র ঘ মৌলিক গণতন্ত্র

১১. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে কোন আন্দোলন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
ক ৬ দফা খ ৮ দফা গ ১১ দফা ঘ ২১ দফা

১২. 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনা করা হয় কেন?
ক সন্ত্রাস দমন করার জন্য খ কালোবাজারি ব্যবসা বন্ধের জন্য
গ বাঙালিদের হত্যা করার জন্য ঘ জঙ্গিবাদীদের দমন করার জন্য

১৩. ভাষা আন্দোলনের ফলে–
i. বাঙ্গালিরা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আত্মপ্রত্যায়ী হয়
ii. বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত করতে অনুপ্রেরণা জোগায়
iii. বিভিন্ন ভাষার জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা' ঘোষণা করা হয়?
ক ২৬ মার্চ, ১৯৭১ খ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১৫. বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রধান কে ছিলেন?
ক ড. কুদরাত-এ-খুদা খ ড. কামাল হোসেন
গ ড. মুনীর চৌধুরী ঘ ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ

১৬. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ এম. মনসুর আলী
গ আবু সাঈদ চৌধুরী ঘ তাজউদ্দীন আহমদ

১৭. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোন জেলায় অবস্থিত?
ক বান্দরবান খ খাগড়াছড়ি গ চট্টগ্রাম ঘ রাঙ্গামাটি

১৮. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি–
i. লাল বর্ণের ধূসর মাটি দিয়ে গঠিত ii. মাটির স্তর খুব গভীর ও উর্বর
iii. কৃষিজাত ফসল উৎপাদনে ভূমিকা রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় না কেন?
ক প্রযুক্তির অভাব খ ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা
গ দক্ষ কৃষকের অভাব ঘ প্রায়োগিক শিক্ষার অভাব

২০. সুরমা নদী কোন শহরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়?
ক কুমিল্লা খ ফেনী গ মৌলভীবাজার ঘ সিলেট

২১. বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপথে দেশের মোট বাণিজ্যিক মালামালের কত শতাংশ আনা-নেওয়া করা হয়?
ক ৭০% খ ৭৫% গ ৮০% ঘ ৮৭%

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাহির দেশের একটি বৃহৎ নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু দেখতে যায়। ১৭৮৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট নতুন স্রোতধারা নদীটিকে নতুন নামে পরিচিত করে।

২২. উদ্দীপকের কোন নদীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক পদ্মা খ মেঘনা
গ যমুনা ঘ কর্ণফুলী

২৩. উক্ত নদীর বৈশিষ্ট্য হলো–
i. এর উৎপত্তি তিব্বতের মানস সরোবরে
ii. এর উপনদী হলো করতোয়া ও আত্রাই
iii. এটি সীমান্ত নদী হিসেবে পরিচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. কয়টি উপাদানের সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৬

২৫. মনির উদ্দিন সাহেব এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। তার সমুদয় সম্পত্তির মূল্য ২০ লক্ষ টাকা। তার ছেলে ১০ লক্ষ টাকা রেখে প্রত্যেক মেয়েকে ৫ লক্ষ টাকা বণ্টন করে দেন। মনির উদ্দিন সাহেবের সম্পত্তির বণ্টনের ক্ষেত্রে আইনের কোন উৎসটি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক প্রথা খ ন্যায়বোধ
গ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ঘ ধর্ম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব কবির হোসেন 'কোভিড-১৯' সম্পর্কে একটি গবেষণার প্রয়োজনে কিছু বিষয় জানার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিছু দিন পর সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাকে জানানো হয়। এর ফলে তার গবেষণা কাজ সম্পন্ন করতে সহজ হয়।

২৬. জনাব কবির হোসেন কোন আইনের সহায়তায় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানতে পারলেন?
ক তথ্য অধিকার খ রাজনৈতিক অধিকার
গ সামাজিক অধিকার ঘ নাগরিক অধিকার

২৭. উক্ত আইনের মাধ্যমে–
i. গরীব ও অসহায় মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে
ii. রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা প্রকাশ হতে পারে
iii. ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. জাতিসংঘের কততম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক ১৫ খ ৪১ গ ৭৪ ঘ ১৩৬

২৯. জাতিসংঘ গঠন করা হয় কেন?
ক উন্নত দেশের স্বার্থ রক্ষা করা খ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
গ উপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করা ঘ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ পরিচালনা করা

৩০. বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে জাতিসংঘের কোন সংস্থা কাজ করছে?
ক UNICEF খ UNIFEM গ CEDAW ঘ UNHCR

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জিহাদের দাদা আবুল হোসেন দেশের গল্প শোনাতে গিয়ে জিহাদকে একটি আন্দোলনের বর্ণনা দিলেন। যা ৪০ এর দশকে শুরু হয়ে ৫০ এর দশকে শেষ হয় এবং এ আন্দোলনে অনেক ছাত্র জনতা শহিদ হয়। দাদার দেওয়া একটি বই পড়ে জিহাদ আরও জানতে পারল এ দেশের একজন মহান নেতা জনগণের অধিকার আদায়ে শাসকগোষ্ঠীর কাছে তার অঞ্চলের জন্য মুদ্রা, প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তাসহ ভোটাধিকারের দাবি পেশ করেন।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১

খ. পাকিস্তান সরকারকে কীভাবে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জিহাদের দাদা যে আন্দোলনের কথা শোনালেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহান নেতার পেশকৃত দাবিনামা বাঙালীর অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **দৃশ্যকল্প-১ :** এটি জন্ম নিয়েছিল মাত্র ১০ মাসে। এটি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল।

দৃশ্যকল্প-২ : বিজয় তার বাবার কাছে '৭৫ এর পৈশাচিক ও নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা বলেন, '৭৫ এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল মূলত জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার উদ্দেশ্যে।

ক. ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ কী কারণে উল্লেখযোগ্য? ১

খ. মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের গঠন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ দলিলটি প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিজয়ের বাবার উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩। নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

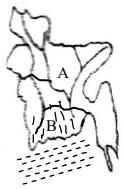

বাংলাদেশের মানচিত্র

ক. গরান বনভূমি কাকে বলে? ১

খ. মিয়ানমারের গ্রীষ্মঋতুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মানচিত্রে 'A' চিহ্নিত স্থানে বনভূমির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 'B' চিহ্নিত স্থানের বনভূমির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি বসবাসের উপযোগী রাখতে প্রচুর জ্বালানি সম্পদ ব্যয় করতে হয়। আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোতে তা করতে হয় না। আমরা প্রকৃতি থেকে সূর্যের যে আলো পাই তা অনেক মূল্যবান সৌর সম্পদ।

ক. পদ্মা নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়? ১

খ. পানিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ভৌগলিকভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নয়নের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

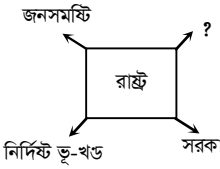

ক. টি এইচ গ্রিনের মতে আইন কী? ১

খ. সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থান কোন উপাদানটিকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, উল্লিখিত উপাদানটি ছাড়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না? যুক্তি দিয়ে মূল্যায়ন কর। ৪

৬। মানবসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সবচেয়ে বিভীষিকাময়। এ সময় বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো একজোট হয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে। এ সংস্থার অঙ্গ সংস্থাসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

ক. FAO কী? ১

খ. সিডও সনদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার অঙ্গ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উক্ত সংস্থার অবদান বর্ণনা কর। ৪

৭। জনাব আফতাব হোসেন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে সিয়েরালিয়নে কাজে নিয়োজিত। তিনি সেখানকার বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করতে সক্ষম হন।

ক. ভেটো ক্ষমতা কী? ১

খ. স্থানীয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আফতাব হোসেন যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মিশনে আছেন তার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার অধীনে যে বাহিনী শান্তি রক্ষার কাজে ভূমিকা রাখছে সে বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৮। মি. আমিন টাঙ্গাইল জেলার একজন সরকারি কর্মচারী। একদিন তিনি দেখতে পান যে, দুই-তিন জন লোক অবৈধভাবে বনের গাছ কাটছে। মি. আমিন তখনই গ্রামবাসীর সহায়তায় গাছ কাটা বন্ধ করেন।

ক. নিসাব কী? ১

খ. পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. আমিন কোন ধরনের সম্পদ রক্ষা করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর মি. আমিনের কাজটি উক্ত সম্পদ রক্ষার জন্য যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও। ৪

৯। 'ক' দেশ : উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে উৎপাদকের স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই।

'খ' দেশ : উৎপাদন বণ্টন ও ভোগ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হলেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। মুনাফা অর্জনই প্রধান লক্ষ্য।

ক. মূলধন কী? ১

খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' দেশে কী ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের মধ্যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০।

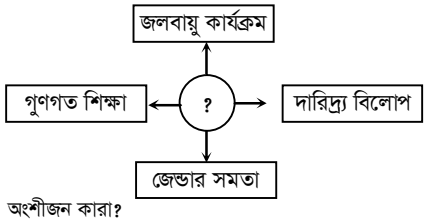

ক. অংশীজন কারা? ১

খ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জাতীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. ছক চিত্রে '?' চিহ্ন দ্বারা কী নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি অর্জনের মাধ্যমে আমরা কী সুফল পেতে পারি? বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। রুবির বয়স তের বছর। সে স্থানীয় একটি চাতালে শ্রমিকের কাজ করে। তার ছোট ভাই রানা শহরে একটি কারখানায় মেকানিকের কাজ করে। চাতালের কাজ শেষে বাড়ি ফিরে রুবি বাবা-মায়ের সাথে অন্যান্য কাজেও সাহায্য করে। অথচ তাদের বাবা-মা রানার সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে বেশ সচেতন। অপেক্ষাকৃত ভালো খাবারটা তুলে রাখা হয় রানার জন্যই।

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. জঙ্গিবাদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রথমোক্ত সামাজিক সমস্যাটির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দ্বিতীয়োক্ত সামাজিক সমস্যাটি প্রতিরোধে সামাজিকভাবে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	K	৩	M	৪	L	৫	L	৬	K	৭	N	৮	N	৯	K	১০	N	১১	M	১২	M	১৩	K	১৪	K	১৫	K
	১৬	N	১৭	K	১৮	M	১৯	M	২০	N	২১	L	২২	M	২৩	K	২৪	M	২৫	N	২৬	K	২৭	L	২৮	N	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জিহাদের দাদা আবুল হোসেন দেশের গল্প শোনাতে গিয়ে জিহাদকে একটি আন্দোলনের বর্ণনা দিলেন। যা ৪০ এর দশকে শুরু হয়ে ৫০ এর দশকে শেষ হয় এবং এ আন্দোলনে অনেক ছাত্র জনতা শহিদ হয়। দাদার দেওয়া একটি বই পড়ে জিহাদ আরও জানতে পারল এ দেশের একজন মহান নেতা জনগণের অধিকার আদায়ে শাসকগোষ্ঠীর কাছে তার অঞ্চলের জন্য মুদ্রা, প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তাসহ ভোটাধিকারের দাবি পেশ করেন।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১

খ. পাকিস্তান সরকারকে কীভাবে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জিহাদের দাদা যে আন্দোলনের কথা শোনালেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহান নেতার পেশকৃত দাবিনামা বাঙালীর অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তাকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে।

খ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপায়নের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারকে ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামিসহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তারা আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। ক্রমেই আন্দোলনটি বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ করে, যা ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এর ফলে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়ে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাটি প্রত্যাহার করে।

গ উদ্দীপকে জিহাদের দাদা যে আন্দোলনের কথা শোনালেন তা হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই এই রাষ্ট্রের ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলতে থাকে। 'তমদ্দুন মজলিস', 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' প্রভৃতি সংগঠনের নানা প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে এ আন্দোলন জোরদার হয়।

উদ্দীপকের জিহাদের দাদা আবুল হোসেন দেশের গল্প শোনাতে গিয়ে জিহাদকে একটি আন্দোলনের বর্ণনা দিলেন, যা ৪০ এর দশকে শুরু হয়ে ৫০ এর দশকে শেষ হয় এবং এ আন্দোলনে অনেক ছাত্র জনতা শহিদ হয়। জিহাদের দাদার এরূপ বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি প্রকাশ পায়। কেননা পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিতর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে ১৯৪৮ সালে এবং এর চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে। ছাত্রসমাজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে অনেকে শহিদ হন। উদ্দীপকে বর্ণিত জিহাদের দাদা এই সময়কালের কথাই উল্লেখ করেছেন। তাই এদেশের প্রেক্ষাপটে আন্দোলনটিকে ভাষা আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মহান নেতার পেশকৃত দাবিনামা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিকে নির্দেশ করছে, যা বাঙালির অগ্রযাত্রাকে গতিশীল ও বেগবান করে।

পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা চালু ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান, দেশে অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থা চালু, অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধাসামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়াসহ ছয়টি দাবি উত্থাপন করেন।

উদ্দীপকে জিহাদ বই পড়ে ৬ দফা সম্পর্কে জানতে পারে। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষিত হলে পূর্ব বাংলার মানুষ সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এ আন্দোলন ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসন বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আর এরই ফলে ত্বরান্বিত হয় স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বিজয়ী প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে নির্মম গণহত্যা চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। প্রায় নয় মাস যুদ্ধের পর বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতিকে স্বাধীকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে, যা পরবর্তী স্বাধীনতা অর্জনের ভিত্তি রচনা করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ **দৃশ্যকল্প-১ :** এটি জন্ম নিয়েছিল মাত্র ১০ মাসে। এটি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল।

দৃশ্যকল্প-২ : বিজয় তার বাবার কাছে '৭৫ এর পৈশাচিক ও নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা বলেন, '৭৫ এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল মূলত জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার উদ্দেশ্যে।

ক. ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ কী কারণে উল্লেখযোগ্য? ১

খ. মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের গঠন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ দলিলটি প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিজয়ের বাবার উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য মোট ৬ সদস্য নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়।

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমে কার্যকর পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (ভাসানী ন্যাপ), অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ (মোজাফফর ন্যাপ), কমরেড মণি সিং (কমিউনিস্ট পার্টি), শ্রী মনোরঞ্জন ধর (জাতীয় কংগ্রেস), তাজউদ্দীন আহমদ (প্রধানমন্ত্রী) ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ (পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী)। তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতাসম্পন্ন পরামর্শ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ দৃশ্যকল্প-১ উল্লিখিত দলিলটি দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। গণপরিষদে সংবিধানের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।"

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, এটি জন্ম নিয়েছিল মাত্র ১০ মাসে। এটি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এরূপ বর্ণনায় ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি সংবিধান প্রণয়ন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হবেন। সংবিধান প্রণয়ন করাই হবে গণপরিষদের মূল লক্ষ্য। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়।

ঘ '৭৫ এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল মূলত জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করার উদ্দেশ্যে।– বিজয়ের বাবার এই উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙালির জাতীয় জীবনে ঘটে এক নির্মম, নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্য স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির মদদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের, বাড়ি নম্বর-৬৭৭ নিজ বাসভবনে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপস্থিত কোনো সদস্যই ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। এমনকি ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ১০ বছরের নিষ্পাপ শিশু রাসলেও।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ বিজয় তার বাবার কাছে '৭৫ এর পৈশাচিক ও নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা বলেন, '৭৫ এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল মূলত জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করার উদ্দেশ্যে। বিজয়ের বাবার এরূপ বক্তব্য যথার্থ। কারন, একটি আধুনিক ও শোষণ-দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে 'দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন, ঠিক তখন দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তি মহলের সহযোগিতায় দেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের মতো 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' কর্মসূচি বাস্তবায়নেও সফল হবেন। তাই বাংলাদেশর রাজনৈতিক গতিপথকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেই ১৫ই আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এই হত্যাকাণ্ড ছিল একটি নৃশংস ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। এটি ঘটেছিল গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এ হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়ে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, মূলত দেশকে সংকটে ফেলে দেশকে নেতৃত্বশূন্য করার উদ্দেশ্যেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যে অভাব আজ অবধি বাঙালি জাতি অনুভব করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

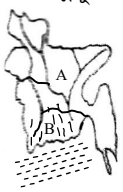

বাংলাদেশের মানচিত্র

ক. গরান বনভূমি কাকে বলে? ১

খ. মিয়ানমারের গ্রীষ্মঋতুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মানচিত্রে 'A' চিহ্নিত স্থানে বনভূমির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 'B' চিহ্নিত স্থানের বনভূমির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ খুলনা এবং দক্ষিণ পূর্বাংশে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে জোয়ার ভাটার লোনা ও ভেজা মাটিতে যেসব উদ্ভিজ্জ জন্মায় তাদের স্রোতজ বা গরান বনভূমি বলা হয়।

খ মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত মিয়ানমারে গ্রীষ্মকাল।

এ সময়ে এ দেশের অধিকাংশ স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৯ ডিগ্রি সে. এর কাছাকাছি পৌঁছে। সূর্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে বিধায় এ সময় মধ্য এশিয়ার বিরাট নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং এ অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ শুরু হয়। এ সময়ে ভামোতে ১৯ ডিগ্রি সে., মান্দালয়ে ৩২ ডিগ্রি সে. এবং ইয়াঙ্গুনে প্রায় ২৭ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা বিরাজ করে।

গ উল্লিখিত চিত্রে 'A' চিহ্নিত স্থান দ্বারা ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমিকে নির্দেশ করে।

জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার কারণে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশে তিন ধরনের বনাঞ্চল লক্ষ করা যায়। যেমন– ১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল, ২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল এবং ৩. স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি।

উদ্দীপকে উল্লেখিত মানচিত্রের 'A' চিহ্নিত অঞ্চলের বনভূমি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, দিনাজপুর ও রংপুর এলাকার পাতাঝরা বনের অঞ্চলকে নির্দেশ করে। এ বনভূমিতে বছরের শীতকালে একবার গাছের পাতা সম্পূর্ণরূপে ঝরে যায়। এ বনে শাল (স্থানীয় নাম গজারি) বেশি জন্মায় বলে একে শালবনও বলা হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে কড়ই, বহেড়া, হিজল, শিরীষ, হরীতকী, কাঁঠাল, নিম প্রভৃতি গাছ জন্মে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরের এ বনভূমি মধুপুর ভাওয়াল বনভূমি নামে পরিচিত। দিনাজপুর অঞ্চলের বনকে বরেন্দ্র বনভূমি বলা হয়। বাংলাদেশের বনভূমির উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে এই ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমি, যা মানচিত্রে 'A' চিহ্নিত স্থানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের 'B' চিহ্নিত স্থানটি স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ অঞ্চল হতে প্রাপ্ত সম্পদের গুরুত্ব ব্যাপক।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের খুলনা এবং দক্ষিণ পূর্বাংশের নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে জোয়ার-ভাটার লোনা ও ভেজা মাটিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের স্রোতজ বা গরান বনভূমি বলা হয়। বাংলাদেশে মোট ৪,১৯২ বর্গকিলোমিটার স্রোতজ বনভূমি রয়েছে। এর বেশির ভাগই সুন্দরবন। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলা এবং এর সংলগ্ন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কিছু অংশে ছড়িয়ে রয়েছে সুন্দরবন।

চিত্রে 'B' চিহ্ন দ্বারা এ অঞ্চলকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকার প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে বিপুল রাজস্ব আয় করে। বর্তমানে এ বনের ১৭টি খাত থেকে সরকার বছরে প্রায় ৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ, কাঁকড়া ধরা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের জন্য লাইসেন্স। এ বন হতে কাঠ, গোলপাতা, মধু, মোম, ভেষজ উদ্ভিদ প্রভৃতি সংগ্রহ করে অসংখ্য মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। এ বনের নদী থেকে মাছ সংগ্রহ করে অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে বেশ কিছু শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল ও হার্ডবোর্ড মিল কারখানা। দুটি কারখানার কাঁচামাল যথাক্রমে সুন্দরবনের গেওয়া ও সুন্দরী গাছ।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, অসংখ্য মানুষের জীবিকার সংস্থান, সরকারের রাজস্ব আয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ প্রশমন, শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ এবং পর্যটন শিল্পে 'B' চিহ্নিত অঞ্চলের প্রাপ্ত সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৪ উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি বসবাসের উপযোগী রাখতে প্রচুর জ্বালানি সম্পদ ব্যয় করতে হয়। আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোতে তা করতে হয় না। আমরা প্রকৃতি থেকে সূর্যের যে আলো পাই তা অনেক মূল্যবান সৌর সম্পদ।

ক. পদ্মা নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়? ১

খ. পানিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ভৌগলিকভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নয়নের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ্মা নদীর উৎপত্তিস্থল মধ্য হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহে।

খ মানুষসহ জীব জগতের অস্তিত্বের জন্য পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পানিকে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এটি জীবজগতের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। আবার কৃষি ও শিল্পের বিকাশে পানির ব্যবহার অপরিহার্য। বর্ষাকালে বৃষ্টি থেকে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া গেলেও শীত ও গ্রীষ্মকালের পানির অভাব হলে কৃষি, শিল্প ও জীবনযাপন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। এজন্য পানিকে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার কারণ হলো ভৌগোলিক অবস্থান।

নিরক্ষীয় নিম্ন অক্ষাংশ অঞ্চলে সূর্য বছরের প্রায় সব সময়ই লম্বভাবে কিরণ দেয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর দেশগুলো নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এসব দেশ সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে। এ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এসব দেশ সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে। এ অঞ্চলের দেশগুলোতে তাপমাত্রা কখনো বেশি নিম্ন পর্যায়ে নামে না। অন্যদিকে মেরু অঞ্চলে সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয়, কখনো কখনো সূর্য প্রায় দেখাই যায় না। ফলে মেরু অঞ্চলে অত্যধিক ঠান্ডা পড়ে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি বসবাসের উপযোগী রাখতে প্রচুর জ্বালানি সম্পদ ব্যয় করতে হয়। আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোকে তা করতে হয় না। এখানে তাপমাত্রা কমবেশি হওয়ার কারণ হলো ভৌগোলিক অবস্থান নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশি থাকে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নিরক্ষীয় অঞ্চলে হওয়ায় তাপমাত্রা নিম্ন পর্যায়ে নামে না। ফলে এ অঞ্চলের ঘরবাড়ি গরম রাখার প্রয়োজন হয় না। আবার নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা কম থাকে। তাই এসব অঞ্চলের দেশগুলোর ঘরবাড়ি গরম রাখতে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এর ফলে তাদের জ্বালানি বাবদ অতিরিক্ত একটা খরচ করতে হয়।

ঘ উক্ত সম্পদ তথা সৌর সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাপক।

সৌরশক্তি হলো পৃথিবীর সকল প্রাণের উৎস। এটি ছাড়া পৃথিবীতে উদ্ভিদ, প্রাণী কোনো কিছুই জন্মাতো না। সৌরশক্তি পৃথিবীতে জীবের জন্য বসবাস উপযোগী করেছে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ নানা ক্ষেত্রে সৌরশক্তি ব্যবহার করে আরও উন্নত জীবনযাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

উদ্দীপকের আবহে সৌরশক্তির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সৌরশক্তি হলো নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস। বাংলাদেশ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌরশক্তি ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য সরকার ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে বাংলাদেশের এখন ছয়টি প্রতিষ্ঠান সোলার প্যানেল তৈরি করছে। দেশের দুর্গম অঞ্চলের মানুষ বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড থেকে আর বিদ্যুৎ নয়, দেশের গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘরে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে প্রথম দেশ হিসেবে জাতিসংঘ তহবিল পেয়েছে। সৌরশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত সম্পদ তথ্য সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫

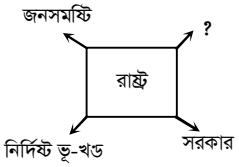

ক. টি এইচ গ্রিনের মতে আইন কী? ১

খ. সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থান কোন উপাদানটিকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, উল্লিখিত উপাদানটি ছাড়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না? যুক্তি দিয়ে মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক টিএইচ গ্রিনের মতে, আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ।

খ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আইনের অনুশাসন মেনে চলা আবশ্যক বিধায় এক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। এটি নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আইনের শাসন না থাকলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজন হয়।

গ '?' চিহ্নিত স্থানটি যে উপাদানটিকে নির্দেশ করছে সেটি হলো সার্বভৌমত্ব।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এসব উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব মুখ্য উপাদান। সার্বভৌমত্ব ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। সার্বভৌম দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকর করার জন্য একটিমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবে। আর এ ক্ষমতাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের আদর্শ বা আইন মানতে সকলেই বাধ্য। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্ব না থাকলে একটি দেশ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

উদ্দীপকের ছকচিত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্র গঠনের তিনটি উপাদানকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং একটি উপাদান বাদ আছে। সেটিকে '?' দিয়ে লুকায়িত রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের উপাদান সার্বভৌমত্বই এ স্থলে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উল্লিখিত উপাদানটি তথা সার্বভৌমত্ব ছাড়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

রাষ্ট্র গঠনের মূল চারটি উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব অন্যতম একটি উপাদান। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপমুক্ত থাকবে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশে সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানের উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের মধ্যে মুখ্য উপাদান হলো সাবভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র পূর্ণতা পায়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্বের আদর্শই হলো আইন; যা সকলেই মানতে বাধ্য। সার্বভৌম ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটি দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। আর বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে উপাস্থাপন করে। এটি ছাড়া রাষ্ট্র দৃশ্যমান হলেও আসলে তা রাষ্ট্র নয়। অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য উপাদান যা রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ মানবসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সবচেয়ে বিভীষিকাময়। এ সময় বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো একজোট হয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে। এ সংস্থার অঙ্গ সংস্থাসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

ক. FAO কী? ১

খ. সিডও সনদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার অঙ্গ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উক্ত সংস্থার অবদান বর্ণনা কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক FAO হলো জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা।

খ নারী-পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও (CEDAW) সনদটি তৈরি।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সিডও সনদ গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।

সারাবিশ্বে শান্তি ও জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করতে জাতিসংঘ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এ সংস্থাগুলো বিশ্বের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে দেশে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলো (UNDP, UNICEF, UNESCO, FAO, WHO, UNHCR, UNIFEM, UNFPA) বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমন : ইউএনডিপি (UNDP) বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করেছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ (UNICEF) দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। ইউনেস্কো (UNESCO) বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এফএও (FAO) বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। ডব্লিউএইচও (WHO) স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে। ইউএনএইচসিআর (UNHCR) বাংলাদেশে মিয়ানমার ইস্যুতে মধ্যস্থতা করছে। বিশাল শরণার্থী পালনের খরচেও অবদান রাখছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বিহারী জনগোষ্ঠীর আবাসনসহ অন্যান্য ইস্যুতে এ সংস্থা ব্যাপক অবদান রেখেছে। ইউনিফেম (UNIFEM) বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট করছে। বাংলাদেশের নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করছে। ইউএনএফপিএ (UNFPA) বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঘ বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করে আসছে যাতে বাংলাদেশি বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরাও সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করছে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় জাতিসংঘের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর বিশ্ব শান্তিরক্ষার মহান লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে সংস্থাটির উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে শান্তি ভঙ্গের হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি ও তা সমুন্নত রাখা এবং উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যধারা অনুসরণ করা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য।

আলোচনা থেকে তাই এটি প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এতদিনেও কোনো সংঘর্ষ পৃথিবীতে সংঘঠিত না হওয়ার একটি বড় কৃতিত্ব হলো জাতিসংঘের। অর্থাৎ বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা অদ্বিতীয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব আফতাব হোসেন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে সিয়েরালিয়নে কাজে নিয়োজিত। তিনি সেখানকার বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করতে সক্ষম হন।

ক. ভেটো ক্ষমতা কী? ১

খ. স্থানীয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আফতাব হোসেন যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মিশনে আছেন তার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার অধীনে যে বাহিনী শান্তি রক্ষার কাজে ভূমিকা রাখছে সে বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের চারটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের যেকোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতাই ভেটো ক্ষমতা।

খ আধুনিককালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বিশাল। রাজধানীতে বসে কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে দেশের সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা, নানা বিষয়ে দৈনন্দিন নজর রাখা, স্থানীয় সমস্যা সমাধানে কার্যকর ও সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত এবং অঞ্চল নির্বিশেষে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় শাসনব্যবস্থা দ্বারা তা সম্ভবপর হয়। অতএব বলা যায়, স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ জনাব আফতাব হোসেন জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে আছে।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সবচেয়ে কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময়। এ যুদ্ধের ব্যাপকতা এবং ধ্বংসলীলা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো একজোট হয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ গঠন করে।

উদ্দীপকের জনাব আফতাব হোসেন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে সিয়েরালিয়নে কাজে নিয়োজিত। তিনি সেখানকার বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করতে সক্ষম হন। এরূপ বক্তব্যে জাতিসংঘের রূপ প্রকাশ পায়। জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা বিধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো শান্তি ভঙ্গের হুমকি, আক্রমণাত্মক প্রবণতা ও কার্যকলাপ বন্ধের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করাও প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কাজ করে। তাছাড়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলাসহ আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা, প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি ও তা সমুন্নত রাখা জাতিসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকের আফতাব হোসেন জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত। এ বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান অসামান্য।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। উদ্দীপকের জনাব আফতাব হোসেন জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে কাজে নিয়োজিত। আর জাতিসংঘের অধীনে বিশ্বশান্তি রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা অতুলনীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারাবিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধংদেহী দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলাগোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছে। এ কাজ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৩৪ জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হয়েছেন। শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশ নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা।

সুতরাং বলা যায়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আফতাব হোসেনের কর্মরত বাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী এক অনন্য অবদান রাখছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশের মর্যাদা ও গৌরব।

প্রশ্ন ▶ ০৮ মি. আমিন টাঙ্গাইল জেলার একজন সরকারি কর্মচারী। একদিন তিনি দেখতে পান যে, দুই-তিন জন লোক অবৈধভাবে বনের গাছ কাটছে। মি. আমিন তখনই গ্রামবাসীর সহায়তায় গাছ কাটা বন্ধ করেন।

ক. নিসাব কী? ১

খ. পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. আমিন কোন ধরনের সম্পদ রক্ষা করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর মি. আমিনের কাজটি উক্ত সম্পদ রক্ষার জন্য যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিমাণ সম্পদ কোনো ব্যক্তির মালিকানায় থাকলে যাকাত দিতে হয় তাকে ইসলামী পরিভাষায় নিসাব বলে।

খ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় জমি, কলকারখানা ও অন্যান্য সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এগুলোতে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মাত্রই তাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুয়ায়ী উৎপাদন, কলকারখানা স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজকর্ম করে জীবিকা তথা সম্পদ অর্জন করে। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রে সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রের মালিকানাধীন।

গ মি. আমিন জাতীয় সম্পদ রক্ষা করেছেন।

জাতীয় সম্পদের উৎস প্রধানত দুটি। প্রথমটি প্রকৃতি প্রদত্ত আর দ্বিতীটি মানবসৃষ্ট। কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরের ভূমি, ভূমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরস্থ যা কিছু সবই প্রকৃতির দান। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও বনের গাছপালা-ফলমূল-প্রাণী ও পাখিকূল, নদ-নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয় এবং এগুলোর মৎস্যসম্পদ, অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ, ভূমির অভ্যন্তরস্থ পানি ও সকল রকম খনিজ সম্পদ এ সবই প্রকৃতি প্রদত্ত জাতীয় সম্পদ। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলে।

উদ্দীপকের মি. আমিন টাঙ্গাইল জেলার একজন সরকারি কর্মচারী। একদিন তিনি দেখতে পান যে, দুই-তিন জন লোক অবৈধভাবে বনের গাছ কাটছে। মি. আমিন তখনই গ্রামবাসীর সহায়তায় গাছ কাটা বন্ধ করেন। মি. আমিনের এরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ বনাঞ্চল রক্ষা পেয়েছে।

ঘ আমি মনে করি জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে আমিনের কাজটি যথেষ্ঠ নয়।

সংরক্ষণের অর্থ বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান। আমরা জানি, একটি দেশের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ একত্রে জাতীয় সম্পদ। তাই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ উভয়েরই সংরক্ষণ বোঝায়।

উদ্দীপকের মি. আমিন অবৈধভাবে বনের গাছ কাটা দেখে গ্রামবাসীদের সহায়তায় তা বন্ধ করেন। তার এরূপ কাজ জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবে তা যথেষ্ট নয়। তাই এর পাশাপাশি জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয় সেদিকে সকলকে লক্ষ রাখতে হবে। কেউ যেন এসব সম্পদের কোনো ক্ষতিসাধন না করে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। এ ধরনের কোনো অপচেষ্টার বিষয়ে জানলে বা দেখলে যথাযথ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। সমষ্টিগত বা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়রোধে সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে হবে। যেমন– রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি, বিদুৎ, গ্যাস ইত্যাদি অপ্রয়োজনে খরচ না করে এগুলো ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিজ নিজ কর্তব্য বিষয়ে প্রতিটি নাগরিক সচেতন ও সচেষ্ট থাকলে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও এগুলোর অপচয় রোধ করা কঠিন নয়। তাই জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। আর তাহলেই জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে একক কোনো পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। দরকার সকলের সম্মিলিত সচেতনতা এবং কার্যকরী পদক্ষেপ।

প্রশ্ন ▶ ০৯ 'ক' দেশ : উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে উৎপাদকের স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই।

'খ' দেশ : উৎপাদন বণ্টন ও ভোগ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হলেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। মুনাফা অর্জনই প্রধান লক্ষ্য।

ক. মূলধন কী? ১

খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' দেশে কী ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের মধ্যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উপাদানই মূলধন।

খ GNP হলো Gross National Product অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের জনগণ মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ও কর্মরত বিদেশি ব্যক্তি ও সংস্থার আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে বিদেশে বসবাসকারী ও কর্মরত দেশি নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের আয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং সম্পদের ওপর কোনোরকম ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। এ অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ নেই। ফলে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনেরও সুযোগ নেই। এরূপ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকের যেমন উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নেই, তেমনি ভোগকারীর নিজ ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের সুযোগ নেই।

উদ্দীপকের 'ক' দেশে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে উৎপাদকের স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক এবং 'খ' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এর মধ্যে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে।

উদ্দীপকে 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা আর 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থায় মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে 'খ' দেশের তথা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমানে দেশের প্রধান প্রধান শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় খাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে অর্থনীতির প্রায় সব খাত ক্রমশ বেসরকারি উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাচ্ছে। এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বেসরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাজার অর্থনীতি গড়ে তোলা। দেশে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান থাকে। বেসরকারি খাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হওয়ায় উদ্যোক্তা ও ভোগকারীর স্বাধীনতা আছে। উদ্যোক্তা বা উৎপাদনকারী যেকোনো দ্রব্য যেকোনো পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে। এই উৎপাদন কাজ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকলেও প্রধানত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০

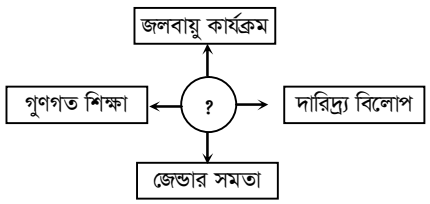

ক. অংশীজন কারা? ১

খ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জাতীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. ছক চিত্রে '?' চিহ্ন দ্বারা কী নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি অর্জনের মাধ্যমে আমরা কী সুফল পেতে পারি? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অংশীজন হলো উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠী।

খ উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠী হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়নে অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ সামষ্টিক অংশগ্রহণ ব্যতীত টেকসই উন্নয়নের সুফল ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি ক্ষুদ্র উন্নয়নে একটি গোষ্ঠীর সকলের অংশগ্রহণ থাকা আবশ্যক।

গ ছকচিত্রে '?' চিহ্ন দ্বারা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কে নির্দেশ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অন্যতম হলো– জলবায়ু কার্যক্রম, দারিদ্র্য নিরসন, গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা প্রভৃতি, যা ছকচিত্রে উল্লেখ রয়েছে।

Sustainable Development Goals-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এসডিজি, যার বাংলা অর্থ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি-২০১৫ পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য ধরে রাখার ভাবনা থেকেই এসডিজি ধারণার জন্ম। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এই বক্তব্যকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে ধারণ করে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট নির্ধারণ করে। এসডিজিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন– এই তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সমন্বয় করা হয়েছে। এসডিজি মূলত মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা, যা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন রোধে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করাই এসডিজির প্রধান লক্ষ্য।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত বিষয়টি অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে আমরা সুফল পেতে পারি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের জন্য অপরিহার্য। এসডিজি অর্জিত হলে দরিদ্রতা নিরসন, জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, নারী নির্যাতন হ্রাসের পাশাপাশি আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যাবে।

এসডিজি বাস্তবায়িত হলে আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে আমাদের দেশের দারিদ্র্যসীমা শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তাছাড়া মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। গ্রাম ও শহরে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হবে। তাছাড়া বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন হবে। টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নৈরাজ্য কমে আসবে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক সমস্যা নিরসন সহজ হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মোচিত হবে। যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতির ফলে বিশ্বে বাস করার সকল সুযোগ-সুবিধা আমাদের দোরগোড়ায় আসবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জিত হলে বাংলাদেশ অনেক সুফল ভোগ করবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ রুবির বয়স তের বছর। সে স্থানীয় একটি চাতালে শ্রমিকের কাজ করে। তার ছোট ভাই রানা শহরে একটি কারখানায় মেকানিকের কাজ করে। চাতালের কাজ শেষে বাড়ি ফিরে রুবি বাবা-মায়ের সাথে অন্যান্য কাজেও সাহায্য করে। অথচ তাদের বাবা-মা রানার সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে বেশ সচেতন। অপেক্ষাকৃত ভালো খাবারটা তুলে রাখা হয় রানার জন্যই।

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. জঙ্গিবাদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রথমোক্ত সামাজিক সমস্যাটির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দ্বিতীয়োক্ত সামাজিক সমস্যাটি প্রতিরোধে সামাজিকভাবে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ হলো– Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ জঙ্গিদের দ্বারা রচিত ও প্রচারিত আদর্শ বা ধ্যানধারণাকেই জঙ্গিবাদ বলে।

জঙ্গি শব্দটি ইংরেজি militant এবং ল্যাটিন শব্দ মিলিটারি (militare) থেকে এসেছে। আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা যুদ্ধ করে, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকে তারাই জঙ্গি। আর জঙ্গির দ্বারা রচিত এবং প্রচারকৃত ধ্যানধারণাই জঙ্গিবাদ নামে পরিচিত। জঙ্গিরা আক্রামণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত কোনো সংস্কারের সমর্থন সমবেতভাবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রথমোক্ত সামাজিক সমস্যাটি হলো শিশুশ্রম।

শিশুশ্রম বলতে সাধারণত অল্প বয়সের শিশু কিশোরদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হওয়াকে বোঝায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিশুশ্রম একটি বড় সমস্যা। যে বয়সে শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলা করার কথা ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে কাজ করতে হয়। দরিদ্র পরিবারে সন্তানের ভরণপোষণ মিটিয়ে লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা-মার পক্ষে সম্ভব হয় না। মূলত দরিদ্রতার কারণেই শিশুশ্রম বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তেরো বছর বয়সী নূরী তার পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে একটি চাতালে শ্রমিকের কাজ করে। নূরী একজন শিশু। আর সে তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য কাজে যোগ দেয়। তাই তার কাজকে শিশুশ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

বাংলাদেশে এরূপ শিশুশ্রমের প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারে বাবা-মার পক্ষে ভরণ-পোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানো সম্ভব হয় না। তারা মনে করে আয় রোজগার করলে পরিবারের উপকার হবে। আবার শিশুদের অল্প মজুরিতে দীর্ঘক্ষণ কাজে লাগানো যায় বলে নিয়োগকর্তারাও উৎসাহী হন। এছাড়াও শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের উদাসীনতার কারণে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, আর্থিক দুরবস্থা ও এর সম্পর্কে উদাসীনতাই শিশুশ্রমের প্রধান কারণ।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয়োক্ত সামাজিক সমস্যাটি হলো মেয়ে শিশুদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব।

বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়ে শিশুরা শৈশব থেকেই বৈষম্যের শিকার হয়। পরিবারের ছেলে শিশুদের তুলনায় শিক্ষা, খাবার, খেলাধুলা কিংবা সামাজিক বিধিনিষেধের ব্যাপারে মেয়ে শিশুদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। দেখা যায়, মেয়ে শিশুর অনুপাতে ছেলে শিশুকে সুযোগ বেশি দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তের বছরের নূরী ও তার ভাই রাতুল দুজনই শিশু শ্রমিক। কিন্তু কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে নূরী গৃহকর্মে মাকে সহযোগিতা করলেও রাতুলকে বিশ্রাম ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু বেশি সুযোগ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এরূপ মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য রোধে সামাজিকভাবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিকভাবে মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এবং মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তুলতে ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে তাদের স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া যায়। তাছাড়া নারী অধিকার এবং অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সেই সাথে পারিবারিকভাবেও অভিভাবকদের বুঝতে হবে সন্তান হিসেবে ছেলে মেয়ে যে কেউই সমান সুবিধা ও মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে। সন্তানদের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি না করে তাদের আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারেও অবিভাবকদের সজাগ হতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কে?
ক শেখ মুজিবুর রহমান খ এ কে ফজলুল হক
গ মওলানা ভাসানী ঘ তাজউদ্দিন আহমেদ

২. কোন দিনটি 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত?
ক ২৫শে মার্চ খ ২৬শে মার্চ গ ২৭শে মার্চ ঘ ২৮শে মার্চ

৩. ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে জনসাধারণের করণীয় হলো–
ক দৌড়ে ঘরে যাওয়া খ এদিক-ওদিক ছুটে যাওয়া
গ টেবিলের নিচে বসে পড়া ঘ চিৎকার করা

৪. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয়ের উচ্চতা কত?
ক ৯১৫ মিঃ খ ১০০০ মিঃ গ ১২৩০ মিঃ ঘ ১২৩১ মিঃ

৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অনুসঙ্গ হলো–
ক আইন বিভাগের খ শাসন বিভাগের
গ বিচার বিভাগের ঘ আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের

৬. বাংলাদেশের পত্রিকায় ৯১৫ মিটার উচ্চতার পর্বত আরোহণ প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। শীঘ্রই প্রতিযোগীদের নাম জমা দিতে বলা হলো। প্রত্রিকায় কোন পর্বতের কথা বোঝাচ্ছে?
ক তাজিংডং খ মোদকমুয়াল গ কেওক্রাডং ঘ পিরামিড

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব 'ক' ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সদ্য কর্মস্থলে যোগদান করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন।

৭. তিনি মুক্তিযুদ্ধে কাদের প্রতিনিধিত্ব করেন?
ক ছাত্রসমাজ খ পেশাজীবী গ বুদ্ধিজীবী ঘ জনসাধারণ

৮. উক্তগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন–
i. সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে
ii. বিশ্ববাসীর কাছে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য দিয়ে
iii. শরণার্থীদের মানসিকভাবে সাহস যুগিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদর দপ্তর কোন শহরে অবস্থিত?
ক নিউইয়র্ক খ লন্ডন গ হেগ ঘ প্যারিস

১০. নিচের কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয়?
ক চীন খ জার্মানি গ ফ্রান্স ঘ রাশিয়া

১১. গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনায় কোন অঞ্চলের মানুষ কৃষি উৎপাদনে লাভবান হচ্ছে?
ক দিনাজপুর খ কুমিল্লা গ যশোর ঘ বগুড়া

১২. বর্তমান বিশ্বে কয় ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর আছে?
ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার

১৩. বিশ্বে প্রথম এইচআইভি ধরা পড়ে —— সালে?
ক ১৯৭৯ খ ১৯৮০ গ ১৯৮১ ঘ ১৯৮২

১৪. বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করেছে– এ ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টির বড় করণ কোনটি?
ক সামাজিক মূল্যবোধের অভাব
খ শিক্ষকের উদাসীনতা
গ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অন্ধ সমর্থন
ঘ সরকারের উদাসীনতা

১৫. 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' বলতে কী বোঝ?
ক দুটি দেশভিত্তিক খ দুটি ধর্মভিত্তিক
গ দুটি রাষ্ট্রভিত্তিক ঘ দুটি জাতিভিত্তিক

১৬. দেশের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত হয় কোথা হতে?
i. অভ্যন্তরীণ উৎস ii. ব্যক্তিগত পুঁজি iii. বৈদেশিক সাহায্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ঢাকার জামিল সাহেব তার পোশাক কারখানার জন্য প্রায় আট লক্ষ টাকার নতুন কিছু মেশিন কিনলেন। ফলে তার কারখানায় আরও কিছু শ্রমিক নিয়োগ দিতে হয় এবং তার মুনাফা আগের চেয়েও বেড়ে যায়।

১৭. জামিল সাহেবের আট লক্ষ টাকার ব্যয়কে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে?
ক বিনিয়োগ খ ভূমি গ মূলধন ঘ ভোগব্যয়

১৮. জামিল সাহেবের এ ধরনের ব্যয়ের ফলে–
i. দেশের মোট জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে
ii. শ্রমিক শোষণ বেড়ে যাবে
iii. জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. বৃহত্তর কুমিল্লার লোকজন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তাদের এ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণ কী?
ক বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা খ বাংলার জনগণের উপকার
গ স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদ ঘ গণপরিষদে বাংলা ভাষার প্রস্তাব পেশ

২০. উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
ক সম্পদের রূপান্তর খ দ্রব্য সৃষ্টি
গ উপযোগ সৃষ্টি ঘ অভাব পূরণের দ্রব্য

২১. পাকিস্তানে কত শতাংশ মানুষ বাঙালি ছিল?
ক ৫০ শতাংশ খ ৫২ শতাংশ গ ৫৪ শতাংশ ঘ ৫৬ শতাংশ

২২. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৃশংস্যা হত্যাকাণ্ডের শিকার হন–
ক ১৯৭৫ সালের ১০ জানুয়ারি খ ১৯৭৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি
গ ১৯৭৫ সালের ১৭ জুলাই ঘ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

২৩. নারায়ণগঞ্জ শহর কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে?
ক নাফ খ শীতলক্ষ্যা গ বুড়িগঙ্গা ঘ গোমতী

২৪. "রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ আইন" কার উক্তি?
ক অধ্যাপক হল্যান্ড খ টি এইচ গ্রিন
গ অধ্যাপক ডাইসি ঘ অধ্যাপক নেলসন

২৫. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে কেন?
ক সারাবছর পানিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য
খ মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য
গ সবাই যাতে পানি পায় সেজন্য
ঘ 'সকলের জন্য পানি' স্লোগান সফল করতে

২৬. ব্রাজিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য। ব্রাজিল নিরাপত্তা পরিষদের কোন ধরনের সদস্য?
ক স্থায়ী সদস্য খ অস্থায়ী সদস্য
গ সামাজিক সদস্য ঘ অন্তর্বর্তীকালীন সদস্য

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আশরাফ সাহেব একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। প্রতিমাসে তিনি 'X'। ব্যাংকের মাধ্যমে তার বেতন উঠান।

২৭. উদ্দীপকের 'X' ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক কেন্দ্রীয় খ বাণিজ্যিক গ শিল্প ঘ কৃষি

২৮. উক্ত ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. আমানত গ্রহণ ii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ iii. ঋণ প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ কেমন?
ক ব্যক্তিমালিকানাধীন খ সামষ্টিক
গ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ঘ সকলের দান

৩০. "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" জিন্নাহর এ ঘোষণায় প্রকাশ পেয়েছে তার–
ক নির্দয় মনোভাব খ প্রকৃত শাসকের রূপ
গ স্বৈরাচারী মনোভাব ঘ ভাষাপ্রীতি

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

সেট : ০১ | **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** (সৃজনশীল) | বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। সুবাহ খুলনায় বসবাস করে। গ্রীষ্মের ছুটিতে নানাবাড়ি বগুড়ায় বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করে সেখানকার ভূমিরূপ তার নিজের এলাকার মতো নয়। আবার বনভূমির মধ্যেও বেশ কিছু পার্থক্য দেখতে পায়। তার এলাকায় সুন্দরী, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে।

ক. ভূমিকম্প কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা কর। ২
গ. সুবাহ-র নানাবাড়ির ভূমিরূপের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "সুবাহর জেলায় গড়ে উঠা বনভূমির অনুরূপই সারা দেশের বনভূমি"– তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। **তথ্য কনিকা–১ :** এটি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল, যা ৩৪ জন ব্যক্তির ১০ মাসের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল।

তথ্য কনিকা–২ : মিছিলে খালি গায়ে এক যুবক যার পিঠে লেখা 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এবং বুকে লেখা 'স্বৈরাচার নিপাত যাক'।

ক. মুক্তিফৌজ কাকে বলে? ১
খ. মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের গঠন বর্ণনা কর। ২
গ. তথ্য কনিকা-১ এ উল্লিখিত দলিলটি প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য কনিকা-২ এ বর্ণিত ঘটনাটিই কি গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার একমাত্র নিয়ামক ছিল? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। মনির ও কবির যমুনার পাড়ে বসে গল্প করছিল। মনির এক পর্যায়ে জানাল, প্রায় দুশো বছর আগে সংঘটিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এ নদীটির সৃষ্টি হয়েছিল এবং গত চার হাজার বছরে উক্ত দুর্যোগের ধ্বংসলীলায় ১.৫০ কোটি লোক মারা যায়।

ক. লালমাই পাহাড় কোথায়? ১
খ. বরেন্দ্রভূমি সৃষ্টি হয়েছিল কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীটির গতিপথ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাকৃতিক দুর্যোগটি মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৪।

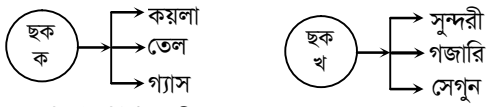

ক. 'বিআইডব্লিউটিএ' কী? ১
খ. বাংলাদেশের নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় কেন? ২
গ. ছক 'ক' এ উল্লিখিত সম্পদটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. ছক 'খ' এ উল্লিখিত সম্পদটি জাতীয় জীবনে কী ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। সাজেদা বেগম তার জমির দলিলের কপি আনতে ভূমি অফিসে যান। দায়িত্বরত ব্যক্তি তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সক্ষম হন।

ক. নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কী? ১
খ. আইনের প্রাচীনতম উৎসটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সাজেদা বেগম কোন আইনের সহায়তায় তার তথ্য পেলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুশাসনের ক্ষেত্রে সাজেদা বেগমের সফলতা আশাব্যঞ্জক, তুমি কি এই বক্তব্যকে সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৬। আফজাল স্কুলে যাওয়ার সময় দেখতে পায় খালের ওপর পুরোনো সাঁকোটি ভাঙ্গা। বর্তমান সরকার সেখানে সংযোগ রাস্তাসহ একটি পাকা সেতু নির্মাণ করেছে। আফজাল ও তার সহপাঠীরা এখন ভালোভাবে স্কুলে যেতে পেরে খুব খুশি। অপরদিকে আফজালের বাবাও তাকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠান এবং রাষ্ট্রীয় কাজে সহায়তা করেন।

ক. এরিস্টটল প্রদত্ত নাগরিকের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে সরকারের কোন কাজের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আফজালের বাবার কাজ নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? মূল্যায়ন কর। ৪

৭। বিভব ও তার বাবা টেলিভিশনে একটি প্রামান্যচিত্রে দেখতে পায় 'ক' দেশকে তার প্রতিবেশী দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা উক্ত দেশকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করে। বিভবের বাবা তাকে বলে, উক্ত সংস্থায় বাংলাদেশের অনেকেই একটি বিশেষ বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করে বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে।

ক. সিডও-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. ইউনিসেফ গঠন করা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্বশান্তি রক্ষায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহিনীর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৮। বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পলিথিনের উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ ও ব্যবহারকে আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পলিথিন অপচনশীল বলে মাটির উর্বরা শক্তিকে বিনষ্ট করে, খাদ্যসামগ্রীতে পলিথিনের ব্যবহারে ক্যান্সার, চর্মরোগসহ নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় এবং এ রকম আরও বিভিন্ন সমস্যার কারণে পলিথিনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইদানীং আবার পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পৃথিবীর জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ।

ক. MDG এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. সম্পদের অসম বণ্টন রোধ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে এসডিজি অর্জনের কোন চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের পথকে কঠিন করে তুলবে– তুমি কি এ ব্যাপারে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
ক.	* ব্যক্তি মালিকানাধীন * শ্রমিক শোষণ * মুক্ত বাজার অর্থনীতি
খ.	* রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন * সুষম বণ্টন * ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. উপযোগ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'খ' অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তোমার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব কামাল বাসে করে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে তার বাসটি দূর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনি আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে যান।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব জামাল বাসে উঠে দেখতে পান যে হেলপার এর বয়স ১২/১৩ বছর। তিনি বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত হন। এটি আইন বিরোধী কাজ।

ক. HIV এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. সামাজিক নৈরাজ্য বলতে কী বুঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি কেন সমাজের জন্য ক্ষতিকর? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত সামাজিক সমস্যাটি রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলে? মূল্যায়ন কর। ৪

১১। নির্বাচন বিষয়ক এক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে আজমল হোসেন বলেন, "এটি পাকিস্তান আমলের নির্বাচন যাতে চারটি দল সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে জয়ী হয় এবং তারা সরকার গঠন করে"। তিনি আরেকটি নির্বাচনের কথাও উল্লেখ করে বলেন, 'এটি এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন এবং এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।"

ক. তমদ্দুন মজলিস কী? ১
খ. ৬-দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের শুরুতে কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ২য় নির্বাচনটি ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান"– সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	K	৩	M	৪	N	৫	M	৬	N	৭	L	৮	N	৯	M	১০	L	১১	M	১২	N	১৩	M	১৪	K	১৫	N
	১৬	N	১৭	K	১৮	N	১৯	N	২০	K	২১	N	২২	N	২৩	L	২৪	L	২৫	K	২৬	L	২৭	L	২৮	L	২৯	K	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সুবাহ খুলনায় বসবাস করে। গ্রীষ্মের ছুটিতে নানাবাড়ি বগুড়ায় বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করে সেখানকার ভূমিরূপ তার নিজের এলাকার মতো নয়। আবার বনভূমির মধ্যেও বেশ কিছু পার্থক্য দেখতে পায়। তার এলাকায় সুন্দরী, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে।

ক. ভূমিকম্প কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা কর। ২

গ. সুবাহ-র নানাবাড়ির ভূমিরূপের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. "সুবাহর জেলায় গড়ে উঠা বনভূমির অনুরূপই সারা দেশের বনভূমি"– তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূ-পৃষ্ঠের আকস্মিক ও স্বল্পস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে।

খ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশের অবস্থান।

বাংলাদেশ ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৫′) অতিক্রম করেছে। পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৪৪০ কি.মি. এবং উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কি.মি.। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মিয়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।

গ সুবাহ-র নানাবাড়ির ভূমিরূপটি হলো প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি।

বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮% এলাকা নিয়ে প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি অঞ্চল গঠিত হয়েছে। আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। এ সময়ের আন্তঃবরফ গলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

ভূগোলবিদদের মতে, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা– বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়। নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি দেখতে ধূসর ও লাল বর্ণের। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে মধুপুর ও ভাওয়ালের সোপানভূমি গঠিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর। কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত লালমাই পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন ৩৪ বর্গকিলোমিটার। এ পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে এবং মাটি নুড়ি, বালি ও কংকর দ্বারা গঠিত।

উদ্দীপকের সুবাহ-র নানাবাড়ি বগুড়ায়। আর বগুড়া অঞ্চলটি প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্তরভূমি। সুতরাং সুবাহর নানাবাড়ি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

ঘ সুবাহর জেলায় গড়ে ওঠা বনভূমিটি হলো স্রোতজ বনভূমি। সারাদেশের বনভূমি স্রোতজ বনভূমির অনুরূপ।– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের খুলনা এবং দক্ষিণ পূর্বাংশের নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে জোয়ার-ভাটার লোনা ও ভেজা মাটিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের স্রোতজ বা গরান বনভূমি বলা হয়। বাংলাদেশে মোট ৪,১৯২ বর্গকিলোমিটার স্রোতজ বনভূমি রয়েছে। এর বেশির ভাগই সুন্দরবন। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলা এবং এর সংলগ্ন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কিছু অংশে ছড়িয়ে রয়েছে সুন্দরবন।

উদ্দীপকের সুবাহর বাড়ি খুলনা। সুতরাং তার অঞ্চলে গড়ে ওঠা বনভূমিটি হলো স্রোতজ বনভূমি। সারাদেশের বনভূমির সাথে এর তেমন মিল নেই। কেননা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর এলাকার বনভূমি বাংলাদেশের ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনভূমি নামে পরিচিত। এ বনভূমিতে বছরের শীতকালে একবার গাছের পাতা সম্পূর্ণরূপে ঝরে যায়। এ বনে শাল বেশি জন্মায় বলে একে শালবনও বলা হয়। এছাড়া এখানে কড়ই, বহেড়া, হিজল, শিরীষ, হরীতকী, কাঁঠাল, নিম ইত্যাদি গাছ জন্মে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরের শালবন 'ভাওয়াল বনভূমি' নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড়ি অঞ্চলকে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি এলাকা নামে অভিহিত করা হয়। উষ্ণ ও আর্দ্রভূমির কিছু এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, তরুলতা, ঝোঁপঝাড়, গুল্ম জন্ম নেয়। এসব গাছের পাতা একত্রে ফোঁটেও না, ঝরেও না। ফলে সারা বছর বনগুলো সবুজ বা চিরহরিৎ থাকে। এ ধরনের বনের প্রধান উদ্ভিদ হলো– চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, মেহগনি, জারুল, সেগুন, গর্জন ইত্যাদি। চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেট এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সকল বনভূমিই স্রোতজ বনভূমির অনুরূপ নয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ **তথ্য কনিকা–১ :** এটি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল, যা ৩৪ জন ব্যক্তির ১০ মাসের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল।

তথ্য কনিকা–২ : মিছিলে খালি গায়ে এক যুবক যার পিঠে লেখা 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এবং বুকে লেখা 'স্বৈরাচার নিপাত যাক'।

ক. মুক্তিফৌজ কাকে বলে? ১

খ. মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের গঠন বর্ণনা কর। ২

গ. তথ্য কনিকা-১ এ উল্লিখিত দলিলটি প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য কনিকা-২ এ বর্ণিত ঘটনাটিই কি গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার একমাত্র নিয়ামক ছিল? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈনদের নিয়ে গঠিত নিয়মিত বাহিনীকে মুক্তিফৌজ বলে।

খ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য মোট ৬ সদস্য নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়।

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমে কার্যকর পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (ভাসানী ন্যাপ), অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ (মোজাফফর ন্যাপ), কমরেড মণি সিং (কমিউনিস্ট পার্টি), শ্রী মনোরঞ্জন ধর (জাতীয় কংগ্রেস), তাজউদ্দীন আহমদ (প্রধানমন্ত্রী) ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ (পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী)। তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতাসম্পন্ন পরামর্শ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ তথ্যকণিকা-১ উল্লিখিত দলিলটি দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। গণপরিষদে সংবিধানের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।"

উদ্দীপকের তথ্যকণিকা-১ এ বলা হয়েছে, এটি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। যা ৩৪ জন ব্যক্তির ১০ মাসের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল। এরূপ বর্ণনায় ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সংবিধান প্রণয়ন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হবেন। সংবিধান প্রণয়ন করাই হবে গণপরিষদের মূল লক্ষ্য। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটির ১০ মাসের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান আত্মপ্রকাশ করে।

ঘ তথ্যকণিকা-২ এ ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ঘটনাটি গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার একমাত্র নিয়ামক ছিল না।

স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বরণের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯৯০ সালে ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়।

উদ্দীপকের তথ্যকণিকা-২ এ মিছিলে খালি গায়ে এক যুবক ছিল যার পিঠে লেকা গণতন্ত্র মুক্তিপাক, এবং বুকে লেখা স্বৈরাচার নিপাত যাক। এ ঘটনাটি ছিল ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার ভূমিকা রাখে। তবে এ ঘটনাটি ছাড়াও আরো অনেক ঘটনা গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রায় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল। ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। তিনি তার দীর্ঘ নয় বছর শাসনকালে প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দল ছাড়াও ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক, কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে। ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার এক সমাবেশে সরকারি সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়, সেখানে অল্পের জন্য শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পান। এর বিরুদ্ধে দেশের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর বিরোধী জোট ও দলগুলো সচিবালয় ঘেরাও করতে গেলে সেখানে ৫ জন নিহত হয়। সর্বশেষ ২৭শে নভেম্বর ডা. মিলনের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন চরম রূপ নেয়। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ একযোগে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংগঠিত হয় এরশাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থান। ফলে এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের একটি মিছিল একজন আন্দোলনকারীর স্বৈরাচার বিরোধী স্লোগানের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ছাড়াও উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলোও ১৯৯০ সালে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ মনির ও কবির যমুনার পাড়ে বসে গল্প করছিল। মনির এক পর্যায়ে জানাল, প্রায় দুশো বছর আগে সংঘটিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এ নদীটির সৃষ্টি হয়েছিল এবং গত চার হাজার বছরে উক্ত দুর্যোগের ধ্বংসলীলায় ১.৫০ কোটি লোক মারা যায়।

ক. লালমাই পাহাড় কোথায়? ১

খ. বরেন্দ্রভূমি সৃষ্টি হয়েছিল কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীটির গতিপথ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাকৃতিক দুর্যোগটি মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক লালমাই পাহাড় কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।

খ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত বরেন্দ্রভূমি পুরাতন পলল হিসেবে আখ্যায়িত প্লাইস্টোসিনকালের পলল দ্বারা গঠিত।

ভূতত্ত্বে মোটামুটি ২৫০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, এই সময় তুষার যুগ শেষে বরফগলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত হয়েছিল। তবে তাদের কারো কারো ধারণা, টেকটনিক তথা ভূগাঠনিক আলোড়নের ফলে উঁচু চত্বর গঠিত হয়ে বরেন্দ্রভূমির সৃষ্টি হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীটি হলো যমুনা নদী।

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র অন্যতম। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারাটি এক সময়ে ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ১৭৮৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ উত্থিত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা বাইরে চলে যায় এবং নতুন স্রোতধারার একটি শাখা নদীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন স্রোতধারাটি যমুনা নামে পরিচিত হয়। এটি দক্ষিণে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনা নদী বলে পরিচিত। যমুনার শাখা নদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখা নদী-বুড়িগঙ্গা। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। করতোয়া ও আত্রাই হলো যমুনার উপনদী।

উদ্দীপকে মনির ও কবির যমুনার পাড়ে বসে গল্প করছিল। মনির এক পর্যায়ে জানাল, প্রায় দুশো বছর আগে সংঘটিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এ নদীটির সৃষ্টি হয়েছিল এবং গত চার হাজার বছরে উক্ত দুর্যোগের ধ্বংসলীলায় ১.৫০ কোটি লোক মারা যায়। এখানে বর্ণিত যমুনা নদীটি ভূমিকম্পের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এটি গোয়ালন্দের কাছে পদ্মানদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দুর্যোগটি হলো ভূমিকম্প। ভূমিকম্প মোকাবেলায় নানা ধরনের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ হঠাৎ কোনো কারণে কেঁপে ওঠে। এ কম্পন অত্যন্ত মৃদু থেকে প্রচন্ড হতে পারে, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। ভূপৃষ্ঠের এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলা হয়।

উদ্দীপকে ভূমিকম্পের মাধ্যমেই যমুনা নদীর উপত্তি ঘটে। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত দুর্যোগটি হলো ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের জন্য যে সকল প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তা হলো– যারা নতুন বাড়ি তৈরি করবেন তাদেরকে স্ট্রাকচার ও ডিজাইন করার সময় 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' অনুসরণ করতে হবে। দক্ষ প্রকৌশলীর তদারকির মাধ্যমে ভালো নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে বাড়ি তৈরি করতে হবে। ইটের দেয়াল তৈরি করলে চার তলার উপরে ভবন না করা; ভবন দোতলার বেশি হলে প্রতিটি কোনায় ইটের মাঝখানে খাড়া ইস্পাতের রড ঢোকাতে হবে। প্রত্যেক জানালা ও দরজার পাশ দিয়ে খাড়া রড ঢোকাতে হবে। দরজা ও জানালা ঘরের কোনায় না হওয়াই ভালো। এ সতর্কতা অবলম্বন করলে ইটের দেয়ালের ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যাবে। ভূমিকম্পের সময় দেয়ালে ফাটল ধরলেও ধসে পড়ার আশঙ্কা হ্রাস পাবে। অথচ এর জন্য খরচ মাত্র এক থেকে দুইভাগ বাড়বে।

গ্রামাঞ্চলের টিনের ঘরগুলোর ভূমিকম্পের ক্ষতির আশঙ্কা কম। তবে মাটির দেয়ালের বাড়িঘরের ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম। এজন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কোনাকুনিভাবে বাঁশ বা কাঠের বেসিং ব্যবহার করা যায়। যদি কোনো ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তবে ভবনটিকে নির্মাণের পর শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য কংক্রিট বিল্ডিং-এর জন্য অতিরিক্ত রড ব্যবহার করে কংক্রিট ঢালাই দিয়ে দুর্বল স্থানগুলোর আয়তন ও আকার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অনেক সময় ফেরো সিমেন্ট দিয়ে ইটের দেয়ালে প্রলেপ দিলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ভবনের নিচতলা সম্পূর্ণ খোলা রাখা উচিত নয়। সেমিপাকা ঘরগুলোর চারপাশে টানা দিয়ে বেঁধে রাখলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ০৪

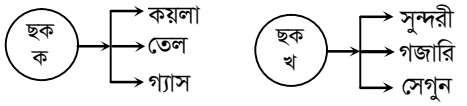

ক. 'বিআইডব্লিউটিএ' কী? ১

খ. বাংলাদেশের নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় কেন? ২

গ. ছক 'ক' এ উল্লিখিত সম্পদটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. ছক 'খ' এ উল্লিখিত সম্পদটি জাতীয় জীবনে কী ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিআইডব্লিউটিএ হলো বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত রূপ।

খ বাংলাদেশের ভূমি বঙ্গোপসাগরের দিকে ক্রমশ ঢালু হওয়ায় এদেশের নদ-নদীগুলো বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত।

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। আর বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশের তুলনায় উত্তর অংশের ভূমি অনেক উঁচু। এদেশের উত্তর অংশের ভূমি ক্রমশ ঢালু হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এজন্য এদেশের নদ-নদীগুলো বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়।

গ ছক-ক এ উল্লিখিত সম্পদটি হলো খনিজ সম্পদ যা প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত।

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম উপাদান হলো খনিজ সম্পদ। গ্যাস, কয়লা, তেল, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে নির্দেশিত পদার্থগুলো মূলত খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি জেলাসমূহের মাটির নিচে গ্যাস, কয়লা, তেল, চুনাপাথরসহ নানা ধরনের মূল্যবান খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব সম্পদ আহরণ করে দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশেও গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে আরও অনেক ধরনের প্রাণিজ ও খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রদান খনিজ সম্পদগুলো হলো– প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, তেল, কঠিন শিলা ও চুনাপাথর। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানাসহ শিল্প ও গৃহস্থালি কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। উৎপাদিত গ্যাস ব্যবহারের খাতওয়ারি হার হচ্ছে– বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪৫%, সার উৎপাদনে ৩৫% এবং শিল্প, বাণিজ্য ও গৃহস্থালি কাজে ২০%। এ ছাড়াও দেশে নতুন তেল ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে এবং মেট্রোরেল নামক পরিবহনে কয়লাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ ছক-খ এ উল্লিখিত সম্পদটি হলো বনভূমি যা প্রাকৃতিক সম্পদের অনুর্ভুক্ত। আমাদের জাতীয় জীবনে এ সম্পদের ভূমিকা অত্যাধিক।

বনভূমি একটি দেশের অতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। বনভূমি পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বনভূমি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বনজ সম্পদ যেমন– কাঠ, মধু, মোম প্রভৃতি এদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উদ্দীপকে ছক-খ এ উল্লিখিত সম্পদটি বনজ সম্পদের অন্তর্গত। আমাদের জাতীয় জীবনে এ সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। কেননা সরকার প্রতিবছর শুধু সুন্দরবন থেকেই অনেক টাকার রাজস্ব আদায় করে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে স্থানীয় শিল্প খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল ও হার্ডবোর্ড মিলের মতো কারখানা গড়ে উঠেছে, যা অনেক লোকের কর্মসংস্থান যোগাচ্ছে। এছাড়া, চিরহরিৎ অরণ্যে প্রচুর বাঁশ, বেত ও রাবার জন্মে যা অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। পত্রপতনশীল অরণ্যে বিভিন্ন দামি কাঠের গাছ জন্মে, যা আসবাব শিল্পে ভূমিকা রাখে। এছাড়া বন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। উৎপাদনমুখী ভূমিকার পাশাপাশি বন ঘূর্ণিঝড়প্রবণ বাংলাদেশের উপকূলবর্তী মানুষ ও তাদের সম্পদের প্রাকৃতিক নিরাপত্তাবলয় হিসেবে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে বনভূমি শুধু বনজ সম্পদের জন্যই নয়, আলো, বাতাস, সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। বনভূমি ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। অর্থনীতির তিনটি খাতেই এই সম্পদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৫ সাজেদা বেগম তার জমির দলিলের কপি আনতে ভূমি অফিসে যান। দায়িত্বরত ব্যক্তি তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সক্ষম হন।

ক. নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কী? ১

খ. আইনের প্রাচীনতম উৎসটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাজেদা বেগম কোন আইনের সহায়তায় তার তথ্য পেলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুশাসনের ক্ষেত্রে সাজেদা বেগমের সফলতা আশাব্যঞ্জক, তুমি কি এই বক্তব্যকে সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

খ আইনের উৎসসমূহের মধ্যে 'প্রথা' অন্যতম প্রাধান উৎস।

প্রথা হলো আইনের সবচেয়ে প্রাচীনতম উৎস। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও অভ্যাসই হচ্ছে সামাজিক প্রথা। এগুলো অমান্য করলে সংঘাত ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এসব প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। যেমন– ব্রিটেনের অধিকাংশ আইনই প্রথা থেকে এসেছে।

গ উদ্দীপকের সাজেদা বেগম তথ্য অধিকার আইনের সহায়তায় তার তথ্য পেলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯নং অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ৫ এপ্রিল ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন জারি করে। এ আইনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। বর্তমানে এ আইনে 'তথ্য কমিশন' নামে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে।

উদ্দীপকের সাজেদা বেগম তার জমির দলিলের কপি আনতে ভূমি অফিসে যান। দায়িত্বরত ব্যক্তি তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সক্ষম হন। এখানে সাজেদা বেগম মূলত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তার ভূমি সংক্রান্ত তথ্য লাভ করেন।

ঘ সুশাসনের ক্ষেত্রে সাজেদা বেগমের সফলতা আশাব্যঞ্জক– আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করছি।

অবাধ তথ্য প্রবাহ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কোনো কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে কোনো তথ্য যখন গোপন করতে পারবে না তখন প্রশাসনিক দুর্নীতি লোপ পাবে। ফলে একটি রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে। কারণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধানতম অন্তরায় হলো তথ্য গোপন করা।

উদ্দীপকের সাজেদা বেগম বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সে তার প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করেছে। কর্তৃপক্ষ তাকে হয়রানী করতে চাইলেও এ আইন তাকে তথ্য প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করেছে। এরূপ তথ্য প্রাপ্তি সুশাসনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবোচিত হবে। পৃথিবীর বহুদেশে তথ্য অধিকার আইন থাকলেও আমাদের দেশে আইনটি প্রণীত হয়েছে ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল। এ আইনে বলা হয়েছে– প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। আবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান না করলে তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুরোধকারী আপিল করতে পারবেন। আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আইন মোতাবেক সুবিচার না পেলে তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ পাঠাতে পারবেন। এক্ষেত্রে কমিশনের কাজ হচ্ছে মূলত অভিযোগ গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসনের পথ প্রশস্ত হবে বলে আমি মনে করি। কারণ এটি সমাজে আইনের অনুশাসন নিশ্চিত করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। কেউ কারও অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না।

সাধারণভাবে আইনের অনুশাসন দুইটি ধারণা প্রকাশ করে। যথা : ক. আইনের প্রাধান্য ও খ. আইনের দৃষ্টিতে সকলের সাম্য। আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সচরাচর সাহস করে না। বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা ও শাস্তি দেওয়া– এগুলো আইনের প্রাধান্যের পরিপন্থি।

অতএব, তথ্য অধিকার আইন সুশাসনের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি। আর উদ্দীপকের সাজেদা বেগম যেহেতু তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমেই সাফল্য পেয়েছে তাই বলা যায়, সাজেদা বেগমের সাফল্য সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ০৬ আফজাল স্কুলে যাওয়ার সময় দেখতে পায় খালের ওপর পুরোনো সাঁকোটি ভাঙ্গা। বর্তমান সরকার সেখানে সংযোগ রাস্তাসহ একটি পাকা সেতু নির্মাণ করেছে। আফজাল ও তার সহপাঠীরা এখন ভালোভাবে স্কুলে যেতে পেরে খুব খুশি। অপরদিকে আফজালের বাবাও তাকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠান এবং রাষ্ট্রীয় কাজে সহায়তা করেন।

ক. এরিস্টটল প্রদত্ত নাগরিকের সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সরকারের কোন কাজের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আফজালের বাবার কাজ নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যারিস্টটলের মতে, সেই ব্যক্তিই রাষ্ট্রের নাগরিক যে নগররাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ও শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

খ সার্বভৌমত্ব শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়।

সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐ বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ নয়।

গ উদ্দীপকে সরকারের ঐচ্ছিক কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানবজীবনের কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের কাজ। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়; যেমন– অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি এবং কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। আর জনকল্যাণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের কাজগুলো ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ। আর

রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলোর মধ্যে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যথা– রাস্তাঘাট, সেতু, সড়ক, রেলপথ, নৌচলাচল, বিমান যোগাযোগ, ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত থাকা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ। সুষ্ঠু পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের আফজাল স্কুলে যাওয়ার সময় দেখতে পায় খালের ওপর পুরোনো সাঁকোটি ভাঙ্গা। বর্তমান সরকার সেখানে সংযোগ রাস্তাসহ একটি পাকা সেতু নির্মাণ করেছে। আফজাল ও তার সহপাঠীরা এখন ভালভাবে স্কুলে যেতে পেরে খুব খুশি। সরকারের এরূপ কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কাজ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ সাঁকো, ব্রিজ, কালভাট নির্মাণ সরকারের কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্ভূক্ত।

ঘ উদ্দীপকে আফজালের বাবার কর্মকাণ্ড নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্যের সাথে পরিপূর্ণভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাষ্ট্র যেমন নাগরিকের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার দিয়ে থাকে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন এবং সংবিধান মেনে চলা, সততা ও সুবিবেচনার সাথে ভোট দেওয়া, যথাসময়ে কর প্রদান, রাষ্ট্রীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা, সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা, দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করা নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উদ্দীপকের আফজালের বাবা তাকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠান এবং রাষ্ট্রীয় কাজে সহায়তা করেন। আফজালের বাবার কর্মকাণ্ডে নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা, নাগরিক হিসেবে এসব তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। প্রত্যেক নাগরিককেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকতে হবে। নিজস্ব সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় অর্জন ও সফলতা এবং সব সময় দেশের মঙ্গল কামনা করা নাগরিকের কর্তব্য। পিতামাতা এবং অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের জীবনরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকাদানের মাধ্যমে সুস্থ সবল রাখা এবং স্কুলে পাঠানো পিতা-মাতার দায়িত্ব। এতে সন্তান সুনাগরিক হয়ে উঠবে এবং দেশের কল্যাণে অবদান রাখবে। রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা নাগরিকের কর্তব্য। সরকারের গৃহীত যেকোনো কাজ জনগণের কাজ। নাগরিকদের সততা, কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার ওপর সরকারের সফলতা, উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, আফজালের বাবার কার্যাবলি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ বিভব ও তার বাবা টেলিভিশনে একটি প্রামান্যচিত্রে দেখতে পায় 'ক' দেশকে তার প্রতিবেশী দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা উক্ত দেশকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করে। বিভবের বাবা তাকে বলে, উক্ত সংস্থায় বাংলাদেশের অনেকেই একটি বিশেষ বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করে বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে।

ক. সিডও-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. ইউনিসেফ গঠন করা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বশান্তি রক্ষায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহিনীর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিডও (CEDAW) এর পূর্ণরূপ হলো Convention on the Elimination of All form of Discrimination Against Women.

খ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ইউনিফেম গঠন করা হয়েছে।

ইউনিফেম জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা। ইউনিফেম বা জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বিশ্বব্যাপী নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করেছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট করা এবং নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করার জন্য ইউনিফেম গঠন করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করা হয়েছে সেটি হলো জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এর উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে শান্তিভঙ্গের হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বিভব ও তার বাবা টেলিভিশনে একটি প্রামাণ্যচিত্রে দেখতে পায়, 'ক' দেশকে তার প্রতিবেশী দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা উক্ত দেশকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করে। এখানে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে জাতিসংঘের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। তুলনামূলকভাবে কোনো দুর্বল দেশ প্রতিবেশী বা অন্য কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক আগ্রাসন বা আক্রমণের শিকার হলে জাতিসংঘ শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা সমাধান করার চেষ্টা করে। এতে কাজ না হলে জাতিসংঘ প্রয়োজনে অবরোধ আরোপসহ শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। পাশাপাশি সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সব দেশের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা; আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা; প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি ও তা সমুন্নত রাখা জাতিসংঘের অন্যতম লক্ষ্য।

ঘ বিশ্বশান্তি রক্ষায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহিনী অর্থাৎ জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করে আসছে। জাতিসংঘ সাধারণত বিভিন্ন যুদ্ধ বা সংঘাত কবলিত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনর্বাসনের জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায়। বিভিন্ন সদস্য দেশের সেনা, পুলিশ, নৌ, বিমান ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয়।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারাবিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ

পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৩৪জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হয়েছেন। শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশ নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পলিথিনের উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ ও ব্যবহারকে আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পলিথিন অপচনশীল বলে মাটির উর্বরা শক্তিকে বিনষ্ট করে, খাদ্যসামগ্রীতে পলিথিনের ব্যবহারে ক্যান্সার, চর্মরোগসহ নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় এবং এ রকম আরও বিভিন্ন সমস্যার কারণে পলিথিনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইদানীং আবার পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পৃথিবীর জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ।

ক. MDG এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. সম্পদের অসম বণ্টন রোধ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে এসডিজি অর্জনের কোন চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের পথকে কঠিন করে তুলবে– তুমি কি এ ব্যাপারে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক MDG এর পূর্ণরূপ হলো– Millennium Development Goals.

খ এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের অসম বণ্টন রোধ করা যায়।

সমাজে অসম বণ্টন টেকসই উন্নয়নের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের সমাজে সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সমাজে একশ্রেণির মানুষ ভূমি দখল, নদী দখল, বন দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করে অপরিমিত সম্পদশালী হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন হলে সর্বত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। সাধারণ মানুষের সম্পদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। ফলে সম্পদের অসম বন্টন রোধ করা সম্ভব হবে।

গ উদ্দীপকে এসডিজি অর্জনের পথে অন্যতম চ্যালেঞ্জ পরিবেশ দূষণকে নির্দেশ করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশ দূষণ। আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। কোনো কারণে পরিবেশের উপাদানসমূহ দূষিত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটে থাকে। যেমন– নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা না ফেলে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ব্যাগ, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি ফেলা, বন উজাড়করণ, অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি। পরিবেশ দূষণের কারণে শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ, রক্তচাপ বৃদ্ধি, কিডনি রোগ, অনিদ্রা, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে পলিথিনের উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ ও ব্যবহারকে আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ পলিথিন অপচনশীল বলে মাটির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট করে, খাদ্য সামগ্রীতে পলিথিনের ব্যবহার কান্সার, চর্মরোগসহ নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। কিন্তু ইদানীং আবার পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যা পরিবেশ ও মানুষের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ। উদ্দীপকে এ বিষয়টি ওপরে বর্ণিত টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ পরিবেশ দূষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের পথকে কঠিন করে তুলবে– এ বিষয়ের সাথে আমি একমত।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি অর্জনের পথে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলোর অন্যতম পরিবেশ দূষণ। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ব্যাগ, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি ফেলা পরিবেশ দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণ।

উদ্দীপকের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালে পলিথিনের ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করলেও বর্তমানে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। পলিথিন একটি অপচনশীল দ্রব্য। এটি মাটিতে দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। ফলে পলিথিন মাটিতে মিশলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হবে। এতে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। আবার পলিথিনের কণা খাদ্য সামগ্রীতে মিশে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এতে মানুষের বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন– চর্মরোগ, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড়বড় শহরগুলোতে পলিথিন জমে ড্রেনের মুখগুলো বন্ধ করে দেয় বা বর্ষাকালে শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। এতে শহরে যান চলাচল ব্যাহত হয়, রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয়, স্বল্প আয়ের লোকদের কাজকর্ম বন্ধ থাকে এবং রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ বিষয়গুলো বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের পথে ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি বাংলাদেশের এসডিজি বাস্তবায়নের পথকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
ক.	• ব্যক্তি মালিকানাধীন • শ্রমিক শোষণ • মুক্ত বাজার অর্থনীতি
খ.	• রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন • সুষম বণ্টন • ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. উপযোগ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তোমার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা রয়েছে তাকে সম্পদ বলে।

খ কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

মানুষের বিভিন্ন বস্তুর অভাব থাকে। যে বস্তুর অভাব পূরণ করার ক্ষমতা থাকে তার উপযোগও থাকে। কোনো একটি দ্রব্য বারবার ভোগ করার ফলে তার উপযোগ কমতে থাকে এবং একসময় তার উপযোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন কোনো ব্যক্তি প্রথম পর্যায়ে একটি কমলা ৯ টাকা দিয়ে কিনে খায়। এক্ষেত্রে ঐ কমলার উপযোগ হলো ৯ টাকা। এভাবে একটার পর একটা কেনার পরে ঐ ব্যক্তি শেষে ঐ কমলা প্রাপ্তির জন্য আর ৯ টাকা দিতে চাইবে না। অর্থাৎ কমলার উপযোগ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় জমি, খনি, কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদন উপকরণ ব্যক্তি মালিকানায় থাকে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা এ অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে যেকোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। সেই সাথে পণ্য ক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা বিরাজ করে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাধীন, শ্রমিক শোষণ ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি হলো প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ 'খ' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো সমাজতান্ত্রিক। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

মোট উৎপাদিত সম্পদের অর্থমূল্য কীভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়, তা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা Economic System-এর ওপর। যে ব্যবস্থা বা কাঠামোর আওতায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ও ভোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। এ ব্যবস্থা জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং অর্থনীতি বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকের 'খ' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান এ দুটি অর্থব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। মিশ্র অর্থব্যবস্থা হলো ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। সম্পদের ওপর কোনো রকম ব্যক্তিমালিকানা এবং ভোক্তার স্বাধীনতা অনুপস্থিত থাকে। এ ব্যবস্থায় সরকার দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি খাতই বেশি প্রাধান্য পায় বলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কোনো প্রতিযোগিতা থাকে না। মিশ্র অর্থনীতিতে আংশিক সুষ্ঠু বণ্টন ঘটে। এমনকি অংশবিশেষে শ্রমিক শোষিত ও বঞ্চিত হয়। ফলে আয় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয়ের সুষ্ঠু বণ্টন হয় বলে শ্রমিক শোষিত ও বঞ্চিত হয় না। তাই এ ব্যবস্থায় আয় বৈষম্যও দেখা যায় না।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মিশ্র ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব কামাল বাসে করে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে তার বাসটি দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনি আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে যান।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব জামাল বাসে উঠে দেখতে পান যে হেলপার এর বয়স ১২/১৩ বছর। তিনি বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত হন। এটি আইন বিরোধী কাজ।

ক. HIV এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সামাজিক নৈরাজ্য বলতে কী বুঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি কেন সমাজের জন্য ক্ষতিকর? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত সামাজিক সমস্যাটি রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলে? মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immuno Deficiency Virus.

খ সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ হচ্ছে সামাজিক নৈরাজ্য।

রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা যখন আর কাজ করে না এবং রাষ্ট্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টির পিছনে বহু কারণ থাকলেও এর মূল কারণ হচ্ছে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি। পাশাপাশি সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপন্থি কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি ইত্যাদিও সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী।

গ দৃশ্যকল্প-২ বর্ণিত সামাজিক সমস্যাটি হলো শিশুশ্রম। এটি সমাজের সার্বিক উন্নতির অন্তরায়।

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম আছে। যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে যাওয়া-আসা করবে, সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে– অর্থনৈতিক দূরবস্থা।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর জনাব জামাল বাসে উঠে দেখতে পান যে হেলপার এর বয়স ১২/১৩ বছর। তিনি বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত হন। এটি আইন বিরোধী কাজ। এরূপ বর্ণনায় শিশুশ্রমের চিত্র প্রকাশ পায়। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ বিধায় এটি সমাজের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বাধাস্বরূপ। শিশুশ্রম শিশুর মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং তার সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায়। শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ ও ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা দরকার। শিশুরা যাতে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ উন্নত সমাজ গঠনে সহায়ক। আজকের শিশু আগামীদিনে পরিচালনা করবে দেশ। গড়ে তুলবে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু শিশুশ্রমের কারণে শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে, তারা মানসিকভাবে দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি পঙ্গুত্ববরণ করছে। ফলে তাদের ভবিষ্যতকে ধ্বংসের পাশাপাশি সমাজ তথা রাষ্ট্রের ভবিষ্যত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-২ এ সড়ক দুর্ঘটনার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই সমস্যাটি আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অপূরনীয় ক্ষতি সাধন করে।– এ বক্তব্যটি যৌক্তিক ও যথার্থ।

চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাই সড়ক দুর্ঘটনা। বাংলাদেশে চালকদের অদক্ষতা, বেপরোয়া মনোভাব, ট্রাফিক আইন না মানা, নাগরিকদের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্দীপকের তুষার কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে লক্ষ করে তাদের ডাবল ডেকার বাসটি নিয়ম ভেঙে সব যানবাহনকে ওভারটেক করছে। ডাবল ডেকার বাসটিকে জায়গা দিতে গিয়ে সবজি ভর্তি পিকআপ রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে অনেক সবজি নষ্ট হয় এবং পিকআপের চালক ও হেলপার আহত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে সড়ক দুর্ঘটনার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না বরং পরিবার, সমাজ এবং দেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। হাইওয়ে পুলিশ বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী দুর্ঘটনায় পতিত ২৪% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৩৯% লোকের বয়স ১৬-৫০ বছরের মধ্যে। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, যা প্রতিটি ক্ষেত্রকেই দুর্বিষহ করে তোলে। সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব ব্যাপক ও বিস্তৃত। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত হওয়ার কারণে তার পরিবারের সদস্যদের দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরিবারের শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তি পঙ্গু হলে অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত হয়, যা তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি করে। সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক সময় ভাঙচুর, সড়ক অবরোধসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। যা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সড়ক দুর্ঘটনা নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১১ নির্বাচন বিষয়ক এক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে আজমল হোসেন বলেন, "এটি পাকিস্তান আমলের নির্বাচন যাতে চারটি দল সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে জয়ী হয় এবং তারা সরকার গঠন করে"। তিনি আরেকটি নির্বাচনের কথাও উল্লেখ করে বলেন, 'এটি এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন এবং এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।"

ক. তমদ্দুন মজলিস কী? ১

খ. ৬-দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের শুরুতে কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ২য় নির্বাচনটি ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদান"– সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তমদ্দুন মজলিস হলো ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

খ ছয় দফা দাবিতে বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কথা উল্লেখ থাকায় একে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

১৯৬৬ সালে ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ছয় দফা দাবি ছিল প্রথম জোর প্রতিবাদ। এতে বাঙালির তীব্র প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি তুলে ধরা হয়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ কর্মসূচি বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। আর এ কারণেই ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের শুরুতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিকসহ সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। বাঙালিরা সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে থাকে। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল– এই ৪টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিক ছিল নৌকা।

উদ্দীপকের শুরুতে বলা হয়েছে, নির্বাচন বিষয়ক এক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে আজমল হোসেন বলেন, সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে জয়ী হয় এবং তারা সরকার গঠন করে"। এরূপ বর্ণণায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় বরখাস্ত করে।

ঘ উদ্দীপকের ২য় নির্বাচনটি হলো ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পিছনে এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে, যা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয়।

উদ্দীপকের ২য় নির্বাচনটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এটি এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে' অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। এর মাধ্যমে আজমল হোসেন মূলত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা বলেছেন। কেননা, ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে ৬ দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে অভিহিত করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাকিস্তানি সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এক বিরাট পরাজয় ডেকে আনে। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়। এই নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে বহুদূর এগিয়ে দেয়।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ইতিহাসের পরিক্রমায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের হাত ধরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্মলাভ করে।